মুক্তির পথ

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীরমাপতি দাস, এম্-এ, বি-টি

—প্রাপ্তিস্থান—
মহামায়া হোমিও হল
৩৫।১ বিবেকানন্দ রোড (বাণীপীঠ) কলিকাতা
অথবা
ডি, এম্ লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৩০

প্রকাশক—শ্রীরমাপতি দাস, এম্-এ, বি-টি
মহামায়া হোমিও হল
৩৫।১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

বাহিরের দোষ ত্রুটি অগ্রাহ্য ক'রে যিনি দেখতে চান অন্তর কতটা পূর্ণ, সেই মরমীকে শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করলাম। ইতি—

গ্রন্থকার।

প্রিন্টার—শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার
নিউ ভারতী প্রেস
২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

মুক্তির পথ



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(রমলার স্কুল। যাহারা কলিকাতার বস্তি-অঞ্চলে আবর্জ্জনার মধ্যে আবর্জ্জনার মতই বাস করে, তাদের ছেলেমেয়েরা এ স্কুলের ছাত্র ছাত্রী। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা; নানা রকমের ফুল গাছ দিয়া সেটা সাজানো। বস্তিনিবাসী অনেকে তাদের ছেলেমেয়েদের লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া এখানে দাঁড়াইয়া আছে। স্কুলের ঘণ্টা বাজিল। রমলা বাহির হইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; যাহারা সেখানে ছিল সকলে শ্রদ্ধার সহিত রমলাকে নমস্কার করিল। রমলাও প্রতিনমস্কার জানাইল। ছেলেমেয়েরা একে একে আসিয়া বিভিন্ন লাইনে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। তাদের সামনে দাঁড়াইল একটি ছেলে; সে তাদের দলপতি। অপূর্ব্ব আসিয়া প্রবেশ করিল।)

রমলা। (অপূর্ব্বকে) নমস্কার। ঠিক সময়ে এসেছেন আজ।

অপূর্ব্ব। (প্রতিনমস্কার জানাইয়া) এবারে তোমাদের দাবীর আবৃত্তি হ'বে বুঝি? হোক, তা হ'লে।

রমলা। (ছেলেমেয়েদের প্রতি) আরম্ভ কর।

(ছেলেমেয়েদের গান)

"সবার উপরে মানুষ সত্য"—মুখে বললে চলবে না।
অবহেলার না-ফোটা ফুল দর্পীরা আর দল্‌বে না॥

সূর্য্য আছে সবার তরে! মোরা কেন অন্ধকারে?
রুদ্ধদ্বারে ধাক্কা মারি, ডাকি বৃথা বারে বারে।
দেখি দূরে আলোর দেশে ভাগ্যবানে বেড়ায় হেসে;
আমরা হেথায় আছি ব'সে যেন জ্যান্ত আবর্জ্জনা।
জোর ক'রে না ভাঙ্গলে দুয়ার, দুয়ার বুঝি খুলবে না॥

এক ভগবান সবার মাঝে! আমরা তবে এমন কেন?
এক মায়েরই সবাই ছেলে! মোদের বেলায় তফাৎ হেন।
পেটের ক্ষুধা মনের ক্ষুধা সবার সমান। কিসের দ্বিধা?
বাঁচতে চাওয়া দোষ যদি হয়, চাইনে তাহার মার্জ্জনা।
মানুষ হ'য়ে বাঁচবো মোরা! এ প্রতিজ্ঞা টলবে না॥

আস্তাকুড়ের নম্র নিবেদন, ন্যায়ের ন্যায্য দাবী।
শুন্‌তে হবে মানতে হবে, নাইকো কোন ভাবাভাবি।
অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, মানুষ হওয়ার শিক্ষা চাই।
বাঁচার রসদ দিতেই হবে, চলবে না আর বঞ্চনা।
মিষ্ট কথায় উৎপীড়িতের ইষ্ট কভু ফলবে না॥

(ছেলেমেয়েদের প্রস্থান।)

অপূর্ব্ব। রমলা, তুমি হাসালে দেখছি।

রমলা। কেন?

অপূর্ব্ব। এ সব বড় বড় কথা শুনে হাসি পাচ্ছে। এ সব কথায় যাদের চিঁড়ে ভেজে আমি সে দলের নই। বিশ্বেশ্বর বাবু জেল থেকে বেরিয়ে এলে

থেকে বেরিয়ে এলে তাঁকে শুনিও, তাঁর চেলাদের শুনিও। আমি তোমাদের স্কুলে সাহায্য করি অনেকটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হ'য়ে, মূলে কোন উচ্চ প্রেরণা নাই। তোমাদের এই দীনতার বিলাস সার্কাসের খেলার মত দেখ্‌তে বেশ লাগে। খেলাটা যখন চল্‌ছে, চলুক্।

রমলা। দীনতার বিলাস!

অপূর্ব্ব। বিলাস নয়? এম্. এ. বি. টি. পাশ করেছ। অনায়াসে একটা ভাল চাকরি দেখে নিতে পারো; দিব্বি আরামে থাক্‌বে। তা না ক'রে বস্তির কতকগুলো ছেলে মেয়ে নিয়ে খুলেছ স্কুল!

রমলা। খেয়াল বল্‌তে পারেন।

অপূর্ব্ব। আমাকে দলে টানার লোভ হ'চ্ছে বুঝি? তা হ'বে না। এদের জন্য মাথা ঘামাবার কি হয়েছে? এরা ব্রিটিশ রাজত্বের দ্বিতীয় নগরকে নোংরা ক'রে, ব্যাধির জীবাণু ছড়ায়, বেঁচে থেকে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি ক'রে! এসব জ্যান্ত আবর্জ্জনা নিয়ে কারবার করা বিপদ-জনক। অবশ্য আমি ততটা ভয় খাই না, কেন না আমার একটু দুঃসাহসিকতার দুর্ব্বুদ্ধি আছে। কিন্তু তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, বিদ্যা আছে; এ কি প্রবৃত্তি! থাক্, এখন কাজের কথা কই। বোতলবেচা বাঁড়ুর্য্যে কি বলেছে?

রমলা। তিনি এক পয়সা দিতে পারবেন না। বস্তির ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শিখিয়ে ভদ্রলোকদের অসুবিধা ঘটানো তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তা ছাড়া, এখন তাঁর বড় টানা-টানি যাচ্ছে।

অপূর্ব্ব। বটে!

রমলা। যে গরীব নয়, সে গরীবের জন্য চিন্তা করবে কেন? গরীবরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করুক্।

অপূর্ব্ব। করতে পারলে, না খেয়ে দলে দলে পথে মরতো না। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় অপরাধ দারিদ্র্য। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে এর শাস্তি তিলে তিলে মৃত্যু। কাজেই এ সব ঠিকই হচ্ছে। বাঁড়ুয্যের কাছে লোক পাঠানোই ভুল হ'য়েছিল।

রমলা। এখন তাই দেখা যাচ্ছে।

অপূর্ব্ব। কোল্‌কাতার নামজাদা মদওয়ালা আর অন্ততঃ দুশো বড় বড় বাড়ীর মালিকের অর্থাভাব অনিবার্য্য! এ বাড়ীর ভাড়া কিছু কমাতে চায়নি?

রমলা। না। অধিকন্তু শতকরা পঁচিশ টাকা বেশী দিতে হ'বে বলছে।

অপূর্ব্ব। বেশ! তা হ'লে এখন আমাকে একটা বৌ জোগাড় ক'রে দাও দেখি।

রমলা। বাঁড়ুয্যে মহাশয় আমার স্কুলে টাকা দিলেন না, বা স্কুল বাড়ীর ভাড়া কমালেন না, অতএব আপনার একটা বৌ জোগাড় ক'রে দিতে হ'বে! ভাল। একটা বিয়ে করুন তা হ'লে।

অপূর্ব্ব। এ দুই এর' মধ্যে সম্বন্ধটা বুঝ্‌লে না, না? ওর একটা বাড়ী ভাড়া নেবো, কিন্তু মেয়ে ছেলে নিয়ে না থাক্‌লে ও ভাড়া দেবে না। কাজেই একটা বৌ চাই। বিয়ে করার অবসর আমার নাই। বাহিরে বৌ সম্বন্ধটা মেনে নেবে, ভিতরে কোন সম্বন্ধ নাও থাক্‌তে পারে; থাক্‌বে আমার বাড়িতেই; এমন একজন চাই।

রমলা। কার দায় পড়েছে ওভাবে আপনার বৌ হ'তে যাবে?

অপূর্ব্ব। এর জন্য মাসে মাসে মাহিনা নেবে সে।

রমলা। (হাসিয়া উঠিয়া) তা হ'লে মিল্‌তে পারে। দেখি চেষ্টা ক'রে।

(চাকরের প্রবেশ।)

চাকর। মাইজি, বাহারমে আদমি খাড়া হ্যায়।

রমলা। আনে বোলো।

(চাকরের প্রস্থান। পরে খাতা লইয়া জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ।)

সেই ব্যক্তি। (প্রণাম করিয়া ও টাকা দিয়া) বাবু টাকা পাঠিয়েছেন; এ মাসে আর কত চাই জান্‌তে চেয়েছেন। (খাতা দিয়া) সহি ক'রে দিন।

রমলা। তোমার বাবু এত টাকা দিচ্ছেন অথচ একদিন দেখে গেলেন না, তাঁর টাকাটা কি ভাবে খরচ হ'চ্ছে।

সেই ব্যক্তি। ঠিক ভাবে খরচ হ'চ্ছে না এ ধারণা তাঁর থাক্‌লে টাকা দিতেন না।

রমলা। তাঁর নাম ও ঠিকানা আমাকে দাও। আমি তার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বো।

সেই ব্যক্তি। নাম তাঁর একটা আছে; সেটা বল্‌তে বারণ। ঠিকানা কোন নাই, কেন না কখন কোথায় থাকেন তার ঠিক নাই।

রমলা। তাঁকে বল্‌বে এ মাসে আর এক শো টাকা হ'লেই আমাদের চল্‌বে। তাঁর একবার দেখা পেলে কিন্তু আমি খুব আনন্দিত হ'তাম।

সেই ব্যক্তি। তিনি যদি নাই আস্‌তে পারেন, তাঁকে রেহাই দেওয়াই ভাল নয় কি, মা?

রমলা। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবে।

সেই ব্যক্তি। ও কথা বল্‌বেন না, তাঁর অকল্যাণ হ'বে। তিনি আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন। আচ্ছা, প্রণাম হই মা।

(প্রস্থান।)

অপূর্ব্ব। আমার সন্দেহ এ টাকা দেয় হিরু।

রমলা। অসম্ভব নয়। তাঁর একবার দেখা পেলে আমি প্রকৃতই আনন্দিত হ'তাম।

অপূর্ব্ব। এ যদি হিরু হয়, সাধারণ ভাবে ওর দেখা পাবে না। তবে যদি কখনও বিপদে পড়ো নিশ্চয় দেখা পাবে।

রমলা। ইচ্ছা ক'রে তবে একদিন বিপদে পড়্‌তে হ'বে দেখ্‌ছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[জেলের দরজার সামনে বিরাট জনতা। সকলে চীৎকার করিতেছে, "বন্দে মাতরম্," "জয় হিন্দ"। বিশ্বেশ্বর জেলের দরজা হইতে বাহির হইয়া হাসিমুখে সকলের সামনে আসিয়া নমস্কার করিল। কয়েকজন সাংবাদিক বিশ্বেশ্বরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।]

জনৈক সাংবাদিক। Sir, আপনার বাণী আমরা পেতে চাই।

বিশ্বেশ্বর। বাণী জানি না, কাজ চাই।

অন্য একজন সাংবাদিক। এই ত, Sir, একটা প্রকাণ্ড message।

বিশ্বেশ্বর। মেসেজ্‌ টেসেজ্‌ বুঝিনা,—কাজ, কাজ, কাজ!—কথার সময় নাই।

অন্য একজন সাংবাদিক। বর্ত্তমানে কোন দিকে আপনি বিশেষ ক'রে জোর দিতে চান?

বিশ্বেশ্বর। সব দিকেই সমান অবস্থা। যার সর্ব্বাঙ্গে ঘা তার কোথায় ঔষধ দেবে? তবে আমার মনে হয়, এখন সব চেয়ে বড় কাজ

ভবিষ্যৎ বংশধরদের গড়ে তোলা। শুধু অতীতকে বড় ক'রে ধ'রে এ দেশটার বর্ত্তমান একেবারে রিক্ত। বর্ত্তমানকে বড় ক'রে ধরতে হ'বে, ভবিষ্যৎকে বৃহত্তর করবার জন্য ; অবশ্য এর জন্য অতীতকে যতটুকু ধরার দরকার ততটুকু ধরতে হ'বে। আমাদের যা হয় হোক্, ভবিষ্যৎ সুন্দর হওয়া চাই। সেই জন্য শিক্ষাই হচ্ছে এখনকার সব চেয়ে বড় জিনিষ।

সেই সাংবাদিক। কিন্তু, Sir খাদ্য-সমস্যা ?

বিশ্বেশ্বর। খাদ্য উৎপাদনও যথাযথ বিতরণের সুব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এর মীমাংসা সম্ভব নয়। এর জন্যও শিক্ষা চাই। বর্ত্তমান কুব্যবস্থার জন্য কতকগুলি মরবে ; কতকগুলি কেন, অনেক-গুলিই মরবে। যেমন ক'রে হোক্ বাঁচিয়ে রাখতে হ'বে ছোটদের। এরা ঠিকভাবে মানুষ হ'য়ে উঠ্‌লে এ সমস্যা আর উঠ্‌বে না।

জনৈক সাংবাদিক। তা হ'লে, Sir, আপনি বলছেন এক মাত্র শিক্ষার দ্বারাই আমাদের সমস্ত সমস্যার মীমাংসা সম্ভব ?

বিশ্বেশ্বর। হ্যাঁ, সুশিক্ষার দ্বারা। কিন্তু গোটা দেশটা কুরুচিতে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে বেশীর ভাগ লোক চায় নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি। চোখের সামনে লাখ লাখ লোক না খেয়ে মরে যাচ্ছে তবু ভ্রুক্ষেপ নাই। দেশের মধ্যে চাই এমন যুবক যাদের আছে বিরাট হৃদয়, সজীব চিন্তা, নির্ভিক ঐকান্তিকতা। এরাই জঘন্য স্বার্থপরতার উচ্ছেদ করবে, এরাই স্থাপনা করবে এমন শাসনের ভিত্তি যার কাজ হ'বে গোটা জাতটাকে এক ভেবে তার মঙ্গল চিন্তা করা। অবিলম্বে সেই শিক্ষার পত্তন করতে হ'বে।

(মেয়েরা ফুলের মালা লইয়া বিশ্বেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইল। সামনের দু'জন তাহাকে মালা পরাইতে গেল। বিশ্বেশ্বর তাহাদের হাত হইতে মালা কাড়িয়া লইল।)

সেই কোন কালে বীরকে মেয়েরা ফুলের মালা দিয়ে বরণ করতো সে প্রথাটা আজও চল্‌ছে! বীর আছে দেশে?

জনৈক মহিলা। বিশ্বেশ্বর বাবু আছেন।

(সকলের হাততালি।)

বিশ্বেশ্বর। মালা কার প্রাপ্য জানো? (অদূরে একটি ধোপা পিঠে বোঝা চাপানো গাধা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গাধাটাকে দেখাইয়া) ঐ গাধাটার। ওকে দাও। চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? দাও, আমি দিচ্ছি।

(মালা লইয়া বিশ্বেশ্বর গাধাটার সামনে ধরিলে, গাধা খাইতে আরম্ভ করিল।)

এইবার মালার সদ্‌ব্যবহার হ'লো—খেতে দাও। এদেশে গরু ঘোড়া গাধা মানুষ সবারি সমান অবস্থা; খেতে পায় না। যাকে পারো খেতে দাও। মালা সুদিন এলে গলায় দেওয়া হ'বে।

(সকলের চীৎকার "জয়, বিশ্বেশ্বর বাবুর জয়")

তৃতীয় দৃশ্য।

[জলধরের ঘর। কয়েকটি যুবক ও জলধর বসিয়া আছে।]

একজন যুবক। আমরা Famine Relief Society থেকে এসেছি; কিছু টাকা দিতে হবে।

জলধর। টাকা! টাকা কোথায় পাবো? আজ বাদ কাল Income Tax দিতে হবে; কোথেকে দেবো তার ঠিক নাই। আমাকেই অপরের কাছে হাত পাততে হবে।

সেই যুবক। শুনে আনন্দিত হ'লাম যে আপনাকে অপরের কাছে হাত পাততে হবে। সে ত আর দুই এক হাজারে হবে না। আমাদের কিছু দিয়ে বিদেয় ক'রে দিন। দরকার হয় পরে আপনাকে আমরা টাকা দিতে পারি।

জলধর। পারো?

সেই যুবক। কেন পার্‌বো না? শতকরা পঁচিশ টাকা সুদ দিতে হবে; যত টাকা দরকার দেবো আমাদের Fund থেকে।

জলধর। কারবার ফেঁদেছো ত বেশ! দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করা টাকা নিয়ে সুদের ব্যবসা মন্দ নয়।

সেই যুবক। আমাদের কাজ পরের উপকার করা, যারা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত তাদের সেবা করা। আপনি যদি নিজেকে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব'লে আমাদের কাছে দরখাস্ত করেন, আমরা নিশ্চয় আপনার বিষয় চিন্তা কর্‌বো। আমাদের কাজ হ'লো টাকা দেওয়া; কাউকে দান করা, কাউকে ধার দেওয়া; কখনও বিনা সুদে, কখনও অল্প সুদে, কখনও বেশী সুদে।

জলধর। বিনা সুদে ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারো? তা হ'লে দিচ্ছি কিছু তোমাদের জল খেতে। পার্‌বে?

সেই যুবক। আপনি দরখাস্ত করুন।

জলধর। আমার যে কি টানাটানি যাচ্ছে তা তোমরা বুঝ্‌বে না। মেয়েটার একটা Rolls Royce গাড়ি চাই, দিতে পারছি না, বাড়ীটা air-conditioned করতে হবে, পারছি না; বাগানটা

মারবেল পাথোর দিয়ে বাঁধাতে হবে তাও পার্‌ছি না। তার উপর Income Tax! একেবারে ফেরার হ'য়ে গেলাম।

সেই যুবক। যারা ফেরার হ'য়ে যায় তাদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। আপনি দরখাস্ত কর্‌তে পারেন।

জলধর। বিনা সুদে। বুঝলে? বেশী নয়, লাখ খানেক টাকা তোমাদের জল খেতে কিছু দেবো আমি।

সেই যুবক। সেটা এখন দিতে পারেন।

জলধর। তা হ'বে না। এখনকার মত তোমাদের তহবিল ভেঙ্গে জল খাও, আমার কাজটি ক'রে দিলে, যা দেওয়ার দেবো।

সেই যুবক। আমরা না পারি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবো আপনার নামে। আজকাল অনেক Relief Society হয়েছে, হ'য়ে যাবে। আপনার মত একজন লোককে উদ্ধার করা যে-কোন Relief Societyর কর্ত্তব্য।

জলধর। বলোত, বাবা! কর্ত্তব্য নয়? অথচ সবাই ভাবে জলধর বাঁড়ুয্যে টাকার কুমীর। এমন অবিচারও চলে দুনিয়ায়।

সেই যুবক। যে যা ভাবে ভাবুক। আপনার তাতে কি যায় আসে? লোকের বিশ্বাস, বোতল-বেচা বাঁড়ুয্যের নামে হাঁড়িফাটে। আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি অনেক সময় ফাটে। তাতে কি হয়েছে? যার ফাট্‌লো তার ফাট্‌লো। আপনার কি?

জলধর। তোমরাও বল্‌ছো, ফাটে। কেন ফাট্‌বে শুনি? এত লোক রয়েছে,—আমার নাম করলেই হাঁড়ি ফাট্‌বে?

সেই যুবক। তা ফাট্‌বে বৈ কি। বিশ্বাস না করেন, হাতে হাতে প্রমাণ দিয়ে দিতে পারি। সামনের বাজারটায় যত লোক আছে সকলকে ডেকে নিয়ে এসে ওদের সামনে আমাদের এই ভিক্ষার

হাঁড়িতে তিনবার আপনার নাম বলে একটা ফুঁ দিলেই চড়্‌ চড়্‌ ক'রে ফেটে যাবে। দেখবেন?

জলধর। দেখাতে হবে না। তাতেই বুঝি ঝুলি না নিয়ে হাঁড়ি নিয়ে এসেছ? যাও,—বেরোও এখান থেকে। চোর কোথাকার!

সেই যুবক। কিছু দিলেই বেরিয়ে যাই। নইলে পরীক্ষাটা একবার ক'রে দেখ্‌তেই হবে আমাদের।

জলধর। কি জ্বালাতন! সেফালি, ও সেফালি।

(সেফালিকার প্রবেশ।)

সেফালিকা। কি, বাবা?

জলধর। এ হতভাগাদের কিছু দিয়ে বিদেয় ক'রে দেত। হাঁড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। কেন ফাট্‌বে আমার নাম কর্‌লে? কেন শুনি?

সেই যুবক। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জলধর। যাও, বেরোও এখান থেকে। চোর কোথাকার সব।

সেফালিকা। বাবা, তুমি ভিতরে যাও। আমি এদের বিদায় ক'রে দিচ্ছি।

জলধর। ফের যদি হাঁড়ি ফাটার কথা বলো,—

সেফালিক। যাও না বাবা,—

জলধর। মজাটা ভাল ক'রে দেখিয়ে দেবো। নাম করলে হাঁড়ি ফাটে! যত সব—　　(প্রস্থান।

সেফালিকা। আপনারা বাবাকে এত জ্বালাতন করেন কেন? যা দরকার আমাকে বল্‌তে পারেন না?

সেই যুবক। আপনাকে বল্‌তে হবে জান্‌লে আপনাকেই বলতাম।

সেফালিকা। যে আস্‌বে সেই বাবাকে জ্বালাবে। কেন? দুর্ভিক্ষ হয়েছে তার আমরা কি জানি? আমরা দুর্ভিক্ষ এনেছি? যারা এনেছে তাদের কাছে যান,—এখানে কেন?

সেই যুবক। দশানন সীতা হরণ ক'রে, বাঁধা পড়ে সমুদ্র। এ চিরকাল হ'য়ে আসছে। আমাদের উপর রাগ করাটা ভুল হবে।

সেফালিকা। আমার বাবার নামে যদি হাঁড়ি ফাটে, তাঁর টাকায় ফাট্‌বে না ?

সেই যুবক। টাকার দ্বারা শোধন হ'লে আর ফাটবে না।

সেফালিকা। আমরা নিজেরা Relief Society খুলবো। এখন এক পয়সা পাবেন না। আমাদের Societyতে চাঁদা দিয়ে যেতে পারেন। কত দেবেন বলুন। (টেবিল হইতে খাতা তুলিয়া লইয়া) আপনার নাম ? কত দেবেন ? আর যে যে আছে নাম বলুন।

সেই যুবক। আহা, করেন কি ? করেন কি ? আমাদের কাছ থেকে চাঁদা নেবেন ? যাচ্ছি আমরা—বাপ ! নমস্কার। (সঙ্গীদের) চল—চল—

সেফালিকা। আপনাদের একটা Sense of Chivalry থাকা উচিত। একজন মেয়ে মানুষ আপনাদের কাছে চাঁদা চাইলে দেবেন না ?

সেই যুবক। দোহাই আপনার ! চাইবেন না,—আমরা যাচ্ছি— (সঙ্গীদের) আয়—আয়—নমস্কার—

(যুবকদের প্রস্থান)

সেফালিকা। বাবা ! বাবা !

(জলধরের প্রবেশ)

জলধর। বিদায় করেছিস্ হতভাগাদের ?

সেফালিকা। এক পয়সা না দিয়ে বিদায় করেছি। বল্‌লাম আমরা Relief Society খুল্‌বো, চাঁদা চাই। চাঁদার নাম শুনেই দৌড়।

জলধর। কতদূর শয়তান দেখেছিস্? হাঁড়িটা ফেলে গিয়েছে।

সেফালিকা। ভালই হয়েছে। আজ আমাদের একটা হাঁড়ি কিন্‌তে হ'তো, এমনি পাওয়া গেল।

জলধর। তবে ভালই হয়েছে। ভিতরে রেখে দিয়ে আয়। সামনে থাকলে বেটারা ফিরে এসে নিয়ে যেতে পারে।

সেফালিকা। আচ্ছা, সে হ'বে। এবারে আমার হারটা কিনে দাও।

জলধর। আচ্ছা, হ'বে। এ মাসটা যাক্ না।

সেফালিকা। আমার জন্য ওরা রেখে দেবে বুঝি? কোন্ এক বেগমের নজর পড়েছে ওটার উপর। আমি অনেক বলে কয়ে এখনও রেখেছি। আর হবে না।

জলধর। এত টাকা দিয়ে?

সেফালিকা। কেন? টাকা নাই তোমার?

জলধর। আজকাল যা দিন পড়েছে, একটু বুঝে শুনে চলার দরকার। একেবারে পঞ্চাশ হাজার! অতগুলো টাকা একটা হারের জন্য!

সেফালিকা। পঞ্চাশ হাজার বুঝি অতগুলো টাকা হ'লো?

জলধর। বলিস্ কি পাগ্‌লী! দুই নয়, দশ নয়, একেবারে পঞ্চাশ হাজার! কম হ'লো?

সেফালিকা। ও সব বাজে কথা আমি শুন্‌তে চাই না। ওটা কিনে দিতেই হ'বে।

জলধর। (কিছুক্ষণ সেফালিকার মুখের দিকে চাহিয়া) আমি ম'রে গেলে তুই কিছুই রাখ্‌তে পারবি না।

সেফালিকা। মরলেই হ'লো কি না! (মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল)

জলধর। বুঝতে পার্‌ছি। তোমার তা হ'লে ওটা চাই। নিয়ে এসো তা হ'লে; দেবো টাকা। অমলকে ডাক।

(সেফালিকার প্রস্থান)

জলধর। মেয়েটা পাগল, না খ্যাপা! পঞ্চাশ হাজার! এক থোকে পঞ্চাশ হাজার!

(সেফালিকা ও অমলের প্রবেশ)

অমল। ডাক্‌ছেন আমাকে?

জলধর। আচ্ছা, এই খ্যাপা মেয়েকে নিয়ে কি করি বলোত? কোথায় একটা হার দেখে এসেছে, দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেটা ওর চাই। দু'চার হাজার হয়, না হয় কোন রকমে হ'লো। একেবারে পঞ্চাশ হাজার! টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সময় এটা!

অমল। নিশ্চয় না।

জলধর। বলো ত, বাবা ওকে।

অমল। আমি বললে কি হবে? আপনি আদর দিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে মাথায় তুলেছেন।

জলধর। না দিয়ে পারি? মা-মরা মেয়ে। ওর মা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম ওকে মা'র অভাব কখনও বুঝ্‌তে দেবো না। দিই নি। লোকে আমাকে বোতলবেচা বাঁড়ুয্যেই বলুক, আর হাঁড়িফাটা জলধরই বলুক, সবাইকে স্বীকার করতে হবে মেয়েকে আমি যে ভাবে মানুষ করেছি, ওর মা বেঁচে থাক্‌লেও এর বেশী কিছু কর্‌তে পার্‌তো না। সেফালি তুই বল। তোর মা যদি থাক্‌তো আমার চেয়ে বেশী যত্ন কর্‌তে পার্‌তো তোর?

সেফালিকা। ঢের বেশী যত্ন কর্‌তো।

জলধর। অ্যাঁ! কর্‌তো? কর্‌তো?

সেফালিকা। তোমার কাছে আমার চেয়েও তোমার টাকা বড়। মা থাক্‌লে আজ—

জলধর। বলিস্ কি! তোর চেয়ে টাকা বড়!

সেফালিকা। তা না হলে সামান্য পঞ্চাশহাজার টাকার জন্য আমার পছন্দ করা হার অপরে নিয়ে যেতে পায়?

জলধর। তুই নিয়ে আয় বাপু। কে তোকে বারণ করছে? পঞ্চাশ হাজার—ষাট হাজার—কত লাগবে? (চেক বইয়ে নাম সহি করিয়া) এই নে, সহি করে দিলাম, যতটাকা দরকার বসিয়ে দিস্। হয়েছে? (চেক সেফালিকাকে দিল)।

সেফালিকা। বুঝ্‌লে, অমল দা, মা থাকলেও কিন্তু বাবার চেয়ে আমায় বেশী ভালবাসতো না। (প্রস্থান।

জলধর। খ্যাপা মেয়ে কোথাকার। (হাস্য)
(অমলকে) দেখ্‌লে? টাকাটা আদায় ক'রে তবে ছাড়্‌লে। এখন উপায়? টাকাটা কি ক'রে তোলা যায় তার একটা বুদ্ধি দাও দেখি।

অমল। বাড়ীর ভাড়া বাড়িয়ে দিন।

জলধর। আর বাড়ানো চল্‌বে? একশো টাকা আড়াই শো হয়েছে। আজকাল Rent Control officeএর কড়াকড়ি জানো না? মাসে মাসে ভাড়া যে দিয়ে যাচ্ছে তার এক পয়সা বাড়াবার উপায় নাই।

অমল: আপনি ইচ্ছা কর্‌লে সব করতে পারেন।

জলধর। আগে ত তাই পারতাম, বাপু হে! হতচ্ছাড়া Rent Con-

trol office হ'য়ে যত গোলমাল বাধিয়েছে। ভাড়াটেদেরও আজকাল চোখ মুখ খুলেছে। আমার বাড়ী, অথচ আমি ভাড়া বাড়াতে পারবো না। কি অনাচার বলো দেখি? কত লোকসান যাচ্ছে আমার এ বাজারে?

অমল। আলো বন্ধ ক'রে দিন; জল বন্ধ ক'রে দিন।

জলধর। ঐ ক'রে ত এতদিন বাড়ানো হয়েছে। আর চলে না।

অমল। আপনি না পার্‌লে কে পার্‌বে?

জলধর। ভাড়াটাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আর আলো বা জল বন্ধ হবে না। ও ফন্দি আর চল্‌বে না। অন্য কোন উপায় ঠিক কর্‌তে হবে।

অমল। তবে বলুন, কন্যাদায়।

জলধর। কি যে বলো তুমি? আচ্ছা শোনো। এ মাসে কারও ভাড়া তাগাদা ক'রো না। কেউ ভাড়া দিতে এলে বল্‌বে, যে ভাড়া আদায় করে, সে দেশে গিয়েছে। একমাস ক'রে ভাড়া বাকী পড়ুক, তারপর উচ্ছেদের নোটিশ দিতে হবে। শতকরা পনরো কুড়ি টাকা অন্ততঃ বেড়ে যাবে না? কি বলো? এ বাজারে যাবে কোথায় চাঁদেরা?

অমল। ঠিক বলেছেন। তাই হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতার কোন পার্কে বিরাট জনতা। বিশ্বেশ্বর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছে।

বিশ্বেশ্বর। শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা! এ ছাড়া আমাদের সমস্যার

মীমাংসা কখনও হ'বে না। গোটা দেশটাকে কতকগুলি কেন্দ্রে ভাগ ক'রে, প্রত্যেক কেন্দ্রে এক একটা আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলো, যেখানে দেশের সমস্ত ছেলে মেয়ে খেতে পাবে, থাক্‌তে পাবে, মানুষ হ'তে পাবে। আমরা উচ্ছন্নে যেতে বসেছি। আমাদের পরে যারা আস্‌বে তারা যেন বাঁচার মত বাচে; তা'র ব্যবস্থা করে যাওয়া চাই। এ জাতটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে মিথ্যার উপর, মূল মন্ত্র হয়েছে স্বার্থ, তেজ থাক্‌বে কি করে? প্রতিপদে কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে মাথা নীচু করে চল্‌তে হয়! নূতন মানুষ চাই। যার স্বার্থ জানে না, দলাদলি জানে না, ধর্ম্মের নামে বুজরুকি জানে না, যারা প্রাণ দেয় তবু সত্য হ'তে ভ্রষ্ট হয় না, এমন মানুষ চাই। সেই মানুষ যাতে গড়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থাটা অন্ততঃ আমরা যাওয়ার আগে ক'রে যাই।

জনৈক ব্যক্তি। খেতে দিন। না খেয়ে মরে গেলাম।

বিশ্বেশ্বর। কোন কালে পেট পুরে খেয়েছ? মনে পড়ে? অথচ এ দেশ নাকি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা! এ ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু গোলমাল আছে যার জন্য বিশেষ কতকগুলি লোক তোমাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়ার সুবিধা পায়। ফলে তোমরা চিরকাল অভুক্ত। আজ সেই বিশেষ লোকগুলি বিশেষ সুবিধা পেয়ে তোমাদের যেটুকু দয়া করে দিত সে টুকুও বন্ধ করেছে। কাজেই আজ এই অবস্থা। প্রতিকার কর্‌তে পারবে? পার্‌লে এতদিন কর্‌তে। ভগবানের এই দুনিয়ায় নির্ভীকভাবে নিজেদের ন্যায্য দাবী বুঝে নেওয়ার শক্তি ও সৎসাহস আছে তোমাদের? থাক্‌লে, আজ এ

অবস্থা হ'তো না। আমাদের পরে যারা আস্‌ছে তাদের যাতে এই শক্তি ও সৎসাহস থাকে তার ব্যবস্থা এখন থেকে কর্‌তে হবে।

জনৈক ব্যক্তি। করুন। আমরা ত মরেইছি। যারা আস্‌ছে তারা যদি সুখে থাকে তাই ভালো।

বিশ্বেশ্বর। আমি কি কর্‌বো? তোমাদের কর্‌তে হ'বে। ভুঁড়ি-মোটা চর্ব্বির চেলারা তোমাদের সাহায্য কর্‌বে তা ভেবো না। হয় ত তারা বাধাই দেবে। চর্ব্বির চেলাদের বাধ্য কর্‌তে হ'বে সাহায্য কর্‌তে।

জনৈক ব্যক্তি। সহজে না দেয়, ছলে বলে কৌশলে আদায় কর্‌তে হ'বে।

বিশ্বেশ্বর। (তাহার দিকে চাহিয়া) ছল বা কৌশলের ধার আমরা ধারি না। সত্যের উপর দাঁড়িয়ে জোর ক'রে আদায় কর্‌তে হ'বে।

সেই ব্যক্তি। ছল বা কৌশলের আশ্রয় দুনিয়ায় নিতেই হয়। সর্ব্বত্র এ নীতি চল্‌ছে। একে ছাড়লে আপনার পথ দুর্গম হ'বে।

বিশ্বেশ্বর। হোক্। 'সত্যমেব জয়তে'—সত্যেরই জয় হয়। সত্যাশ্রয়ী দুঃখকে ভয় করে না।

সেই ব্যক্তি। আমরা আপনার মত হতে পারি না। আপনি ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি। আমাদের মত সবাই হ'তে পারে।

বিশ্বেশ্বর। আমার মত যদি না হ'তে পারে, তোমার মতও হ'তে পারে না। তুমিও ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি।

(সকলে সেই লোকটির দিকে চাহিলেন। লোকটি ভিঁড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।)

জনৈক ব্যক্তি। লোকটি কে? এর মধ্যে উপে গেল?

বিশ্বেশ্বর। তোমাদেরই চেনা উচিত।

জনৈক ব্যক্তি। বোধ হয় হিরু বাবু।

বিশ্বেশ্বর। তোমরাই জানো।

জনৈক ব্যক্তি। নিশ্চয় হিরুবাবু।

বিশ্বেশ্বর। যাক্। যা বলছিলাম—এ প্রতিষ্ঠান শুধু গরীবের জন্য হ'বে না। দেশের ছেলে মেয়ে, বড লোকের হোক্ আর গরীবেরই হোক্ সবাই মানুষ হ'বে এখানে। এক মাত্র এর দ্বারাই ভবিষ্যৎ সমাজে সাম্য সম্ভব। এতে জাতীয় অপচয় বন্ধ হবে, পরস্পরের প্রতি প্রীতি বাড়বে, প্রাচুর্য্য আস্‌বে, সুখ শান্তি থাকবে।

জনৈক ব্যক্তি। হ'লে খুব সুন্দর হ'বে। কিন্তু এ বিরাট ব্যাপার সম্ভব হ'বে এখানে?

বিশ্বেশ্বর। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই।

জনৈক ব্যক্তি। আপনি লাগ্‌লে ঠিক হবে।

বিশ্বেশ্বর। তোমরা লাগ্‌লে হ'বে। উদ্যম আনো, ঐকান্তিকতা আনো, সজীব চিন্তা আনো। প্রত্যেকে চিন্তা করো জাতির মঙ্গলের জন্য, যার যতটুকু করার আছে করো, যার যতটুকু অবসর আছে, প্রয়োগ করো জাতির মঙ্গল হ'তে পারে এমন কাজে; তিন দিনে চেহারা বদলে যাবে। 'জাতটা জহান্নামে গেল বলে শুধু মুখে চীৎকার করা অর্থহীন।

জনৈক ব্যক্তি। আমাদের মধ্যে যে দলাদলি!

বিশ্বেশ্বর। ওটা তৈরী করা জিনিষ। সংসারের কর্ত্তা যদি একচোখো হয়, সে সংসারে গণ্ডগোল অনিবার্য্য। একটু ভাল করে তলিয়ে

দেখ গোলমালটা কোথায়। এর প্রতিকার, ওকে অগ্রাহ্য ক'রে, প্রত্যেকের প্রতি সাম্যের দৃষ্টি রাখা।

জনৈক ব্যক্তি। বলুন আমাদের কি কর্‌তে হ'বে।

বিশ্বেশ্বর। সব তোমাদেরি কর্‌তে হ'বে। এ দেশের অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষায় তোমাদের সকলের সমান অধিকার। অথচ তোমরা তা পাও না। সবাইকে জানিয়ে দিতে হ'বে, দেশটা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নয়, এ দেশ সকলের। ভালকরে বুঝিয়ে দিতে হ'বে, ক্ষুদ্র ভেবে যে লোভী এত দিন বঞ্চিত ক'রে এসেছে, তার উন্নত শির ধূলায় লুণ্ঠিত হবে। যাদের চোখ আছে তারা দেখুক্, ক্ষুদ্র আজ রুদ্র হয়ে ঊর্দ্ধে উচ্চশির তুলেছে। আমরা এখনও বল্‌ছি, সাধু সাবধান। বিলম্বে ফল বিষময় হ'বে। (সকলের হাততালি) ক্ষুদ্র থাক্‌লে চল্‌বে না। রুদ্র হও, শক্তি আনো, সাহস আনো। সত্যকে আশ্রয় ক'রে আমাদের জয় অনিবার্য্য।

জনৈক ব্যক্তি। হুজুর রমলা দেবী আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা স্কুল খুলেছেন। আপনি এখনই যা বল্‌লেন তিনি ছেলেমেয়েদের রোজ তাই আবৃত্তি করান। দেখ্‌বেন একবার স্কুলটি?

বিশ্বেশ্বর। নিশ্চয় দেখ্‌বো। কে করেছে বল্‌লে?

সেই ব্যক্তি। রমলা দেবী

বিশ্বেশ্বর। রমলা দেবী! আমার মুখের কথা আগে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যে কাজে লাগিয়েছে তাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। সময় মত সে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লে আনন্দিত ও উপকৃত হবো।

সেই ব্যক্তি। তাঁকে বল্‌বো। হুজুরকে এক দিন সেই স্কুল দেখ্‌তে যেতে হ'বে।

বিশ্বেশ্বর। (সকলকে) নিশ্চয় যাবো। আমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে যেমন ক'রে পারো একে গড়ে তোলবার সাহায্য ক'রো। এ রমলা দেবী কে জানি না। আমাদের অগ্রনী হিসাবে তিনি নমস্য। এই অজ্ঞাত সহকর্ম্মীকে আমি সঙ্গে পেতে চাই।

পঞ্চম দৃশ্য।

রমলার ঘর।

[রমলা পড়িতে পড়িতে অসংলগ্ন অবস্থায় শুইয়া আছে। একটি লোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া রমলার Vanity Bag খুলিয়া তাহার ভিতর একটি Photo রাখিয়া ব্যাগটি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। দেওয়ালের গায়ে একটি রমলার Photo ঝুলিতেছিল; সেইটি লইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। স্বামীজি হঠাৎ প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধরিল।]

স্বামীজি। (চাপা গলায়) বেটা চোর।

সেইব্যক্তি। তুমি কে, দাদা ঠাকুর ?

স্বামীজি। আস্তে। রমলা দেবীর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

সেই ব্যক্তি। এমন পাহারাওয়ালা মোতায়েন রেখে রমলা দেবী ঘুমোন, তা কি ক'রে জান্‌বো ?

স্বামীজি। চুপ! ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

সেই ব্যক্তি। আস্তে, সব জানাজানি হ'য়ে যাবে।

স্বামীজি। কি কর্‌তে এসেছিস্?

সেই ব্যক্তি। তুমি কি কর্‌তে এসেছ?

স্বামীজি। তোর তাতে দরকার কি? তুই এসেছিস্ কি কর্‌তে?

সেই ব্যক্তি। বটে! উল্‌টো চাপ! ছাড়্‌বে তা ছাড়ো বলছি, নইলে চেঁচিয়ে উঠ্‌বো। মজাটা দেখ্‌বে তখন। সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রমলা দেবীকে পাহারা দাও; কাউকে কিছু বল্‌বো না। কিন্তু গোলমাল যদি ক'রো, একেবারে হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো।

স্বামীজি। (শক্ত করিয়া হিরুর হাত ধরিয়া) বটে।

সেই ব্যক্তি। তোমার গায়ে জোর আছে বেশ তা দেখ্‌তে পাচ্ছি। হাজার হ'লেও তোমরা ব্রহ্মচারী মানুষ।

স্বামীজি। (ঈষৎ হাসিয়া) Vanity Bagএ কি রাখ্‌লি? ও Photo কি হ'বে?

সেই ব্যক্তি। তুমি সন্ন্যাসী মানুষ। তোমার এ সব কামিনী-কাঞ্চনের সংবাদে প্রয়োজন কি? চুপ্‌ চাপ্‌ থাকো না। তুমি মুখ না খুল্‌লে আমি খুল্‌বো না। ছেড়ে দাও, চলে যাই। তার পর যতক্ষণ ইচ্ছা থাকো, যা হয় ক'রো, কাউকে কিছু বল্‌তে যাবো না।

স্বামীজি। তুই ভেবেছিস্ কি?

সেই ব্যক্তি। কিছু না। তুনি এসেছ বাহিরের কোলাহল ছেড়ে এই নির্জ্জন স্থানে ইষ্ট মন্ত্র জপ করতে; আর আমি এসেছি,—আমি এ'কজন গাঁঠকাটা, দরকার হ'লে চুরিও করি,—রমলা

দেবী জেগে থাক্‌লে হয়ত ঘরেই ঢুক্‌তাম না, ঘুমিয়ে আছেন ব'লে ওঁর Photoটা নিয়ে যাচ্ছি।

স্বামীজি। কি কর্‌বি এটা ?

সেই ব্যক্তি। কেউ যদি পুজো কর্‌তে চায় তাকে দেবো।

স্বামীজি। Vanity Bagএ কি রাখ্‌লি ?

সেই ব্যক্তি। হাত আছে, চোখ আছে, অত জানার দরকার হয়, খুলেই দেখ না। (স্বামীজি তাহার হাত ছাড়িয়া Vanity Bag খুলিতে গেল। সে ব্যক্তি ইত্যবসরে পলাইল।)

স্বামীজি। পালিয়ে যাচ্ছিস্‌ যে ?

সেই ব্যক্তি। (বাহির হইতে) আগে বল্‌লে হ'তো! তা'হলে পালাতাম না। কিন্তু আমার ব্রহ্মচারীদের ভয় ক'রে। পালানোই ভালো।

(রমলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।)

রমলা। এ কি! তুমি এখানে? Vanity Bag নিয়ে কি হ'চ্ছে ?

স্বামীজি। এতে কি আছে দেখ্‌ছি।

রমলা। রাত দুপুরে ঘুমন্ত মহিলার ঘরে ঢুকে তার ব্যাগে কি আছে দেখ্‌বার ঔৎসুক্য একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বাভাবিক বটে! স্ত্রীর স্বামীরা এ রকম ক'রে শোনা যায়; দেখ্‌ছি, বৈদান্তিক স্বামীরাও এরকম ক'রে।

স্বামীজি। চুপ্‌ ক'রো। তুমি কিছু জানো না।

রমলা। আমার ঘুমন্ত অবস্থায় পরিষ্কার আমার ব্যাগ হাতড়াচ্ছো, আর আমি কিছু জানি না ?

স্বামীজি। না, জানো না। যে লোকটা এসেছিল সে কে ?

রমলা। কোন লোক ?

স্বামীজি। যে তোমার ছবি নিয়ে গেল ?

রমলা। ছবি নিয়ে গেল ? ঘুমন্ত অবস্থায় আমার Photo নেওয়ার জন্য এসেছিল না কি ?

স্বামীজি। তুমি কিছু জানো না। ঐ টেবিলের উপর তোমার যে Photoটা ছিল সেটা নিয়ে গেল।

রমলা। (উঠিয়া ছবি নাই দেখিয়া) কে আবার নেবে ? নিতে হয় তুমিই নিয়েছ। আমাকে বল্‌লেই দিতাম। এভাবে নেওয়ার কি দরকার ছিল ?

স্বামীজি। আমি নিই নি। একটা লোক এসে তোমার এই ব্যাগে কি একটা রেখে, Photoটা নিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় আমি তাকে ধর্‌লাম।

রমলা। বটে ! তুমি যোগমার্গে দেখতে পেয়ে ছুটে এলে বুঝি ?

স্বামীজি। আমি হঠাৎ এসে পড়েছি।

রমলা। আগে থেকে থাক্‌লে কেউ সাহস ক'রে ঢুক্‌তে পার্‌তো না।

স্বামীজি। এমনভাবে চুরি কর্‌তে আস্‌বে তা কি ক'রে জানবো ?

রমলা। নিজেই চোর সেজে বসে থাকতে পারতে। এ সৎসাহস কি নাই ?

স্বামীজি। তোমার ব্যাগে কার একটা ফটো রেখে গিয়েছে। এই দেখ। (ফটো বাহির করিল।)

রমলা। (ফটো কাড়িয়া লইয়া) কার ফটো দেখি। (দেখিয়া একটু চিন্তা করিয়া, পরে হাসিয়া ফটোখানি বালিশের তলায় রাখিল।)

স্বামীজি। ওটা ওখানে রাখ্‌লে যে ? তোমার জানা তা হ'লে ?

রমলা। মাথার কাছে রাখলাম বলে হিংসা হচ্ছে ?

স্বামীজি। কি যে ব'লো তুমি !

রমলা। জানা নয় ব'লেই মাথায় করে রাখ্‌লাম। যারা জানা তারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্বামীজি। তুমি বড় অসংলগ্ন কথা কও।

রমলা। যে রাত দুপুরে আমার ঘুমন্ত অবস্থায় হানা দিয়ে আত্মগোপন কর্‌বার জন্য আবোল তাবোল বকে তার চেয়েও ?

স্বামীজি। নাঃ। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া বড় মুস্কিল। ঘুমোও তুমি।

(প্রস্থানোদ্যত।)

রমলা। রাত দুপুরে হানা দিতে পার্‌লে, আর বস্‌তে পারলে না ? দাঁড়িয়ে দাড়িয়েই চ'লে গিয়েছ শুনলে লোকে আমাকে ঠাট্টা কর্‌বে না ?

স্বামীজি। বস্‌বার জন্য আসিনি। এ পাড়ায় একটা লেকচার ছিল। অনেক রাত হ'য়ে গেল। যেতে যেতে কি খেয়াল হলো ঢুকে পড়্‌লাম তোমার এখানে। এসে দেখ্‌ছি এই কাণ্ড।

রমলা। আগে থেকে আলমারির পাশে লুকিয়ে থাকা উচিত ছিল।

(আলোর সুইজ্ টিপিয়া দিতে ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। রমলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

স্বামীজি। মানে, তোমায় দেখ্‌তে এসেছিলাম। আলো নিভিয়ে দিলে যে ?

রমলা। রাত দুপুরে যখন দেখ্‌তে এসেছ, আলো নিভিয়ে দিতে হ'বে না ?

স্বামীজি। মানে, তোমায় আমার দেখ্‌তে বড় ভাল লাগে। যাই তা হ'লে।

রমলা। আঁধারে যখন দেখা যাবে না, তখন যেতেই হ'বে।

(নেপথ্যে) স্বামীজি ! ভয় কর্‌বেন না।

রমলা। (সুইজ্ খুলিয়া) কে? (ছুটিয়া দরজার দিকে গেল।)

স্বামীজি। ঐ লোকটা তোমার ফটো নিয়ে, তোমার ব্যাগে ঐ ফটোটি রেখে গিয়েছে।

রমলা। কেউ নেই ত! (চিন্তিত)

স্বামীজি। আমি যাই। কিন্তু দেখ, আমি গেলেই ও হয়ত আবার আস্বে।

রমলা। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দাও। আমি ঘুমোই। যদি ভয় ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিও।

স্বামীজি। তুমি তবে দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমোও। আমি যাই।

রমলা। থাক্বার সাহস না থাকে, যাও।

স্বামীজি। আমি যাই। কিন্তু দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমিও। বুঝ্লে?

রমলা। যারা ইহলোকের ভার নিতে ভয় ক'রে, পরলোকের ভার নেওয়ার বাহাদুরি দেখায়, তারা অপদার্থ! তুমি যাও বা থাকো কিছুই যায় আসে না।

স্বামীজি। মানে—(সামনে চেয়ারে বসিয়া পড়িল) তুমি জানো না। কিন্তু........মানে........আচ্ছা আমি যাই। দরজা বন্ধ করে রেখো কিন্তু। (প্রস্থান।)

[রমলা শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি দরজায় দুই একবার উঁকি মারিয়া প্রবেশ করিল। রমলার নাকের কাছে দুই একবার আঙুল রাখিয়া ফটোটা লইবার জন্য ধীরে ধীরে রমলার বালিশের নীচে হাত ঢুকাইল। সেই অবস্থায় রমলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।]

সেই ব্যক্তি। ছাড়ুন, ছাড়ুন। হাতে ফোস্কা পড়ে যাবে।

রমলা। কে তুমি?

সেই ব্যক্তি। আমি একজন গাঁটকাটা। কখনো কখনো চুরিও করি।

রমলা। তোমার উদ্দেশ্য কি?

সেই ব্যক্তি। পালাব না; কথা দিচ্ছি। Word of honour। ছাড়ুন।

রমলা। (হাত ছাড়িয়া) বসো এখানে। (চেয়ারে বসিল) কি চাই তোমার?

সেই ব্যক্তি। ফটোটা,—যেটা আপনার মাথার নীচে আছে।

রমলা। তুমি রেখে গিয়েছিলে এটা আমার ব্যাগে?

সেই ব্যক্তি। হ্যাঁ।

রমলা। আমার ফটোটা নিয়েছ?

সেই ব্যক্তি। হ্যাঁ।

রমলা। কেন?

সেই ব্যক্তি। কারণ ছিল। এই নিন আপনার ফটো।
(পকেট হইতে ফটো বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল)
এবারে দিন আমার ফটোটা।

রমলা। এটা তোমার ফটো?

সেই ব্যক্তি। কার ছবি ওটা দেখ্‌তেই পাচ্ছেন।

রমলা। কি উদ্দেশ্য ছিল?

সেই ব্যক্তি। সেটা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। তাই ফেরৎ দিতে ও নিতে এসে ধরা পড়ে গেলাম।

রমলা। না বল্‌লে, এ ফটো পাবে না। অবশ্য বল্‌লেই যে পাবে তা বলছি না।

সেই ব্যক্তি। দেখুন, জীবনে আজ এই প্রথম বেকুব্ হয়েছি। এক নম্বর ধরা পডলাম স্বামীজির কাছে; দু'নম্বর ধরা পড়লাম আপনার কাছে। বিশ্বাস করুন, উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। তবে ও নিয়ে আর আলোচনা না হওয়াই ভাল! ফটোটা দিন, চলে যাই।

রমলা। তুমি টাকা পয়সা চুরি করলে বিস্মিত হ'তাম না; কিন্তু এভাবে—

সেই ব্যক্তি। গাঁটকাটার মক্কেল আমার আপনার চেয়ে ঢের বড় বড আছে।

রমলা। উদ্দেশ্যটা কি ছিল জান্‌তে চাই।

সেই ব্যক্তি। সব জান্‌তে পেতেন, কিন্তু আর জেনে লাভ নাই।

রমলা। এ ফটোটা দেখ্‌ছি বিশ্বেশ্বরবাবুর। তুমি কি তাঁর নির্দ্দেশক্রমে এসেছ?

সেই ব্যক্তি। তিনি এর কিছুই জানেন না। এর জন্য সম্পূর্ণ দাযিত্ব আমাদের। ভুল বুঝ্‌লে ভয়ঙ্কর অন্যায় করা হবে।

রমলা। তবে তোমাদের এরূপ করার কারণ?

সেই ব্যক্তি। তাঁকে ও আপনাকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি ব'লে।

রমলা। আমার ফটোটা কি করতে?

সেই ব্যক্তি। গোপনে তাঁর ঘরে এমন ভাবে রেখে আস্‌তাম যা'তে তাঁর নজরে পড়ে! আপনার কাজের কথা শুনে তিনি আপনার প্রতি আকৃষ্ট। সেদিন প্রকাশ্য সভায় বলেছেন আপনাকে তিনি সঙ্গীরূপে পেতে চান!

রমলা। বেশ। তাতে কি হয়েছে?

সেই ব্যক্তি। লোকটি দেশের যেমনি সহায়; তাঁর নিজের দিক দিয়ে

তেমনি অসহায়। দেখলে সবারি দয়া হয়! আমরা তাঁর জন্য একটু বেশী চিন্তা করি; সেইজন্য আজ এসেছিলাম একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার চেষ্টায়। গোড়াতেই বাধা পড়ে গেল।

রমলা। (ফটোটা বাহির করিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া আবার মাথার নীচে রাখিযা) তুমি যেতে পারো এখন।

সেই ব্যক্তি। ওটা আমাকে দিন।

রমলা। যেতে পারো তুমি।

সেই ব্যক্তি। আপনার কাছ থেকে কোন জিনিষ ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য আমার নাই। আজ বেকুব্ হ য়ে গিয়েছি আমি।

রমলা। ঠাকুর চায় না সিন্নি, মাথায় গুঁজে দাও! বেকুবের বেকুব্ হওয়াই উচিত।

সেই ব্যক্তি। বেকুব্ সাধারণতঃ আমরা হই না। তবে আজ হয়েছি; তিরস্কার শুনতেই হবে।

রমলা। যে ইচ্ছা করে অসহায় থাকে সে বেকুব্? না, তোমরা বেকুব্?

সেই ব্যক্তি। (ঈষৎ হাসিয়া) প্রণাম। দরজা বন্ধ করে ঘুমোন।

(প্রস্থানোদ্যত)

রমলা। তোমায় কে পাঠিয়েছে ব'লে যেতে হবে।

সেই ব্যক্তি। (ফিরিয়া জোড় হাতে) মাপ করবেন।

রমলা। তুমি কি হিরু বাবুর লোক?

সেই ব্যক্তি। কি ক'রে জানলেন?

(মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।)

রমলা। কি হ'লো?

সেই ব্যক্তি। আমায় চিনে ফেলে আমার সর্ব্বনাশ করলেন। হিরুবাবু জানলে আমার অব্যাহতি থাকবে না।

রমলা। নির্ভয়ে যাও। আমি তোমায় চিনি নি। তোমার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা হ'লে আমায় জানাবে।

(সেই ব্যক্তি প্রণাম করিয়া আশ্বস্তভাবে প্রস্থান করিল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[Women's Hotel'এর Manager'এর কক্ষ।
Manager, রমলা ও অপূর্ব্ব বসিয়া আছে।]

রমলা। এঁর মাস মাহিনায় একটি বৌ চাই।

ম্যানেজার। মানে ?

রমলা। বৌ হ'য়ে থাকার জন্য মাসে মাসে মাহিনা পাবে।

ম্যানেজার। বিয়ে ক'রে বৌ হ'য়ে থাক্‌তে হ'বে, না বৌ সেজে থাক্‌তে হ'বে ?

অপূর্ব্ব। বিয়ে করার ঝঞ্ঝাটটা বাদ থাকলেই ভাল হয়। বাহিরে সে সম্বন্ধ মেনে চল্‌তে হবে। এই মেনে চলার জন্য মাসিক মাহিনার ব্যবস্থা থাক্‌বে। তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কোন-রূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

ম্যানেজার। কোথায় থাক্‌তে হ'বে ?

অপূর্ব্ব। কোলকাতাতেই।

ম্যানেজার। সব সময়ই।

অপূর্ব্ব। সব ব্যবসাতেই আজকাল সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি ; ইনিও সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি পাবেন। সে দেড়দিন কোন বাধ্য বাধকতা থাকবে না।

ম্যানেজার। আমি হ'লে চল্‌তে পারে ?

অপূর্ব্ব। চলতেও পারে। তবে আপনার বয়সটা একটু বেশী হয়েছে। মাহিনা কম হবে।

ম্যানেজার। কত হ'তে পারে ?

অপূর্ব্ব। ধরুন, মাসে ষাট্ টাকা আর খাওয়া থাকা সব।

ম্যানেজার। আমার চেয়ে কম বয়সের কেউ যদি যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাহিনা কম্‌বে ত ?

অপূর্ব্ব। কম্‌তে পারে।

ম্যানেজার। আবার নাও কম্‌তে পারে না কি ?

অপূর্ব্ব। ঠিক বলা কঠিন।

ম্যানেজার। বলা কঠিন কেন ? নিশ্চয় কমা উচিত।

রমলা। যদি ভালবাসাবাসি হ'য়ে যায় তবে মাহিনা কম্‌বে কি ক'রে ? এটা বুঝ্‌ছো না ?

ম্যানেজার। I see। কিন্তু উনি বলেছেন, বাহিরে সম্বন্ধটা মেনে চল্‌তে হ'বে।

রমলা। অনেকে প্রথমে সঙ্গী হওয়ার কথা ব'লে, বন্ধুত্ব করার কথা বলে। উনি না হয় গোড়া থেকেই বাহিরের খোলসটা বজায় রাখ্‌তে বলেছেন। দেখো না খুঁজে, যদি কেউ রাজি হয়।

ম্যানেজার। মাধুরী হয় ত রাজি হ'তে পারে।

রমলা। ডেকে আনো একবার।

(ম্যানেজার Calling Bell বাজাইল। জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ম্যানেজার। (ভৃত্যকে) মাধুরী দেবীকে ডাকো।

(ভৃত্যের সেলাম করিয়া প্রস্থান।)

(অপূর্ব্বকে) ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখুন। আপনার Ideaটা কিন্তু বেশ novel

কিন্তু এর দোষ হ'চ্ছে, যত বয়স বাড়্বে তত মাহিনা কমবে।

অপূর্ব্ব। তার স্থিরতা নাই। একটা Providend Fund বা Pension এর ব্যবস্থা হ'তে পারে।

(মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। রমলা যে? কি খবর?

রমলা। এ ভদ্রলোকের একটি বৌ দরকার হয়েছে; তাই নিয়ে এসেছি।

মাধুরী। বিয়ে টিয়ে আমি কর্তে পার্বো না।

রমলা। বিয়ে কর্তে হ'বে না। শুধু সম্বন্ধটা ধার চান্ উনি। বাহিরে এ সম্বন্ধটা প্রচার থাক্বে, ভিতরে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সপ্তাহে দেড় দিন বাহিরের সম্বন্ধও থাক্বে না। এর জন্য ইনি মাসে মাসে মাহিনা দেবেন।

অপূর্ব্ব। একটা Providend Fund বা Pensionএর ব্যবস্থাও হ'তে পারে। দরকার বুঝ্লে আপনার Youth insure করিয়ে নিতে পারেন; আমাদের কাছে থেকে আপনার Youthএর কোন রূপ ক্ষতি হ'লে আমরা damage দিতে বাধ্য থাক্বো।

মাধুরী। (অপূর্ব্ব'র দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া) আপনার দরকার?

অপূর্ব্ব। হাঁ।

মাধুরী। আপনি কি করেন?

অপূর্ব্ব। আমি একজন Imperialist। কাজেই কিছুই করি না।

মাধুরী। অর্থাৎ?

অপূর্ব্ব। আমার কিছু Empire আছে; সেটা বাড়াবার চেষ্টা করি।

কমলা। সোজা কথায় উনি একজন জমিদার।

অপূর্ব্ব। আমি ও নামটা পছন্দ করি না। Imperialist তার চেয়ে ঢের বড় ও ভাল নাম। ছোট খাট জমিদারী Empire হ'বে না কেন? Imperialist হ'লেই Capitalist হ'তে হয়; কাজেই আমি কিঞ্চিৎ Capitalistও বটে।

মাধুরী। আপনার Income কি রকম?

অপূর্ব্ব সেটা নির্ভর করে exploit করার উপর। যখন যেমন exploit কর্‌তে পারি তখন তেমন income হয়। তেমন কিছু না কর্‌লে income খুব কম, মাত্র কয়েক লাখ টাকা। একজন বৌ পেলে আমার exploit করার সুবিধা হবে,—income ঢের বেড়ে যাবে। যেমন ধরুন, একটা বৌ থাকলে আমি অনায়াসে একটা wife Maintenance Tax অর্থাৎ স্ত্রী প্রতিপালন করার খাজনা বসাতে পারি; প্রজারা স্বেচ্ছায় তা দেবে। কিন্তু অভাগা দুটো মেয়ের জন্য যদি কিছু টাকা তুল্‌তে যাই, কেউ দেবে না; কদর্থ করে বল্‌বে, ওঁর স্ত্রী হলে দিতাম। কোলকাতার কোন একটা বাড়ী হয়ত আমার দরকার; এমন বাড়ী-ওয়ালা আছে, যে সঙ্গে একটা মেয়ে মানুষ না থাক্‌লে কিছুতেই বাড়ীটা আমাকে দেবে না। হয়ত কোথাও গেলাম; লোকে যেই শুন্‌লে আমার বৌ বলে কেউ নাই, অমনি সবাই নানা রকম কানাঘুষো আরম্ভ করে দিলে, মেয়েরা এমন আচরণ কর্‌তে লাগ্‌লো যেন আমি একটা প্রকাণ্ড দয়ার পাত্র! একটা বৌ না থাকার জন্য নানা দিক

দিয়ে অসুবিধে, এই যেমন ধরুণ আর্থিক ক্ষতি ইত্যাদি ইত্যাদি কত কি !

মাধুরী। কিন্তু বিয়ে করবেন না ?

অপূর্ব্ব। কারও স্বত্বাধিকারে যাওয়া আমার ধাতে সইবে না। আমার অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য একটা পোষাকী বৌ দরকার। তাই খুঁজছি।

মাধুরী। মাসে মাসে মাহিনা দেবেন ?

অপূর্ব্ব। নিশ্চয়। আপনি হলে, মাসিক দুশো থেকে আড়াই শো দিতে পারি ; and all found। আমার ইচ্ছা আছে, এ Postটা এখন B. C. S. gradeএ থাকবে ; income বাড়লে Imperial grade এ যাবে।

মাধুরী। তিন মাস বাদে বল্‌তে পারেন, আর চাকরীর দরকার নাই।

অপূর্ব্ব। Contract করে নেবেন। আপনার বয়স বেশী হয় নি ; কাজেই ভয় করার কিছু নাই।

মাধুরী। কেন ?

অপূর্ব্ব। মেয়েদের বয়স কম থাক্‌লে সবাই জোর করে সম্বন্ধ রাখে ; বয়স যত বেশী হয় তত মেয়েদের জোর করে সম্বন্ধ রাখতে হয় অপরের সঙ্গে। আপনার এ বয়সে আপনার সঙ্গে সকলের Contract করা উচিত ; বয়স বেশী হলে আপনাকে Contract কর্‌তে হবে অপরের সঙ্গে। এখন থেকে বরং সেই মর্ম্মে একটা চুক্তি থাক্‌তে পারে ; আপনার বয়স বেশী হ'লে আপনার সঙ্গে আমি Contract করে নেবো।

ম্যানেজার। সে মন্দ কথা নয়।

অপূর্ব্ব। মাধুরী দেবী কি রাজি হতে পারেন ?

মাধুরী। ভেবে দেখি।

অপূর্ব্ব। হাঁ। আর এক কথা। বিশেষ দ্রষ্টব্য বা বিবেচ্য এই যে সম্বন্ধটা থাকবে বাহিরের। ভালবাসা-টাসা চল্‌বে না।

মাধুরী। কিন্তু আপনিও ভালবাসতে পাবেন না।

অপূর্ব্ব। নিশ্চয় না। হৃদয়ের ধার আমি বড় ধ রি ন'।

মাধুরী। And all found বলেছেন ত?

অপূর্ব্ব। হাঁ। মেয়েদের সাজসজ্জার বা প্রসাধনের ঝঞ্চাট কত তা জানি। যখন বাহিরে বৌ সাজিয়ে রাখ্‌তে চাই, শরীরটা সাজিয়ে রাখ্‌তে হবে বৈ কি?

(স্বামীজির প্রবেশ। বিংশ শতাব্দীর চলনতরস্ত সন্ন্যাসী। ঈষৎ গেরুয়া রংএর রেশমী গাউনে গা ঢাকা; মাথায় সেই রংএর পাগড়ী (রেশমী), চোখে সোনার চশমা, bobbed hair, পায়ে জরির জুতো, হাতে একটি বড় ব্যাগ)।

স্বামীজি। মায়া! মায়া!—সব মায়া! তোমাদের শরীরের অহঙ্কার এখনও গেল না!

ম্যানেজার। বসুন।

রমলা। সেইজন্য তোমাকে দেখে মায়া হয়।

স্বামীজি। (রমলা ও মাধুরীর প্রতি) তোমাদের দু'জনেরই প্রয়োজন আছে জিনিষটা ভাল করে বোঝার। বয়স কম; পদে পদে বিপদ।

মাধুরী। তুমি থাকৃতে আমাদের ভাবনা কি?

স্বামীজি। আমি থাকার জন্যই আরো বেশী ভাবনা! তোমরা এক কাজ করো। এই ছবিটা বেশ ভাল করে দ্যাখো। (ব্যাগ

হইতে একটা ছবি বাহির করিয়া সামনে রাখিল) কিসের ছবি এটা ?

মাধুরী। শ্মশানের !

স্বামীজি। হাঁ। চারিদিকে পড়ে রয়েছে কঙ্কাল ; এই দেখ কয়েকটা মড়ার মাথা দাঁত বের করে পড়ে রয়েছে ; এই দেখ কয়েকটা চিতা দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছে। দেখ্‌তে পাচ্ছো ?

রমলা। আমার চোখ খারাপ হয় নি।

স্বামীজি। চশমা যখন নেই তখন তা বুঝ্‌তে পারছি। ভাল করে দ্যাখো।

রমলা। দেখছি।

স্বামীজি। (মাধুরীর প্রতি) তুমি দেখ্‌ছো ?

মাধুরী। দেখ্‌বো না কেন ? তুমি যখন দেখাচ্ছো !

স্বামীজি। আচ্ছা। এই হলো জীবনের পরিণতি। কিসের দর্প ? কিসের অহঙ্কার ? কিসের অভিমান ?

রমলা। ঠিক কথা।

স্বামীজি। পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সুশ্রী, কুশ্রী, সব সমান।

রমলা। বিয়ে-করা স্বামী, সন্ন্যাসী-সাজা স্বামী,—সব সমান।

স্বামীজি। ওকথা এক্ষেত্রে আসে কি করে ?

রমলা। আসতেও পারে। সেই জন্য আগে থেকেই বলে রাখলাম।

স্বামীজি। Point ছাড়িয়ে যাওয়া নিষেধ।

রমলা। বেশ। তারপর ?

স্বামীজি। দুনিয়ায় এই যে এত ব্যবধান,—সব মায়া ! রূপের অহঙ্কার, গুণের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার,—সব মায়া !

মাধুরী। সব মায়া ! কেবল সন্ন্যাসী সাজার অহঙ্কারটা মায়া নয়।

স্বামীজি। সেটাও মায়া। তা না হলে তোমাদের প্রতি মায়া আস্‌বে কি করে।

রমলা। আচ্ছা। তারপর?

স্বামীজি। কাজেই এই ধ্বংসশীল শরীর, যৌবন বা রূপ নিয়ে গর্ব্ব কর্‌বার কিছু নাই। দু'দিন বাদ আস্‌বে লোলচর্ম্ম জরা। তখন তোমাদের প্রতি ফিরেও কেউ চাইবে না। তারপর জ্বল্‌তে হবে শ্মশানে এমনি করে (শ্মশানের ছবির চিতা দেখাইল।) পুড়ে ছাই হতে হবে! তোমার এই যৌবন, এত রূপ,—সব পুড়ে ছাই হবে!

রমলা। কি ভীষণ! তুমি ছবিটা ভাল করে দেখেছ?

স্বামীজি। আমি দেখিনি?

রমলা। (ছবিটি লইয়া) দ্যাখো ভাল ক'রে। সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। তোমার এই নশ্বর কান্তি, এই যৌবন সব পু'ড়ে ছাই হ'বে। কেমন?

স্বামীজি। নিশ্চয়।

রমলা। কেন তবে এ মায়ার বুজরুকি? চিতায় জ্বল্‌বার আগে যে এই ক্ষণস্থায়ী রূপ ও যৌবনের সদ্‌ব্যবহার ক'রে নেয়, সে মায়াবদ্ধ? না, চিতায় জ্বল্‌তে হবে ব'লে যে চুপ ক'রে বসে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে বলে, সে মায়া-বদ্ধ? যে গোলাপ আজ ফুটেছে, কাল সে ঝরে পড়্‌বেই; তা বলে কি সে নিজের রূপ রস গন্ধ অস্বীকার করে ঝরে পড়ার প্রতীক্ষাতেই বসে থাকবে? তোমাদের জন্য দুনিয়ায় কত বহুমূল্য যৌবনের অপচয় হচ্ছে, বলো দেখি?

স্বামীজি। কথাটা বলেছ বটে! কিন্তু—

মাধুরী। কিন্তু কি? (অপূর্ব্বকে দেখাইয়া) এই ভদ্রলোক একটা চমৎকার চাকরীর সংবাদ নিয়ে এসে আমার যৌবনের অপচয় ঘটাবার চেষ্টা করছেন। সেটা জানো?

স্বামীজি। কি রকম?

মাধুরী। মাস মাহিনার বৌ চাই, সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি; ভিতরের সম্বন্ধ কিছু থাক্‌বে না; বাহিরের সম্বন্ধটা মেনে চল্‌তে হ'বে। আমাকে মাসে আড়াই শো টাকা দিতে পারেন, and all fouud।

স্বামীজি। Very interesting! অনেকে clerk বা personal assistant রূপে রাখে; পরে অবশ্য যা হোক একটা কিছু হয়।

মাধুরী। উনি গোড়াতেই ব'লে দিচ্ছেন, ভালবাসা টাসা চলবে না। কাজেই আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ চাকরী নেওয়া মানে আমার যৌবনের অপচয় করা কি না বলুন? কিন্তু এই প্রস্তাবটা লোভনীয়।

স্বামীজি। (অপূর্ব্বকে) তোমার মৌলিকত্ব আছে দেখছি। অনেকে formটা বাদ দিয়ে realityটুকু চায়, তুমি চাও শুধু formটা, reality বাদ দিয়ে। (মাধুরীকে) তুমি যে অপচয়ের কথা বল্‌ছো সেটা এখানে উঠে কি করে?

মাধুরী। উঠে না? তুমি যে আমাদের বেদান্ত শুনাতে আসো, বা আমাদের জন্য চিন্তা ক'রো,—কেন বলত?

স্বামীজি। কর্ত্তব্য বলে।

মাধুরী। কর্ত্তব্য না ছাই। নারীর প্রতি পুরুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেটা থাকাই উচিত। বল্‌তে চাও কি

তুমি সন্ন্যাসী ব'লে একেবারে অমানুষ? আদৎ কথা হ'চ্ছে, তুমি আমাদের যৌবনের অপচয় চাও না। আমরাও তোমাকে সেই জন্য ভালবাসি। কিন্তু এ ভদ্রলোকের একেবারে উল্টা ব্যবস্থা।

অপূর্ব্ব। আমার প্রস্তাব অপরিবর্ত্তনীয়। গ্রহণ করা না করা আপনার ইচ্ছা। দুনিয়ার খাদ্য থেকে আরম্ভ করে সব জিনিষেরই কিছু কিছু অপচয় হয়।

মাধুরী। (স্বামীজিকে) কি করা যায় বলো?

স্বামীজি মায়া। মায়া। সব মায়া! ও যদি তোমাদের মায়া কাটিয়ে শুধু বাহিরের সম্বন্ধটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে, ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ ideaটা কাজে পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। তোমার এতে কোন দিক দিয়েই অসুবিধা নাই। (অপূর্ব্বকে) তুমি সত্যি এটা চাও?

অপূর্ব্ব না চাইলে, মিছামিছি কতকগুলো পয়সা খরচ করবার সাধ হয়েছে না কি? আমি কিঞ্চিৎ অসাধারণ এই অর্থে যে হৃদয় ব'লে কিছু স্বীকার করি না; মানি বিচার বুদ্ধি; স্বীকার করি শরীর ও তার প্রয়োজন; সমর্থন করি না যেটা নাগালের বাহিরে তাকে রঙ্গীন চোখে বড় ক'রে দেখা।

মাধুরী। তবেই সেরেছ। যখন শরীর ও তার প্রয়োজন স্বীকার করেন তখন আপনার সঙ্গে এ ভাবে চুক্তি কি ক'রে হ'তে পারে?

অপূর্ব্ব। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা গোড়াতেই মেনে নেওয়া হয়েছে।

স্বামীজি। ও ঠিক আছে। আমরা সূক্ষ্ম ভাবে যাকে বলি মায়া

ও স্থূল ভাবে সেটাকে ধরে নিচ্ছে একটা Show। A show is a show—বাস্!

রমলা। (মাধুরীর প্রতি) Show বজায় রাখ্‌তে পার্‌লেই যখন bread problem solved তখন আপত্তটা কি? তোর থিয়েটার করা অভ্যাস আছে; অভিনয় ক'রে যাবি।

মাধুরী। (অপূর্ব্বকে) আপনাকে স্বামীর মত আদর যত্ন কর্‌তে হ'বে না কি?

অপূর্ব্ব। আমাদের contractএ সে রকম কোন clause থাক্‌বে না। তবে modern girlএর বাহ্যতঃ স্বামীর যেটুকু ধার ধারা উচিত সেটুকু অনিবার্য্যভাবেই আস্‌বে।

স্বামীজি। বেশ, বেশ। আজ আর বেদান্ত চর্চ্চা সম্ভব হ'লো না। অন্য দিন দেখা যাবে। (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) আর সময় নাই; যেতে হ'বে। Wish you both good luck

(প্রস্থান)

রমলা। (অপূর্ব্বকে) তা হ'লে বৌ মিল্‌লো এবার।

অপূর্ব্ব। উনি এখনও bondএ সহি করেন নি।

মাধুরী। দাও দেখি কি bond আছে তোমার; সহি করে দিচ্ছি (স্বগত) তোমার মত খেয়ালীকে কি ক'রে জব্দ কর্‌তে হয় তা আমি জানি।

অপূর্ব্ব। (পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া) এই নিন।

(মাধুরী লইল।)

রমলা। কি লেখা আছে পড়।

মাধুরী। আমি ড্যাস—

অপূর্ব্ব। ওখানে আপনার নাম থাক্‌বে।

মাধুরী। অতঃপর তোমার ব্র্যাকেটে ড্যাস্—

অপূর্ব্ব। ওখানে আমার নাম থাক্‌বে।

মাধুরী। বৌ হইতে রাজি হইলাম। এ সম্বন্ধ কেবল বাহিরের ; অর্থাৎ তোমার বিয়ে করা বৌ থাকিলে সকলের সামনে সে যেরূপ আচরণ করিত আমি সেইরূপ আচরণ করিতে বাধ্য রহিলাম। উভয়ের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিবে। সপ্তাহে দেড দিন ছুটি, এ দেড দিন কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। মাসিক মাহিনা—

অপূর্ব্ব। ওখানে বসিয়ে দিন আড়াই শো টাকা।

মাধুরী। বছরে Casual leave থাক্‌বে না ?

রমলা। থাকা উচিত।

অপূর্ব্ব। তবে যোগ ক'রে দিন, বছরে পনেরো দিন Casual leave ; থাক্‌গে, সহি করুন।

মাধুরী। যাক, ওটা মৌখিক রইলো। (সহি করিয়া দিল) এবারে আমাকে এই রকম একটা bond সহি করে দাও দেখি। লেখো—

অপূর্ব্ব। আমি bond দেবো কেন ?

মাধুরী। কেন দেবে না শুনি ? আমাকে বৌ-এর মত আচরণ কর্‌তে হ'লে তোমাকেও স্বামীর মত আচরণ করতে হ'বে না ? Logic পড়েছ ? স্বামী ছাড়া স্ত্রী হয় ? স্ত্রী ছাড়া স্বামী হয় ? আমাকে বৌ সাজতে হ'লে তোমাকেও স্বামী সাজতে হ'বে না ? চালাকি চলবে না।

রমলা। Logically এটা অস্বীকার করা কঠিন।

অপূর্ব্ব। তাহলে আমাকে মাহিনা দিতে হবে।

মাধুরী। দেবো। মাসে একশো টাকা and nothing found

অপূর্ব্ব। তা হবে কেন ?

মাধুরী। কেন না ? Ladies get preference everywhere. আমার মাহিনা যদি আড়াই শো টাকা হয়, তোমার একশো'র বেশী হতে পারে না। মনে রাখবে এটা বিংশ শতাব্দী। আমার মাহিনা আড়াই শো আর একশো অর্থাৎ মাসে সাড়ে তিন শো টাকা। তার মধ্যে একশো টাকা কেটে নিয়ে আড়াই শো টাকা দেবে। লেখো দেখি bond এবার।

রমলা। লিখুন উপায় কি ? (মাধুরীকে) আমি না হয় লিখে দিচ্ছি ; উনি সহি ক'রে দেবেন। কি লিখবো, বল।

মাধুরী। লেখ, আমি, তারপর ওর নাম, অতঃপর তোমার, ব্র্যাকেটে আমার নাম, স্বামী হইতে রাজি হইলাম। এ সম্বন্ধ কেবল বাহিরের ; অর্থাৎ তোমার বিয়ে করা স্বামী থাকিলে সকলের সামনে যেরূপ আচরণ করিত, আমি সেইরূপ আচরণ করিতে বাধ্য রহিলাম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি, এ দেড়দিন কোন বাধ্য বাধকতা থাকিবে না। মাসিক মাহিনা একশত টাকা ; এই টাকা ছাড়া আর কিছু মিলিবে না। বৎসরে পনরো দিন casual leave মিলিবে। সুস্থ শরীরে সরল অন্তঃকরণে এই চুক্তি পত্র লিখিয়া দিলাম।

(রমলা লিখিয়া অপূর্ব্বর সামনে কাগজটি ধরিল।)

(অপূর্ব্বকে) সহি করো। ভাব্‌ছো কি ?

অপূর্ব্ব। এটা পূর্ব্বে চিন্তা করা হয় নি। যখন logically এরকম দাঁড়াচ্ছে, সহি করে দিচ্ছি। (সহি করিয়া দিল।)

মাধুরী। এখন থেকে আমি তোমার বৌ। মনে থাকে যেন।

রমলা। (হাসিতে হাসিতে) বৌ মিল্‌লো। তারপর দেখা যাক্‌।

(স্বামীজির প্রবেশ।)

স্বামীজি। মাঝপথ থেকে ফিরতে হলো। ব্যাগটা ভুলে গিয়েছি। তোমাদের হ লো ?

মাধুরী। হ্যাঁ, এই ছাখো আমাকে bond লিখে দিয়েছে।

(স্বামীজিকে bondখানা দিল।)

স্বামীজি। (পড়িয়া অপূর্ব্বকে) তুমি bond নাও নি ?

অপূর্ব্ব। নিয়েছি বই কি ? এই দেখুন। (নিজের bond স্বামীজিকে দিল)।

স্বামীজি। (পড়িয়া ও bond দুটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) যত সব ছেলে মানুষের দল। (অপূর্ব্বকে দাঁড় করাইল; মাধুরীকে তাহার পাশে দাঁড় করাইল) তোমরা দুজনে স্বামী স্ত্রী, বুঝ্‌লে ? (অপূর্ব্বকে) তুমি স্বামী, (মাধুরীকে) তুমি স্ত্রী। এবার পরস্পর পরস্পরের দিকে চাও দেখি।

(অপূর্ব্ব মাধুরীর দিকে চাহিল; মাধুরী অপূর্ব্বর দিকে চাহিল ও উভয়েই হাসিয়া উঠিল।)

এবারে যা হয় করো গিয়ে,—মাহিনা নেওয়া নেওয়ি করো, যা ইচ্ছা করো।

অপূর্ব্ব। ভালবাসা চল্‌বে না কিন্তু বলে দিচ্ছি।

(রমলার হাস্য)

স্বামীজি। না, না,—ও সব চল্‌বে না। যত সব ছেলেমানুষ। (ঘড়ি দেখিয়া) কিন্তু আমার আর সময় নাই; যেতে হবে।

(ব্যাগ লইয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

[হিরুর অফিস ঘর। টেবিল চেয়ার আলমারিতে সাজানো। কয়েকজন বসিয়া কাজ করিতেছে। জনৈক যুবকের প্রবেশ।]

যুবক। (একজন কর্ম্মচারীর কাছে গিয়া) হিরুবাবুর সঙ্গে একবার দেখা হবে ?

কর্ম্মচারী। (তীক্ষ্ণভাবে তাহার দিকে চাহিয়া) হিরুবাবু নামে এখানে কেউ নাই। কি চাই আপনার ?

যুবক। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কর্ম্মচারী। সে নামে এখানে কেউ থাকে না। খাবার দরকার ? পাশের ঘর থেকে টিকিট নিয়ে হোটেলে খেতে পাবেন।

যুবক। না।

কর্ম্মচারী। ওষুধ দরকার ? সামনের ডাক্তার খানায় যান ; ওষুধ পাবেন। ডাক্তার সব সময় সেখানে থাকেন। ও পাশের ঘরে ওষুধের টিকিট পাওয়া যায়।

যুবক। না।

কর্ম্মচারী। তবে ? সাহায্য দরকার ? ঠিকানা দিয়ে যান ; আমরা খোঁজ নিয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করবো।

যুবক। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

কর্ম্মচারী। বললাম, সে নামে এখানে কেউ নাই। কে পাঠিয়েছে

আপনাকে এখানে ?

যুবক। (পকেট হইতে একটা টিকিট বাহির করিয়া ও কর্ম্মচারীকে দিয়া) যিনি এই টিকিট আমাকে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন এই সময়ে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

কর্ম্মচারী। (টিকিট ভাল করিয়া দেখিয়া) এটা আগে দেননি কেন ? বসুন ওখানে। (যুবক বসিল) আপনি এ সঙ্ঘে আস্‌তে চান ? কতদূর পড়েছেন ?

যুবক। বি-এ পাশ করেছি দুবছর আগে। কোথাও চাকরি জুট্‌লো না। শেষে এখানে আসাই ঠিক কর্‌লাম।

কর্ম্মচারী। বেকার সমস্যা সমাধানেব জন্য এ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় নি। জীবনধারণের জন্য যতটুকু না হলে নয়, সেইটুকু মিলবে এখানে। উপার্জ্জনের গোটাটা জমা দিতে হবে এখানে। কাজেই চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঢুকতে হবে।

যুবক। ভোগটা দেখলেন কোথায় যে ত্যাগের জন্য নূতন করে প্রস্তুত হতে হবে ?

কর্ম্মচারী। তা বটে। গাটকাটতে পার্‌বেন আপনি ?

যুবক। শিখ্‌বো।

কর্ম্মচারী। জানেন বোধ হয়, আমরা বিশেষ বিশেষ লোকের পকেট-মারি বিশেষ বিশেষ লোককে দেওয়ার জন্য। দুনিয়ার যে প্রচণ্ড অসমতার ফলে একটা দল দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছে, আর একটা দল দিনরাত ভূতের মত খেটেও দুটো খেতে পাচ্ছে না, সেই অসমতার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান। এতে বিপদ আছে, লাঞ্ছনা আছে, দৈন্য আছে।

যুবক। আসার আগেই সে সব চিন্তা করে এসেছি।

কর্ম্মচারী। বেশ, তাহলে খাতায় নাম সহি করুন।

(খাতা বাহির করিয়া দিল।)

যুবক। হিরুবাবুর সঙ্গে দেখা হবেনা একবার ?

কর্ম্মচারী। যখন দরকার দেখা হবে। আমাদের মক্কেল হচ্ছে, এক নম্বর, ভুঁড়ি-মোটার দল যারা অপরকে মেরে লাখ লাখ টাকা রোজগার করছে, অথচ চোখের সামনে লোক না খেয়ে মরলেও এক পয়সা দেয় না ; দুনম্বর, বুজরুকের দল যাদের মুখে বড় বড় কথা, কাজে সম্পূর্ণ বিপরীত, তিন নম্বর, সুবিধাবাদী সম্প্রদায়িক যারা দেশটাকে জ্বালাতে চায়, চার নম্বর, অপদার্থ যুবক যুবতীর দল যারা জাতটাকে দুর্ব্বল করছে, আরও আছে, পরে জানতে পারবে। আপনাকে এই চার নম্বরের পিছনে থাকতে হবে।

যুবক। এদের চিনবো কি করে ?

কর্ম্মচারী। চেনা অতি সোজা। পাৎলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, গায়ে এক ছটাক সামর্থ্য নাই, কবি কবি ভাব। এদের জানেন না ? পথে বেরুলেই এদের পকেট মারুন, এদের পয়সা দিন তাদের, যারা শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে।

যুবক। সেই অপরাধে কি পরশু দিন বিকালে গোলদিঘিতে আমার পকেট মারা গিয়েছিল ?

কর্ম্মচারী। যদি গিয়ে থাকে, নিশ্চয় কোন কারণ ছিল। আপনি চার নম্বরের দলে নন, তা চেহারা দেখেই বুঝা যায়।

(দশ বারো জন লোক প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন কর্ম্মচারীর কাছে টাকা জমা দিতে লাগিল। ক্রমে আরও লোকের ভিড় হইতে লাগিল।)

যুবক। (ভিড়ের মধ্যের একজনকে ডাকিয়া) আপনি সে দিন আমার পকেট মেরেছেন।

সেই ব্যক্তি। তা কি করে জানবো? আপনি সেদিন বড় গর্ব্ব করছিলেন এ পর্য্যন্ত কেউ আপনার পকেট মারতে পারে নি; কেউ হয়ত হাতসাফাইটা দেখিয়ে দিয়েছে।

কর্ম্মচারী। কত ছিল আপনার পকেটে?

যুবক। পাঁচ সিকা।

সেই ব্যক্তি। দেখুন, খাতায় জমা আছে।

কর্ম্মচারী। (খাতা দেখিয়া) হাঁ আছে। গোলদিঘী পাঁচসিকে। (যুবককে) আপনি ফেরত নিতে পারেন।

যুবক। (সেই ব্যক্তিকে) এবার আপনার পকেট মারবো। আপনি সেদিন গাটকাটাদের যা-ইচ্ছে-তাই গালাগালি করেছেন।

(সেই ব্যক্তির হাস্য)

কর্ম্মচারী। দলে ভিঁড়ে গেলেন; আর হ'বে না।

যুবক। ঠকে গেলাম তা হ'লে।

(কয়েক জন অনুচরের সঙ্গে হিরুর প্রবেশ। সকলে পথ করিয়া দিল। হিরু মঞ্চের উপর দাঁড়াইল; বিরাট পুরুষ, প্রশস্ত ললাট, বড় বড় চোখ, বিস্তৃত বক্ষ, স্থির দৃঢ় দৃষ্টি। হিরু ইঙ্গিত করিতে সকলে বসিল; কর্ম্মচারীর ইঙ্গিতে যুবক দাঁড়াইয়া রহিল। হিরু যুবকের প্রতি কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল; যুবক অশ্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।)

হিরু। (কর্ম্মচারীকে) ঠিক আছে?

কর্ম্মচারী। (দাঁড়াইয়া) আজ্ঞে, হাঁ।

হিরু। (যুবককে) শুনেছ সব?

যুবক। আজ্ঞে, হাঁ।

হিরু। পার্‌বে?

যুবক। হাঁ।

হিরু। আবার ভাল ক'রে শোনো। যে প্রিয়দর্শী, যে চায় মানুষের কল্যাণ আমরা তার ক্রীতদাস। যে মানুষের শত্রু, দেশের শত্রু,—সে আমাদের শত্রু। আমরা তার গাঁট কাটি, দরকার হ'লে তার বাড়িতে চুরি করি, ডাকাতি করি। সেই পয়সা ব্যয় করি মানুষের মঙ্গলের জন্য। আমাদের উদ্দেশ্য সেবা, ব্রত দারিদ্র্য, শরণ সঙ্ঘ। নিমক্‌হারামকে আমরা দিই প্রাণ দণ্ড। হাত জোড় ক'রে ব'লো, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

যুবক। (হাত জোড় করিয়া) সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

হিরু। সকলে বলো, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

সকলে। (দাঁড়াইয়া জোড় হাতে) সংঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

(সকলে সংঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।)

হিরু। এখানে প্রথম যারা আসে তাদের অভ্যর্থনা জানাই আমরা পান ও আতর দিয়ে।

(একটি লোক পাত্রে পান ও আতর লইয়া যুবকের সামনে দাড়াইল। যুবক গ্রহণ করিয়া হিরুকে অভিবাদন জানাইল। হিরু অভিবাদন প্রত্যর্পণ করিল।)

তোমার মত এখানে অনেক আছে। শিক্ষিত যুবকদের আমরা চাই।

(একজন লোকের দ্রুত প্রবেশ।)

সেই ব্যক্তি। একটি লোক খবর দিয়ে গেল তিন নম্বর মোড় থেকে গুণ্ডারা একটা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছে।

(হিরুর চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল ; মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল।)

হিরু। কেউ ছিল না ওখানে ?

সেই ব্যক্তি। একজন ছিল ; সে কিছু করতে পারে নি। ছুটে খবর দিতে এসেছে। মেযেটার সঙ্গে একজন ছিল সেও এসে খবর দিয়েছে।

হিরু। কার দল বলে মনে হয় ?

সেই ব্যক্তি। সম্ভবতঃ মনু সর্দ্দারের।

হিরু। (ছোরা বাহির করিযা মঞ্চ হইতে লাফাইয়া পডিযা) কয়েক জন আমার সঙ্গে এসো। (যুবককে) তুমিও আসতে পারো একটা ছোরা নিযে।

(বেগে প্রস্থান।

[অন্ধকার গলির ভিতর একটি অর্দ্ধ-অন্ধকার ঘর। চৌকির উপর বসিয়া বলিষ্ঠ গুণ্ডা-সর্দ্দার গড়গড়ায় তামাক খাইতেছে ; তাহার চারিদিকে আট দশজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। সামনে চেয়ারে বসিয়া আছে একটি যুবতী ; তাহার সামনে একটা তেপায়া টেবিলে রাখা আছে দোয়াত, কলম ও কাগজ।]

সর্দ্দার। (যুবতীকে) দশ হাজার রূপেয়া দিলে ছোড় দেবে। লিখ দিজিয়ে।

যুবতী। আমার টাকা নাই। এক পয়সা দিতে পার্‌বো না।

সর্দ্দার। কৈ ফ্রেণ্ড উণ্ড হোবে। লিখ দিজিয়ে।

যুবতী। আমার তেমন কেউ নাই।

সর্দ্দার। মুস্কিলকা বাত! লকেন, রূপেয়া দেনে পড়েগা।

যুবতী। বল্‌লাম আমি এক পয়সা দিতে পার্‌বো না। হিরু বাবুকে চিঠি দিতে পারি।

সর্দ্দার। আপ বহুৎ চালাক আছে। চিঠিটি লিয়ে যাবে, হিরু বাবু হামলোককে পত্তা পাইয়ে একদম মার ডালবে না? উ হোবে না।

যুবতী। তবে বিশ্বেশ্বর বাবুকে চিঠি দিতে পারি। নিশ্চয় তিনি যেখান থেকে হোক টাকা যোগাড় ক'রে দেবেন

সর্দ্দার। রাম ক'হো। বিশ্বেশ্বর বাবু রূপেয়া দেবে আউর হমলোক লেবে। আপকো রূপেয়াকো আধা হমলোক বিশ্বেশ্বর বাবুকে দেবে।

যুবতী। এ টাকা বিশ্বেশ্বর বাবু নেবেন?

সর্দ্দার। হমলোক কি উনকে বোল্‌নে যাবো এইসি কর্‌কে রূপেয়া মিলিয়েছে? উন যো ইস্কুল কর্‌ছে, উস্‌মে হমলোককা বালবাচ্চা থাক্‌বে, লিখাপড়ি কর্‌বে, লিখাপড়ি শিখিয়ে আপ লোককা মতন হোবে। হম্ ছোটো লোক আছে, লেকেন হামরা বালবাচ্চা ভদ্দর হোবে। উনকো রূপেয়া না দিলে ইস্কুল কেইসে হোবে? ভদ্দর আদমি লোক বেশী রূপেয়া দিচ্ছে না; হমলোক কেয়া কর্‌বে?

যুবতী। বাকী টাকা কি কর্‌বে?

সর্দ্দার। আধা বালবাচ্চাকো খিলাবে; আধা রমলা দেবীকো দেবে। উন হমলোককে বালবাচ্চাকো খাতির ইস্কুল বইঠিয়েছে।

যুবতী। রমলা এ টাকা নেবে না।

সর্দ্দার। কেইসে জান্‌বে কাঁহাসে রূপেয়া দেচ্ছে?

যুবতী। আমি ব'লে দেবো।

সর্দ্দার। উ হোবে না। হম্ মনু সর্দ্দার! যা বল্‌বে, কর্‌নে পড়্‌বে।

যুবতী। আমি এক পয়সাও দিতে পার্‌বো না।

সর্দ্দার। জরুর দেনে পড়েগা। আপকো রূপেয়া হুয়, দেনে হোগা।

যুবতী। তোমরা ভুল শুনেছ। আমার এক পয়সা নাই।

সর্দ্দার। (চেলাদের) ভালা বাৎসে নহি হোগা। চিমঠা লে আও; উস্‌কো দাঁত উপাড়ো।

যুবতী। খবরদার! আমায় ভালোয় ভালোয় যেতে দাও, নইলে উচিত শিক্ষা পাবে। আমার টাকা নাই; থাক্‌লে দিতাম।

সর্দ্দার। হমারা সাথ দিল্লাগি! লে আও চিমঠা,—অভি দাঁত উপাড়ো। আঁখ ফুটায় দেগা,—জান্‌তা হয় নহি? হমলোক বরাবর ছোটা রহবে, আউর আপলোক বরাবর ভদ্দর রহ্‌বে উ হোবে না। হমলোক দয়াকো বাত আউর বোল্‌বে না, এইসি জুলুম কর্‌বে। আপলোকক‍া বালবাচ্চা হামলোকক‍া বালবাচ্চা একহি হয়; হামলোক খানে পাবে না, হমলোকক‍া বালবাচ্চা ভি খানে পাবে না, লিখাপড়াভি শিখ্‌নে পাবে না, আউর আপলোক মজামে ভদ্দর হোকে রহবে, উ হোনে দিবে না।

যুবতী। শান্তভাবে কথা কও।

সর্দ্দার। কাঁহে শান্ত হোবে? মেহতর মেহতর রহবে, মুচি মুচি রহবে, কুলি কুলি রহবে, না রহনেসে আপলোককে ময়লা সাফা কর্‌রে কে? জুতি মেরামৎ কর্‌বে কে? মোঠ লে যাবে কে? উস্‌মেসে ছোটা আদমিকো ছোটাই রহনে পড়েগা; ই লোক

বড়া হোনেসে আপলোককো সুবিস্তা নহি রহেগা। এইবের দেখ লিজিয়ে। হমলোক জোর করকে বড়া আদমিসে রূপেয়া লেগা; খায়েগা, বালবাচ্চাকো খিলায়েগা, পড়া লিখা শিখায়েগা। এইসি দিন রহনে নহি দেগা।

যুবতী। যা করবে সৎভাবে করো। এমন জুলুম ক'রে কিছু হ'বে না।

সর্দ্দার। কাঁহে হোবে না। জরুর হোবে। রূপেয়া দেঙ্গে, কি নহি দেঙ্গে, বোলিয়ে

যুবতী। না।

সার্দ্দর। (চেলাদের) চিমঠা লে আও, দাঁত উপাড়ো।

(একজন লোক চিমঠা লইয়া সামনে হাজির হইল) উপাড়ো—

একজন চেলা। বাবু লোককে পাস বেচ দিজিয়ে, বহুৎ খাপ সুরৎ হায়, পনরো বিশ হাজার মিল যায়েগা।

সর্দ্দার। ঠিক বাৎ। বাঁধো উস্‌কো।

যুবতী। (দাঁড়াইয়া ও কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া) খবরদার! এক পা এগিয়েছ কি—

সর্দ্দার। হাঃ হাঃ হাঃ! হমলোককে ছোরা দেখাতি হায়?—

(ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া যুবতীর হাত চাপিয়া ধরিয়া ছোরা কাড়িয়া লইল।) বইঠ যাও—দিল্লাগি মৎ করনা—হম্ মনু সর্দ্দার! তুমাকা জরুর বেচ দেগা।

(একটা হুইস্‌ল বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে জানালা হইতে হিরু লাফ দিয়া একেবারে সর্দ্দারের ঘাড়ে পড়িল; সর্দ্দার চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। পর পর পাঁচ ছ'জন জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সকলকে মারিতে আরম্ভ করিল।)

কয়েকজন চেলা। আয় দাদা। হিরু বাবু আ গিয়া।

(সকলের পলায়ন।

হিরু। (সর্দ্দারকে মারিতে মারিতে) হতভাগা! বারণ করেছিলাম না মেয়েদের উপর জুলুম কর্‌তে।

সর্দ্দার। মার ডালিয়ে। লেকেন হম ঠিক করা হয়।

হিরু। (ছাড়িযা দিয়া) ঠিক করা?

সর্দ্দার। হাঁ। উন্‌কা বহুৎ রূপেযা হ্যায: কাঁহে নহি দেগা?

হিরু। ওঁর বাবার কাছে যাওয়া উচিত ছিল।

সর্দ্দার। উন্‌কো মার ডালনেসে রূপেয়া নহি দেগা। চৌধুরী বাবুকো জান্‌তেঁহে নহি। লেকেন, উন্‌কো লেড়কী পকড়া, বুড্ডা জরুর রূপেয়া দেগা। মাইজি বোলতি হ্যায় উন্‌কো কৈ নহি হয়।

যুবতী। আমি মিথ্যা কথা বলি না। দেখো ভাল করে আমি কে?

(মাথার পরচুলা উঠাইয়া ফেলিয়া রুমাল দিয়া ভাল করিয়া মুখ মুছিল।)

হিরু। এ কি! রমলা দেবী!

সর্দ্দার। (উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পা ধরিয়া) মাইজি, বহুৎ কসুর হো গিয়া।

রমলা। ওঠো।

সর্দ্দার। (তেমনি পা ধরিয়া কাঁদিতে কাদিতে) মাইজি, মাপ কিজিয়ে?

রমলা। হয়েছে। ওঠো।

(সর্দ্দার উঠিয়া সামনে জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

সর্দ্দার। হামারা মরণা আচ্ছা হয়।

রমলা। আমি সত্যিই যদি চৌধুরী বাবুর মেয়ে হ'তাম, আর হিরুবাবু

এসে হাজির না হ'তেন, তবে তোমরা চরম অত্যাচার করতে ত ?

(সর্দ্দার মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

হিরু। কিছু বলার আছে ?

সর্দ্দার। কেয়া বোলেঙ্গে, হিরুবাবু। মাইজি বেয়াকুপ্ কর দিয়া। মার ডালিয়ে।

হিরু। রমলা দেবী ঠিক ক'রে দেবেন ওর শাস্তি কি হ'বে।

রমলা। (সর্দ্দারকে) গুণ্ডামি ছাড়ো। সৎভাবে জীবন যাপন করবার চেষ্টা করো।

সর্দ্দার। মাইজি, হম্ ছোড়েগা, আউর আদমি করেগা। গুণ্ডামি উঠ যায়েগা দুনিয়াসে ?

রমলা। করুক। তোমরা ছাড়ো।

সর্দ্দার। কেয়া করেগা, মাইজি! কুলিগিরি? পেট ভরেগা? চলিয়ে কুলিমহল্লামে; দেখাইয়ে এক আদমি যিসকো বালবাচ্চা ভরপেট খানে পাতা হয়; লিখ্না পড়্না ত দূরকা বাত হয়। আচ্ছা রহনেসে ঐসি হোগা।

রমলা। হোক। তোমাদের তার ভিতর দিয়েই বড হতে হবে।

সর্দ্দার। মাইজিকো হুকুম জরুর মানে গা। লেকেন, মাইজি, দুনিয়ামর গুণ্ডা হায়। যো রুপেয়াকে ওয়াস্তে খোরাক মুসে কাড় লেকে লাখ লাখ লোককে মার দেতা হয়, উ কৌন হয়! হম্ কিসকো মারা হ্যায়? ডর দেখাতা হয়। কোটি কোটি আদমিকো পাঁওসে দাবকে রখা হয়, ঔর মু খুলনেসে মার্তা হয় লাঠি; উ কোন হয়? দুনিয়াকো জমিনকা লালছমে, দৌলথকে লালছমে যো তোপ কামান লেকে দেশ পর দেশ ছাই

কর দেতা হয় উ কোন হয়? হম্‌তো গুণ্ডা হ্যায়! উলোককে কেয়া বোলেঙ্গে বোলিয়ে।

(অপূর্ব্বর প্রবেশ।)

অপূর্ব্ব। (রমলাকে) তোমার উদ্দেশ্য তা হলে সিদ্ধ হয়েছে আজ?

রমলা। হ্যাঁ।

হিরু। কি উদ্দেশ্য?

অপূর্ব্ব। বহুদিন থেকে আপনাকে চাক্ষুস দেখ্‌তে চাচ্ছিলেন ইনি; কিছুতেই সে সৌভাগ্য হয়ে উঠে নি। আজ বিপদে পড়ে দেখা হলো।

হিরু। এ অধম সব সময় মার আশে পাশেই থাকে; ডাকলেই হাজির হ'তো।

অপূর্ব্ব। অনেক ডেকেছেন; দেখা পাননি। আপনার যে লোক স্কুলে টাকা নিয়ে যায় তাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

হিরু। অকারণে মাকে বিরক্ত করতে চায়নি হিরু। চাক্ষুস দেখা হয় ত হয়েছে।

রমলা। (গলার স্বর চিনিয়া) ভাবতেই পারি নি যে আপনি বেয়ারা সেজে টাকা দিতে আসেন।

হিরু। সেটা আমার সৌভাগ্য।

অপূর্ব্ব। এই সুযোগে আমিও কিন্তু দর্শন পেয়ে গেলাম।

হিরু। আপনার মত একজন Imperialistএর দেখা পাওয়া কম সৌভাগ্য নয়।

সর্দ্দার। (জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া) তুম্ লোক আ যাও। রমলা মাইজি আয়েঁহেঁ। হিরুবাবু, আজ যব ঠগ গিয়া, তব ছোড় দেতা হয় সর্দ্দারগিরি, আউর আপকো সাগরেতি লেতা হয়। আজসে মম্ আপকো গোলাম হয়।

হিরু। মাইজির কাছে জানো।

রমলা। তা হলে আর কোন মেয়ের উপর জুলুম হবে না এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবো আমরা।

(চেলাদের আগমন।)

সর্দ্দার। (চেলাদের প্রতি) হিরু বাবুকো সাগ্‌রেতি লেলিয়া; উন্‌ হমসে বড়া হয়। আজসে তুম্‌ লোককে সর্দ্দার হিরুবাবু।

(চেলারা হিরুকে অভিবাদন জানাইল ; হিরু অভিবাদন প্রত্যর্পণ করিল।) হিরুবাবু, গুণ্ডামি ছোড়া, লেকেন পকেট-মার তো হুয়া! ইজ্জৎ বাড়া, না কমা ?

অপূর্ব্ব। বাড়া।

সর্দ্দার। ঠিক হয়।

(জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ!)

সেই ব্যক্তি। বিশ্বেশ্বর বাবু আর্তে হেঁ।

হিরু। সর্ব্বনাশ! খবরদার, উনি এ সবের কিছু যেন জানতে না পারেন। জানলে কি কাণ্ড কর্‌বেন তার ঠিক নাই। মনু, হুসিয়ার। মা, দেখবেন একটু। আমি যাচ্ছি। (জানালা দিয়া প্রস্থান। সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল তাহারও চলিয়া গেল। অপূর্ব্বও তাহাদের পিছনে চলিয়া গেল।)

সর্দ্দার। উন্‌কো লে আও। বইঠিয়ে, মাইজি!

রমলা। ওঁকে আস্‌তে দাও।

(বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ।)

বিশ্বেশ্বর। মনু কৈ ? মনু ? হতভাগাকে একেবারে মেরে ফেল্‌বো। কৈ সে হতভাগা ?

মনু। (জোড়হাতে) পাও লাগে হুজুর। বইঠিয়ে। কেয়া কসুর কিয়া ?

বিশ্বেশ্বর। কসুর কিয়া? জানো না? এক চড় দেবো।

মনু। পাঁচ চড় লাগাইয়ে। লেকেন্ কেয়া কসুর কিয়া বোলিয়ে।

বিশ্বেশ্বর। (রমলাকে) তুমি কে? তোমাকে ধরে এনেছে বুঝি?

রমলা। ধরে আন্‌বে কেন? এদের এখানে আপনা থেকে বুঝি আস্‌তে নেই?

বিশ্বেশ্বর। (অপ্রস্তুত ভাবে) তাই ত! তোমার নাম?

মনু। উন্ রমলা মাইজি।

বিশ্বেশ্বর। কোন রমলা মাইজি?

মনু। উন্ হমলোককা স্কুল বইঠায়া।

বিশ্বেশ্বর। (একদৃষ্টে রমলার প্রতি চাহিয়া) তুমি রমলা দেবী?

রমলা। কেন? একেবারে খেয়ে ফেল্‌বেন নাকি?

সর্দ্দার। হুজুর, হম্ আতা হায়।

(চেলাদের ডাকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।)

বিশ্বেশ্বর। তুমি রমলা?

রমলা। লোকে ঐ রকম বলে। যদি রমলা হই, আপত্তির কিছু আছে?

বিশ্বেশ্বর। আপত্তি! তোমার মত সবাই হলে দেশটা আজ বদলে যেত।

রমলা। "তোমার" জায়গায় "আমার" বল্‌লে সত্য হতো। এভাবে সত্যের অপলাপ না করাই ভালো।

বিশ্বেশ্বর। তোমায় বলি আমি "বসন্তের অগ্রদূত"।

রমলা। ব্যাকরণ বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন। "দূতী" বলা উচিত। আপনার বসন্ত যদি কখনো আসে আনন্দিত হবো।

বিশ্বেশ্বর। আস্‌বে। এই শ্মশানে আবার জন্মাবে কচি কচি ঘাস, নূতন গাছপালা; গোটা দেশটা আবার ভরে উঠ্‌বে সবুজ শোভায়, ফুলে, ফলে; উদ্বুদ্ধ হবে নূতন প্রাণ, নূতন যৌবন; মুখরিত

হবে চতুর্দ্দিক আনন্দে। রমলা! এ স্বপ্ন নয়; আসবে সে দিন। সেই দিন আমাদের বসন্ত। আনতে হবে সে দিন আমাদের চেষ্টায়, সমবেত সাধনায়। ডাকো সবাইকে, "আয়—আয়—শ্মশানে বসন্তের আবাহন করবি আয়! বালক, বৃদ্ধ, যুবক,—যে যেখানে আছিস্ আয়,—যার যা আছে নিয়ে আয়,—বসন্তকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে!—এই ভারতবর্ষকে স্বর্গ কর্‌তে হবে।"

তৃতীয় দৃশ্য।

[বস্তি অঞ্চলের একটি ঘর। প্রায় আট বছরের একটি কঙ্কালসার বালক দাঁড়াইয়া আছে; ছ'বছরের ঐরূপ একটি বালিকা মেঝের উপর বসিয়া কাঁদিতেছে; চার বছরের ঐরূপ একটি বালক মার কাঁধে হেলান দিয়া মা'র মাথার চুল টানিতেছে। মা একটি ছোট শিশু কোলে লইয়া বসিয়া আছে। পাশে ভাঙ্গা খাটের উপর শুইয়া আছে একটি আস্ত কঙ্কাল, এ তাদের বাবা!]

বাবা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) বাবা এখনও এলেন না।

ছেলেদের মা। আস্‌বেন নিশ্চয়। হয়তো কোন কাজে আট্‌কে পড়েছেন।

বাবা। হাঁ। আমাদের মত অনেককে তাঁকে দেখ্‌তে হয় ত! আমি

যদি ঘুমিয়ে পড়ি, উনি এলে তুলিয়ে দিও। ডাক্তার বাবুকে যদি সঙ্গে আনেন, বাচ্চাটাকে একটু ভাল ক'রে দেখিয়ে নিও।

ছেলেদের মা। আচ্ছা। জল খাবে?

বাবা। দাও। (জল খাইয়া) জলটা এখনও পাওয়া যাচ্ছে! তুমি একবার বাহিরে দেখনা যদি ফেনটেন একটু পাওয়া যায়। পেলে, সেখানেই খানিকটা খেয়ে নিও।

(ছ'বছরের মেয়েটি আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল)

চার বছরের বালক। মা, আমি তোর সঙ্গে যাবো।

মা। আচ্ছা, যেও। (বালিকাকে) কাঁদিস্‌নে, এখানে আয়। বিশ্বেশ্বর দাদা মেলা ভাত অনেক তরকারি নিয়ে আস্‌বে; সব তোকে দেবো।

চার বছরের বালক। আমাকে দিবি না?

বালিকা। না, মা। ওকে দিও না।

মা। বারে মেয়ে! সব তুই খাবি?

বালিকা। ওর ক্ষিদে পায়নি, আমার পেয়েছে।

আট বছরের ছেলে। আচ্ছা, চুপ কর; সব তোকে দেবে। কাঁদলে কিছু পাবি না।

ছেলেদের বাবা। দ্যাখো, আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না। তোমাদের কি হ'বে?

মা। কি যে বলো তুমি! চুপ ক'রো।

(Camera হাতে লইয়া দু'জন শ্বেতপরিদর্শক, তিনজন ভুঁড়ি-মোটা ভদ্রলোক ও কয়েকজন বাঙ্গালীর প্রবেশ।)

এক নম্বর শ্বেত পরিদর্শক। Skeletons begetting skeletons!

কঙ্কাল হইতে কঙ্কালের সৃষ্টি! It is a problem for Biology! ইহা কি করিয়া হইতে পারে?

দুই নম্বর শ্বেত পরিদর্শক। (Camera fit করিয়া একজন বাঙ্গালীকে) আপনি কি স্ত্রীকে বলিবেন?

(ছেলেদের মা ছেঁড়া কাপড়ের ঘোমটাটি মাথায় বেশী করিয়া টানিয়া দিল।)

সেই বাঙ্গালী। কি বল্‌বো?

দুই নম্বর শ্বেত পরিদর্শক। I mean, will you just request her to look this way?

সেই বাঙ্গালী। (ছেলেদের মা'র প্রতি) সাহেব তোমাকে ক্যামেরার দিকে চাইতে বলছেন।

(ছেলেদের মা মাথা আরও নীচু করিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। চাপে কোলের ছেলেটি কাঁদিয়া উঠিল। কান্না ধীরে ধীরে থামিয়া গেলে মা চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিল।)

ছেলেদের বাবা। কি হলো? কি হলো?

(জোর করিয়া উঠিয়া ছেলেদের মা'র কাছে গিয়া বসিল)

দুই নম্বর পরিদর্শক। What's it?

(ক্যামেরায় পর পর ছবি তুলিতে লাগিল)

এক নম্বর পরিদর্শক। I am afraid—

একজন ভুঁড়ি-মোটা ভদ্রলোক। বাচ্চাঠে মর্ গিয়া।

দুই নম্বর পরিদর্শক। What do you say?

একজন বাঙ্গালী। Dead.

দুই নম্বর পরিদর্শক। (ছবি তোলা বন্ধ করিয়া) Dead! why?

অন্য একজন বাঙ্গালী। এমনি মরেছে, সাহেব! These people die like that.

এক নম্বর পরিদর্শক। Skeletons out of skeletons! And how do they manage to live?

(ডাক্তার, কয়েকজন যুবক ও বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ; যুবকদের হাতে খাবার।)

বিশ্বেশ্বর। তোমাদের এখানে কি হ'চ্ছে? (সাহেবদের প্রতি) Why have you come here?

দুই নম্বর পরিদর্শক। We wanted samples from your country. It is a strange land! Skeletons beget skeletons.

একজন ভুঁড়িমোটা ভদ্রলোক। সাহেব কেয়া বোলে হেঁ?

একজন বাঙ্গালী। বোলৎ হ্যায় কি, ইয়া বড়া তাজ্জব দেশ হ্যায়। হিঁয়া কঙ্কালসে কঙ্কাল হোতা হ্যায়।

সেই ভুঁড়িমোটা ভদ্রলোক। বাত ঠিক হ্যায়।

বিশ্বেশ্বর। কি করতে এসেছ এখানে তোমরা? মজা দেখতে? দেখতে বড় ভাল লাগে, না?

একজন বাঙ্গালী। সাহেব দেখতে এসেছেন, তাই সঙ্গে এসেছি।

বিশ্বেশ্বর। সাহেবদের দেখাতে নিয়ে এসেছ এই হতভাগাদের? নিজেদের মা বোন স্ত্রীকে আগে ভাল করে দেখিয়ে নিয়ে এসেছ ত?

ছেলেদের বাবা। বাবা, মরে গেল।

বিশ্বেশ্বর। (কাছে গিয়া) কে?

ছেলেদের বাবা। কোলের ছেলেটা।

(ডাক্তার ছেলেটিকে পরীক্ষা করিল।)

ডাক্তার। হাঁ, মরেছে।

এক নম্বর পরিদর্শক। Yours is a strange land, Doctor! Skeletons beget skeletons.

বিশ্বেশ্বর। (কাছে গিয়া) What do you mean?

এক নম্বর পরিদর্শক। You look angry. But it is a problem for Biology.

বিশ্বেশ্বর। What?

এক নম্বর পরিদর্শক। This skeleton begetting skeletons.

বিশ্বেশ্বর। (পিছাইয়া গিয়া) I see! (বাঙ্গালীদের প্রতি) তোমাদের খুব গৌরবের বিষয় হ'বে যখন এই সব ছবি ওদের দেশে বিক্রয় হ'বে বড় বড় Headline নিয়ে: Skeletons begetting skeletons! এ চিড়িয়াখানার জানোয়ার এরা, তোমরা মানুষ! এক মুঠো ক'রে চাল নিয়ে আসার সামর্থ্য হয় নি, বিদেশীকে ঘরের কেলেঙ্কারিটা দেখাবার প্রবৃত্তিটা ত হয়েছে বেশ? (ছেলেদের মা'র কাছে গিয়া ও মরা ছেলেটি তুলিয়া লইয়া একজন যুবককে দিয়া মাকে) তোমার মত লক্ষ লক্ষ মা আজ কাঁদছে! কিন্তু কেঁদে করবে কি? এই সাহেবদের অনুগ্রহে তোমাদের ছবি উপরে নীচে বড় বড় অক্ষর নিয়ে ওপারের কাগজে বেরোবে; তোমাদের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব হ'য়ে পড়বে। কত বড় সৌভাগ্য তোমাদের বল দেখি!

ছেলেদের বাবা। বাবা, ছেলেটা গেল, আমিও যাবো। ওদের কি হবে?

বিশ্বেশ্বর। তোমার সে ভাবনায় দরকার কি? বিশ্বেশ্বর বেঁচে থাকলে ওরাও দুটো খেতে পাবে। (যুবকদের প্রতি) এদের খেতে

দিয়ে দাও। (মাকে) কেঁদে লাভ নাই, খাবার রইলো, খেয়ো।

(যুবককেরা খাইতে দিল।)

ছেলেদের বাবা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কুকুর শেয়াল গুলোও খায়, বেঁচে থাকে ! আমরা মানুষ ! হায় রে ভগবান !

বিশ্বেশ্বর (সাহেবদের কাছে গিয়া) Wonderful land of plenty this India, specially this Bengal mine। আমার এই ভারতবর্ষ, বিশেষ ক'রে আমার এই বাঙ্গলা দেশ অদ্ভুত প্রাচুর্য্যে ভরা !

এক নম্বর পরিদর্শক। I see ! These people then—

বিশ্বেশ্বর। Yes, are skeletons because they get no food. They need food, not your Biological Research.

দুই নম্বর পরিদশক। My god ! ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা !

বিশ্বেশর। এই সুজলা সুফলা বাংলা দেশে এই হয় ! তোমরা এ ভাবতে পারো ? মানুষ না খেয়ে কেমন হয় এর আগে দেখেছ ?

দুই নম্বর পরিদর্শক। We are extremely sorry—(ছেলেদের মায়ের কাছে গিয়া) আমরা আপনার কি করিতে পারি ?

মা। যা কর্‌বার করেছ। এবার আমাদের শেষ করে দাও।

(উভয় পরিদর্শক যেন টক খাইয়াছে এইরূপ মুখ করিয়া দরজার কাছে ফিরিয়া গেল।)

একজন বাঙ্গালী। (ছেলেদের মা'র কাছে গিয়া) দেখুন, সাহেব আপনাকে শুধু ঐ দিকে চাইতে বলেছিলেন আপনার মুখখানা যাতে ভাল ক'রে ছবিতে উঠে সেই জন্য। আপনি মাথা গুঁজে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়্‌লেন ; ছেলেটা চাপে ম'রে গেল। সাহেব কি তার জন্য দায়ী ?

বিশ্বেশ্বর; (চমকিয়া উঠিয়া) তবে তোমারা খুন করেছ বলো? Murder!

একনম্বর পরিদর্শক। Murder!

দুই নম্বর পরিদর্শক। How do you say that?

বিশ্বেশ্বর। (বাঙ্গালীর প্রতি) খুন নয়?

সেই বাঙ্গালী। ওঁদের কোন দোষ নাই।

এক নম্বর পরিদর্শক। Yours is a hospitable land, I am told. People come for snapshots and you cry, "Murder!"

বিশ্বেশ্বর। ঐ অতিথিবাৎসল্যের জন্যই ত যুগ যুগান্তর থেকে মরছি, সাহেব। তা না হ'লে তুমি আজ ছবি তুলতে এসে আমাদের শিশুকে মেরে যাও।

একজন ভুঁড়ি-মোটা লোক। কেইসে murder হুয়া? উন্ লোক তো উস্‌কো ছুঁয়া ভি নহি!

বিশ্বেশ্বর। ভুঁড়ির মত মাথাটাও মোটা কি না! বুঝবে কি ক'রে? তোপ কামান রেডিও'র যুগে খুন করতে গেলে ছুঁতে হয় না কি?

সেই ভুঁড়ি-মোটা ব্যক্তি। উ সব কুছ ব্যবহার ভি নাহি কিয়া। মৎ বোলিয়ে।

বিশ্বেশ্বর। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) দু'দিন পরে মর্‌তো, আজই মর্‌লো! বাত ব'লে লাভ নাই।

এক নম্বর পরিদর্শক। কিন্তু আপনাদের দেশে মানুষ না খাইয়া কঙ্কাল হয় ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বাত!

বিশ্বেশ্বর। দেখে যাও। যদি সত্য বলার সাহস থাকে, দেশে গিয়ে

এর ঠিক পরিচয় দিও। Victoria Memorial Hall, আর Assembly House,—Show House বল্‌লেই ভাল হয়, এদের পাশে এ ছবিগুলো বসিয়ে সবাইকে দেখিও। এই হত্যার পরিবর্ত্তে এইটুকু যদি করো যথেষ্ট বাধিত হ'বো। (ভুঁড়ি-মোটা লোকটির প্রতি) ভুঁড়ি কয় ইঞ্চি বাড়া? সরে পড়ো দেখি এখান থেকে! তোমাদের দৃষ্টির গুণে এ বেচারীরা যাও দু'চার দিন বাঁচ্‌তো তাও বাঁচ্‌বে না।

(বাঙ্গালীদের প্রতি)

দেশটাকে বাঁচাবার জন্য কেউ হাসিমুখে ফাঁসিতে ঝুল্‌ছে, গুলির সামনে বুক পেতে দিচ্ছে, কেউ জেলে পচে মরছে। আর তোমরা বিদেশীকে নিজেদের অপদার্থতা দেখবার জন্য পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছো! বেশ!

একজন বাঙ্গালী। এঁরা সব দেখে গিয়ে দেশে agitation চালাবেন, Public opinion তৈরী করবেন।

আর একজন বাঙ্গালী। এর ফলে আমাদের International Importance হ'য়ে যাবে।

আর একজন বাঙ্গালী। আমরা বিশ্বের দরবারে স্থান পাবো।

আর একজন বাঙ্গালী। ঘুঁসিয়ে ঠিক করে দেবো। (ঘুঁসি তুলিল)

আর একজন বাঙ্গালী। কেন? কাকে? বিনা কারণে ঘুঁসোঘুঁসি করা ঠিক নয়।

ঘুঁসি-তোলা বাঙ্গালী। যে অপমান করতে আস্‌বে তাকে। এখন ও চল্‌বে না।

বিশ্বেশ্বর। Practice এর জন্য rubber pad দেবো? (পরিদর্শকদের প্রতি) সাহেব, দেখে যাও এই সব নমুনা ভাল ক'রে।

এদের ছবি নিয়েছ? যাদের ঘরে ঘরে কঙ্কাল তারা এই কঙ্কালদের একজনকেও বাঁচাতে চেষ্টা না ক'রে কেমন বড় বড় কথা ক'য়ে যেতে পারে, দ্যাখো। যাক্, এবারে ছেলেটাকে নিয়ে যাও। (মৃত শিশুটিকে দিতে গেল।)

এক নম্বর পরিদর্শক। ইহা আমরা কি করিব?

বিশ্বেশ্বর। নিয়ে যাও। যা ইচ্ছা ক রো।

দুই নম্বর পরিদর্শক। কি বলিতেছেন আপনি?

বিশ্বেশ্বর। বিশেষ কিছু নয়। শুভ পদার্পণ কর্‌লে কি হয় তার নমুনাটা তোমাদের সঙ্গেই থাক্।

একনম্বর পরিদর্শক। ইহা কি বলিতেছেন?

বিশ্বেশ্বর। বোঝো না? আমেরিকা সাক্ষ্য, অষ্ট্রেলিয়া সাক্ষ্য, যেখানে যেখানে শুভ পদার্পণ হয়েছে সব জায়গা সাক্ষ্য।

এক নম্বর পরিদর্শক। আপনি কি বলিতেছেন! আমরা এবার যুদ্ধ করিয়া মরিলাম তাহাই বলিতেছেন কি?

বিশ্বেশ্বর। ডাইনিতে ডাইনিতে খাওয়া খাওয়ি ত হ'বেই। এক ডাইনির এক চেটে ব্যবসা চল্‌বে, অন্য ডাইনি তা চুপ্ করে দেখ্‌বে? তোমরা কর্‌ছো খাওয়া খাওয়ি, মাঝে থেকে মর্‌লাম আমরা। (মরা ছেলেটি আগাইয়া দিয়া) নিয়ে যাও, শাঁসটা খেয়েছ, ছোবড়াটাও নিয়ে যাও।

ছেলেদের বাবা। বাবা, ওটাকে নিমতলায় দিও; আমাকেও ওখানে দিও।

বিশ্বেশ্বর। আশাও ত কম নয়। অত কাঠ কোথেকে জোটাব, শুনি?

একজন ভুঁড়ি-মোটা। মৎ ঘাবড়াইয়ে বাবু! কাঠ দেগা হামলোক।

অন্যজন ভুঁড়ি-মোটা। অভি নিমতলামে পাঁচাশ গাড়ি ভেজ দেগা।

বিশ্বেশ্বর ! বাঃ ! বেশ। (পরিদর্শকদের প্রতি) You see how kind these pot-bellied men are ! They will bear the cost of fifty cart-loads of fuel for the cremation of these.

এক নম্বর পরিদশক। You mean, for burning their dead bodies, when they are dead !

বিশ্বেশ্বর। আরে, হাঁ, হাঁ,—I mean, yes.

এক নম্বর পরিদর্শক। Why not spend the amount so that they may live ?

(একজন যুবকের প্রবেশ)

সেই যুবক। (বিশ্বেশ্বরকে) মোড়ের বাড়িটায় আপনাকে এখনি যেতে হবে।

বিশ্বেশ্বর। আমার দেরি হ'য়ে গেল এখানে। (সঙ্গের যুবকদের) চলো, চলো।

দুই নম্বর পরিদর্শক। আপনার এই স্বর্গীয় কাজের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনার একটি ছবি লইব।

বিশ্বেশ্বর। স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি ব'লে ? বাপ্— (প্রস্থান)। (বাহির হইতে) আচ্ছা, ছেলেটাকে নিমতলাতেই দেবো। নমস্কার সাহেব, কি বলে গিয়ে, good bye।

(যুবকদের ও বিশ্বেশ্বরের প্রস্থান।)

এক নম্বর পরিদর্শক। ইনি অত্যন্ত স্বর্গীয় কাজ করিতেছেন। আপনার দেশে এইরূপ লোক দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

(ছদ্মবেশী হিরুর প্রবেশ)

হিরু। বাপ ! কি পকেট মারার ধুম আজকাল ! আমারি পকেট মারতে

আসে ! (বাঙ্গালীদের প্রতি) মশায়রা, সেই হিরু না কে, তার কৃপায় যে দেশটা পকেটমারে ভরে গেল। আপনারা এর কোন বিহিত কর্‌তে পারেন না ?

একজন বাঙ্গালী। ভরুক না। গোটা দেশেটা হিরুবাবুর দলভুক্ত হোক্ ; গরীবগুলো বাঁচবে।

হিরু। এই রকম করে পকেট মেরে গরীবদের বাঁচাবে ! বেশ ত আপনারা ! আপনাদেরও যখন পকেট মার্‌বে তখন ?

অন্য একজন বাঙ্গালী। আমাদের পকেট মার্‌বে না।

হিরু। (লাফাইয়া উঠিয়া) বাপ ! ঐ দেখুন কঁ্যাকড়া বিছে, ঐ সাহেবদের পিছনে।

(সকলে সন্ত্রস্ত ভাবে সাহেবদের দিকে নজর দিল। ইত্যবসরে হিরু ভুঁড়িমোটা তিনজনের পকেট মারিল।)

এক নম্বর পরিদর্শক। কি বলিতেছেন ? কঁ্যাকড়া কি !

হিরু। সাহেব, ক্যাকড়া বিছে জানো ? Scorpion—প্যাণ্টের মধ্যে যদি ঢোকে তবে মুস্কিল হ'বে !

(সাহেবরা প্যাণ্ট ঝাড়িতে লাগিল।)

তোমাদের যেমন আক্কেল ! এখানে আসে ! এখনি হয় ত সাপ বেরোবে। Snake—Snake—পালাও—পালাও— (সাহেবরা দরজার বাহিরে পলাইল। (ভুঁড়ি-মোটাদের প্রতি) বেরোও শীগ্রি এখান থেকে। মজা দেখ্‌তে এসেছ ?

একজন ভুঁড়ি মোটা। সাহেব লোককে দেখানে লে আয়াথা।

হিরু। হিঁয়া মজা হোতা হয়, যে দেখানে লে আয়া ? বেরোও— (বাঙ্গালীদের প্রতি) তোমরা এখানে কি কর্‌ছো ? চাকরির চেষ্টায় সাহেবদের পিছনে ঘুর্‌ছো বুঝি ?

এক নম্বর পরিদর্শক। (দরজা হইতে উঁকি মারিয়া) আমরা ক্যামেরাটা লইতে পার?

হিরু। লইতে পারি।

(পরিদর্শকেরা ঘরে ঢুকিয়া ক্যামেরা লইয়া বাহিরে গেল।)

(বাঙ্গালীদের প্রতি) পকেট মার্‌তে জানো? মারোতো পকেট ঐ ভুঁড়ি-মোটাদের।

একজন ভুঁড়ি-মোটা। পকেট মারেগা! কাঁহে? (দুই হাত দিয়া পকেট ধরিয়া ক্রমশঃ পিছাইয়া দরজার দিকে যাইতে লাগিল; অন্য দুই ভুঁড়িমোটাও তাহার অনুকরণ করিল।)

অন্য একজন ভুঁড়ি-মোটা। (পকেট খালি বোধ হওযায় পকেটে হাত দিয়া) আয় দাদা! হামরা থলিযা কাঁহা গিয়া?

অন্য একজন ভুঁড়ি-মোটা। (পকেট খালি বোধ হওয়ায় পকেটে হাত দিয়া) হামরাভি থলিয়া কাঁহা গিয়া? (মাথায় হাত দিয়া বসিযা পড়িল।)

অন্য একজন ভুঁড়ি-মোটা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হমরাভি লে লিয়া!

হিরু। কি বেকুব্ তোমরা! পকেট মেরেছে, আর এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ? এ ঠিক হিরুর কাজ,—আসবার সময় ওকে মোড়ে দেখেছি, ওকে চিনি আমি।

একজন ভুঁড়ি-মোটা। এ ঠিক হিরু শালাকো কাম। শালা হরবখৎ হমলোককা পাকিট্ মারতা হ্যায়।

হিরু। নিশ্চয়। এখনও হয়ত মোড়ে পুলিশটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। শিগ্রি দ্যাখো। দেখলেই ক্যাঁক্ ক'রে ধ'রবে। বেটা গাঁট-কাটা! অস্থির ক'রে মার্‌লে একেবারে। দ্যাখো—দ্যাখো—

(ভুঁড়িমোটাদের প্রস্থান।)

(বাঙ্গালীদের প্রতি) ও বেচারীদের পকেট মারা গেল, আর চুপ্ করে দাঁড়িয়ে আছো! গিয়ে একটু খোঁজও নিতে পারো না!

(বাঙ্গালীদের প্রস্থান।)

(ছেলেদের মা'র কাছে গিয়া) কত চাই তোদের বল। (একটি থলি দিল।) ভারি লাগ্ছে; গুণে দেখিস্। দু'টো আমার কাছে রইলো।

ছেলেদের বাবা। হিরু বাবু!

হিরু। চুপ! হাঁ, হিরুবাবু। এই টাকায় যা পারিস কিনে খাবি। দুধ খাবি, ফল খাবি,—খা, খেয়ে নে—কেউ যেন না জানে আমি দিয়েছি,—ভয় নাই আবার আস্বো—

(বেগে প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

G. P. O.'র সামনে লালদিঘীর একটা বেঞ্চে সেফালিকা ও অমল বসিয়া আছে। সেফালিকার গলায় একটি হার; সেটা অস্তায়মান সূর্য্যের কিরণে চক্মক্ করিতেছে। অনেক military'র লোক একটুদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে; অফিসার কেরাণী প্রভৃতি সেখান দিয়া যাইবার সময় আড়চোখে দেখিয়া যাইতেছে। ঢুকিবার দরজার সামনে একটু ছোট ভিড় হইয়াছে। বেঞ্চ হইতে চার পাঁচ হাত

দূরে দাঁড়াইয়া একটি লোক লালদিঘীর জলের উপর চাহিয়া আছে,—সে সেফালিকার ড্রাইভার।

সেফালিকা। সে যাই ব'লো, আমার পছন্দ হ'য়ে গেল ব'লে অত দাম নিয়েছে। পঞ্চাশ হাজার এর দাম হ'তে পারে না।

অমল। আমার মনে হয়, এর দাম আরও বেশী হ'তে পার্‌তো। কেমন Sparkle কর্‌ছে দেখো দেখি!

সেফালিকা। কি ক'রে দেখ্‌বো? হারটা রইলো বুকে, চোখ দু'টো মাথায়।

অমল। আমার চোখের মধ্যে ভাল ক'রে চাইলে দেখ্‌তে পাবে।

সেফালিকা। ওতে যত বিশ্রী দেখাবে তত বিশ্রী আমি নই।

অমল। "বিশ্রীর" বদলে "সুশ্রী" বল্‌তে পাব্‌তে; কিন্তু সেটা ঠিক হ'তো না। আমার চোখে তুমি যত সুশ্রী, তোমার প্রকৃত সুশ্রীতা তার চেয়ে কম নয়।

সেফালিকা। তাই না কি? তুমি তা হ'লে আমাকে বড় ক'রে দেখো না!

অমল। যতই বড় ক'রে দেখি, তুমি তার চেয়েও বড়। এ হারটা কিন্তু তোমাকে বেশ মানিয়েছে।

সেফালিকা। Militaryগুলো হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছে! আমাকে দেখ্‌ছে, না হারটা দেখ্‌ছে?

অমল। শুধু military কেন, আরও অনেকে দেখ্‌ছে। দরজার সামনে ভিঁড় জমে গিয়েছে, দেখ্‌ছো?

সেফালিকা। কোন মেয়ের গলায় হার বোধ হয় কখনো দেখেনি ওরা?

অমল। এমন গলায় এমন হার নাও দেখে থাক্‌তে পারে।

সেফালিকা। এ অবস্থায় কতক্ষণ বসে থাক্‌তে হ'বে! ড্রাইভারটা

একেবারে অকর্ম্মা। গাড়ীটা কোথাকার কে এসে নিয়ে গেল, আর ও ছেড়ে দিলে !

অমল। যদি বিশ্বেশ্বর বাবু নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন।

সেফালিকা। কে বিশ্বেশ্বর বাবু ? আমার গাড়ী এমন ভাবে নিয়ে যাবে কেন ? ড্রাইভার, কে গাড়ী নিয়ে গিয়েছে, দেখেছ ?

ড্রাইভার। বিশ্বেশ্বর বাবু। একটা আধমরা destitute সামনে পড়ে ছিল, তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে চ'লে গেলেন ; বল্লেন, শীঘ্রী গাড়ী দিয়ে যাবেন।

সেফালিকা। একটা ট্যাক্সি ক'রে যেতে পার্‌তো। আমার গাড়ী কেন ?

ড্রাইভার। আজ ট্যাক্সি strike।

সেফালিকা। মগের মল্লুক হ'য়ে পড়েছে ! যার তার গাড়ী যখন তখন নিয়ে গেলেই হ'লো ! ও-কি আর গাড়ী দিয়ে যাবে ?

ড্রাইভার। নিশ্চয় দিয়ে যাবেন। ওঁর কথার অন্যথা হয় না।

(বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বরের। তোমাদের গাড়ী দিয়ে গেলাম। ওটা তখন ব্যবহার করতে পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভিঁড়ের মধ্যে একজন। উনি বল্‌ছিলেন আপনি গাড়ী আর দিয়ে যাবেন না।

বিশ্বেশ্বর। কে বল্‌ছিল ?

ভিঁড়ের মধ্যে আর একজন। যিনি Necklace পরে ব'সে আছেন।

বিশ্বেশ্বর। (সেফালিকার সামনে গিয়া ও সেফালিকার প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া) মুখখানা চুণকাম ক'রে গলায় চক্‌চকে হার ঝুলিয়ে সেজেছ ত বেশ ! কিন্তু ওধারে যে কত লোক

না খেতে পেয়ে ফুটপাথে ম'রে পড়ে থাকছে তার খোঁজ রাখো ?

সেফালিকা। মর্‌ছে তার আমি কি কর্‌বো ? আমি মার্‌ছি ?

বিশ্বেশ্বর। এই দুর্দ্দিনে কি অধিকার আছে তোমার ঐ হার গলায় ঝুলিয়ে বেড়াবার ?

সেফালিকা। আমার বাবার পয়সায় কেনা। নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম লেগেছে। কিনেছি কি বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বার জন্য ?

বিশ্বেশ্বর। বটে! তা হ'লে ঐ হারের চাকচিক্য সকলকে দেখানোর জন্য এখানে বসে থাকা হয়েছে !

সেফালিকা। যদি তাই হয়, ভয়ঙ্কর অন্যায় করা হয়েছে ? কোন মেয়ে এ কথা বল্‌লে, না হয় বুঝ্‌তাম্। আপনার এ গাত্রদাহ কেন ?

বিশ্বেশ্বর। গাত্রদাহ হ'বে না ? বিলেতে জন্মে এদেশে বেড়াতে এসেছ ? এই যে লোকগুলো না খেয়ে মর্‌ছে এরা এমনি না খেয়ে মর্‌তে থাক্‌বে, আর তোমরা তার মাঝে এই রকম ঐশ্বর্য্যের আস্ফালন দেখিয়ে বেড়াবে ? আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বো ? তোমার যদি অধিকার থাকে ঐ হার এই ভাবে ঝুলিয়ে বেড়াবার, আমাদেরও অধিকার আছে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে এই মুমূর্ষ্‌দের সেবায় লাগাবার। আছে কি না ব'লো ?

(সেফালিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল)

সেফালিকা। জনসেবার নামে ডাকাতির বাহাদুরিটা পাওয়ার অধিকার আছে কি না তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন ত ?

বিশ্বেশ্বর। তাই যদি হয়, সে অধিকার আছে, কি না ?

সেফালিকা। ডাকাতের কাছে সে প্রশ্নই উঠে না। উত্তর নিষ্প্রয়োজন। আমি হারটা না প'রে বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখ্‌লে আপনাদের চক্ষুশূল হ'তাম না। বাড়ী গিয়ে একে বাক্সেই বন্ধ ক'রে রাখ্‌বো।

ভিঁড়ের মধ্যে একজন। সাবধানে বাড়ী যাবেন। হিরু বাবুর লোক আশে পাশে ঘুরছে।

অমল। (অতর্কিত ভাবে) সর্ব্বনাশ!

ড্রাইভার। (ভীত ভাবে) মুস্কিল হ'লো!

বিশ্বেশ্বর। হিরু যদি ছিনিয়ে নেয় ও হার আমি আপত্তি করি না।

ভিঁড়ের মধ্যে একজন। বিশ্বেশ্বর বাবু সরে যান ওখান থেকে।

বিশ্বেশ্বর। রক্ত চোষাদের উপর আমার কোন সহানুভূতি নাই। গরীব আজ রক্তহীন, ভূঁড়িমোটাদের ভূঁড়ি ভরপুর হ'য়ে উঠেছে তাদের রক্ত খেয়ে। রক্তহীনদের বাঁচবার জন্য সে রক্ত যদি কিছু বার ক'রে নিতে হয়, আপত্তির কিছু দেখি না। বাঁচার অধিকার সবারি আছে, গরীব ব'লে মর্‌বে আর ভূড়ি-মোটারা ব'সে ব'সে তাই দেখবে, এ অনাচার এ যুগে আর চল্‌বে না। যারা এ নীতি সমর্থন ক'রে তারা মানুষের শত্রু, আমরা তাদের অগ্রাহ্য করি। তবে যদি যে বুকের উপরে ঐ চকচকে হার ঝুলছে, সেই বুকের ভিতরে যথেষ্ট দরদ আছে যারা দরদ পাওয়ার উপযুক্ত তাদের জন্য, ও হার বরং বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌তাম। গাড়ী ফিরিয়ে দেবো ব'লে গিয়েছিলাম, ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।

(প্রস্থানোদ্যত।)

সেফালিকা। (বিশ্বেশ্বরের হাত ধরিয়া) আপনি যাবেন না।

বিশ্বেশ্বর। কেন যাবো না ?

সেফালিকা। না, যাবেন না। আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে।

বিশ্বেশ্বর। (একটু চিন্তা করিয়া) সে অবসর আমার নাই।

সেফালিকা। না থাক্; আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতেই হবে।

বিশ্বেশ্বর। আমি সঙ্গে লোক দিচ্ছি।

সেফালিকা। আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না।

বিশ্বেশ্বর। (বিব্রতভাবে) তবে আমার সঙ্গে হাঁসপাতালে চলো; সেখানকার কাজ সেরে তোমায় পৌঁছে দেবো।

ভিঁড়ের মধ্যে একজন। ওঁকে সঙ্গে নেবেন না।

সেফালিকা। আমাকে আগে বাড়ী পৌঁছে দিতেই হবে।

বিশ্বেশ্বর। (বিব্রতভাবে) তোমাদের নিয়ে বড় মুস্কিল! চলো।

পঞ্চম দৃশ্য।

[সেফালিকার ঘর। সেফালিকা বসিয়া আছে; অমল দাঁড়াইয়া আবৃত্তি করিতেছে।]

অমল। Full on this casement shone the wintry moon,
And threw warm gules on Madeline's fair breast,
As down she knelt for heaven's grace and boon,
Rose bloom fell on her hands, together prest,
And on her silver cross soft amethyst,
And on her hair a glory, like a saint :

She seemed a splendid angel, newly drest,
Save wings fer heaven : Porphyro grew faint.

বুঝ্‌লে ? Porphyro Madelineকে ভালবাসে ; কিন্তু Madeline মঠে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করে। Porphyro চুরি করে রাত্রে তার ঘরে ঢুকেছে, Madeline জানে না। শোবার আগে Madeline বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রে প্রার্থনায় বসেছে ; জানালা দিয়ে চাঁদ এসে পড়েছে তার মুখে ও বুকে : Porphyro grew faint—Porphyro মুর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লো।

সেফালিকা। কেন ? মুর্চ্ছিত হওয়ার কি হয়েছে ?

অমল। সে কি ? মুর্চ্ছিত হ'বে না ?

সেফালিকা। হিষ্টিরিয়ার ব্যারাম ছিল বুঝি ?

অমল। Hopeless ! তুমি একেবারে hopeless !

সেফালিকা। Hopeless হ'তে যাবো কেন ?

অমল। শিল্পীরা তাজমহল দেখে, কিন্তু পাষ'ণে তৈরি তাজমহল পাষাণ হ'য়েই পড়ে থাকে।

সেফালিকা। থাকবে না ? পাগলকে প্রশ্রয় দিতে গেলে তাজমহলের তিন দিনে তাজমহলগিরি বেরিয়ে যাবে।

অমল। তাজমহলের একটা জিনিষ থাকলে তা হ'ত না।

সেফালিকা। কি থাকলে ?

অমল। Heart, হৃদয়।

সেফালিকা। ভাগ্যে নেই। থাক্‌লে বড় মুস্কিল হ'তো !

অমল। জবাবটা তোমারই উচিত হয়েছে।

সেফালিকা। কি ক'রে বুঝলে ?

অমল। ও কবিতায় শেষে কি হ'লো জানো?

সেফালিকা। প্রার্থনা শেষে Madeline নিশ্চয় Porphyro কে দেখতে পেলে।

অমল। নিশ্চয়। তারপর?

সেফালিকা। দেখেই একেবারে রেগে আগুন; তারপর দে মার!

অমল। আজ্ঞে না।

সেফালিকা—তবে?

অমল। বেড়িয়ে পড়লো গোপনে দু'জনে সেই অন্ধকারের মধ্যে নূতন জগতে।

সেফালিকা। অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবে কি ক'রে?

অমল। তোমার মত সমঝদারও থাকতে পারে তা কবির মাথায় ঢোকে নি। কাজেই শেষটা এই রকমই ক'রে দিয়েছেন।

(বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ।)

বিশ্বেশ্বর। কি মাথায় ঢোকে নি? কবিদের মাথায় আবার কোনকালে কি ঢোকে?

(চমকিত অমল একটু সরিয়া দাঁড়াইল; সেফালিকা সংযত হইয়া বসিল।)

সেফালিকা। আমাদের গোপনে যদি কিছু আলোচনা হয়, আপনার মাথায় সেটা না ঢোকাই উচিত।

বিশ্বেশ্বর। গোপন! গোপনের কি আছে?

(বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।)

সেফালিকা। অমল দা' আমাকে St. Agnes Eve কবিতাটি শোনাচ্ছিল।

বিশ্বেশ্বর। ও! তাতে গোপনের কি আছে? ভাল কবিতা। কিন্তু এ

কি ওসব কবিতা আলোচনার সময়? চারিদিকে দুঃখ দৈন্য! দেশের লোকগুলো না খেয়ে মরে গেল, এ সময় ব'সে ব'সে কবিতা আওড়াবে? (অমলকে) তুমি না যুবক! শিক্ষিত তরুণ! তোমার দায়িত্ব নেই এ জাতটার সম্বন্ধে চিন্তা করার, এ জাতটার জন্য তোমার পক্ষে যা সম্ভব তা করার? কতটুকু সে দায়িত্ব নিয়েছ? কি করছো জাতটার জন্য? তোমার মত শিক্ষিত অপদার্থ গুলোকে দেখ্‌লে লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে যায়। Sex চিরকাল আছে, থাক্‌বে,—ওটা ত একটা accidentএর মত। ও নিয়ে এত মাতামাতির কি আছে? নিজের কাজ ক'রে ন্যায্য অবসর সময়ে যা হয় করো,—তাতে কিছু যায় আসে না। সেটা recreation হিসাবে ধরে নিতে রাজি আছি। কিন্তু কাজ ছেড়ে স্বপ্ন-বিলাস! এ কি? ওসব চল্‌বে না, বুঝলে? প্রত্যেক যুবক যুবতীকে মানুষ হ'তে হবে, দেশের জন্য চিন্তা করতে হবে, জাতটাকে গড়ে তুলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে হবে। অন্যায় অবসর নেওয়া চল্‌বে না।

অমল। অবসর আর আমাদের কোথায়? তবে একটু—

বিশ্বেশ্বর। চোখের সামনে দেখ্‌ছ না কতকগুলো লোক শুধু ফুটবল খেলেই জীবন কাটিয়ে দিলে। কোন মানে হয়? বাষ্প বিদ্যুতের যুগ, কর্ম্ম-কুশলতার যুগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ। বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রকারিতা আন্‌তে হবে, অলস স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করতে হবে, লাভ করতে হবে কার্য্যতৎপরতা, দৃঢ় নিয়মানুবর্ত্তিতা, মৃত্যু-বিজয়া চিত্তের একাগ্রতা। তা না হলে বাঁচবার কোন উপায় নাই। প্রেমিক

প্রেমিকার গল্প শোনানোর বা শোনার সময় এ নয়। সেফালিকা, তোমাকে আমি চাই।

সেফালিকা। সেরেছেন তা হ'লে এবার! বাবাকে দেখ্‌ছি ফেরার কর্‌বেন। একদিন না হয় একটু কষ্ট করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন; তারজন্য একেবারে আমাকেই চাই!

বিশ্বেশ্বর। হ্যাঁ, তোমাকে চাই।

সেফালিকা। আপনার বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রকারিতা আছে তা দেখ্‌তে পাচ্ছি। তেমন জরুরি থাক্‌লে বাবাকে বল্‌তে পারেন।

(অমল বিবর্ণ হইয়া গেল!

বিশ্বেশ্বর। তোমার বাবার সঙ্গেই আমার বেশী দরকার। কোথায় তিনি?

সেফালিকা। দয়া ক'রে বস্‌লে ডেকে দিতে পারি।

বিশ্বেশ্বর। বসার সময় নাই; শীঘ্র ডাকো।

(সেফালিকার প্রস্থান।)

(অমলকে) বুঝ্‌তে পেরেছ? ও সব চল্‌বে না। তোমাকেও চাই। একটা জাতির হৃদয় কারা জানো?—যুবক যুবতীরা। এরা যদি ঠিক থাকে, হৃদয়ের কাজ ঠিক চলে, জাতির সমস্ত শরীরটায় রক্ত চলাচল ঠিক হয়। হৃদয় বিকৃত হ'লে, রক্ত চলাচলের অনিয়ম অনিবার্য্য; ফলে আসে দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কের শিথিলতা, অলস স্বপ্ন, অবাস্তবে আসক্তি ইত্যাদি। দেখ্‌ছো না জাতটার অবস্থা? গোলমাল ঐ হৃদয়ে। আজকার শিশুরা কাল যখন যুবক হ'বে, তখন তারা যেন এ ভাবে ব্যাধিগ্রস্ত না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হ'বে। শিক্ষার ব্যবস্থা চাই, পাড়ায় পাড়ায় আদর্শ Nursery School, প্রত্যেক

কেন্দ্রের জন্য এক একটি আদর্শ সার্ব্বজনীন বিদ্যালয়,—এর জন্য তোমাকে চাই।

(জলধরের প্রবেশ।)

আসুন। সেফালিকাকে আমি চাই, বুঝেছেন ?

জলধর। মানে, তুমি—

বিশ্বেশ্বর। মানে টানে কিছু নাই।

সেফালিকা। আমরা Capitalist জানেন ?

বিশ্বেশ্বর। সেই জন্যই আরও বেশী করে চাই ?

জলধর। তা, বাবা, দ্যাখো, তুমি ত ছেলে বড় ভাল ; কিন্তু ঐ মাথার ছিট্‌টুকুর জন্য যা ভয়।

বিশ্বেশ্বর। মাথার ছিট !

জলধর। মাথা গরম হ'য়ে উঠ্‌লে তোমার যত আক্রোশ পড়ে আমাদের উপর। ভুঁড়িমোটা, চর্ব্বিরঢেলা, রক্তচোষা, আরও কত কি !

বিশ্বেশ্বর। ওটা মাথার ছিট !'

জলধর। তুমি সেটা বুঝ্‌বে কি ক'রে ? বুঝলে কি আর ব'লো ? তা বেশ, শেফালিকে না হয় তোমাকেই দেবো। কিন্তু দোহাই বাবা, আমাকে একটু রেহাই দিতে হ'বে। গরীব মানুষ, খেয়ে না খেয়ে দু'টো পয়সা রেখেছি। থাকে তোমাদেরি কাজে লাগ্‌বে, না থাকে তোমাদেরই কষ্ট হ'বে। যাদের Capitalist ব'লে গালাগালি দাও, তাদের পরমহংসদেব কি বল্‌তেন জানো ? ভগবানের ভাণ্ডারী ! ভাণ্ডার লুট করিয়ে দেওয়াই কি ভালো ? বলো !

বিশ্বেশ্বর। যার যা প্রাপ্য তা যদি দেওয়া হয় তবে সে ভাণ্ডার নিশ্চয় লুট হ'বে না।

জলধর। হ'বে না ত! সব তোমাকেই দেবো। সব ত তোমারই। তোমার মত একটা ছেলে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা! ভয় যা ঐ ছিটটুকুকে। ভগবান তোমার মাথা ঠাণ্ডা রাখুন—

বিশ্বেশ্বর। (ঘড়ি দেখিয়া) আর সময় নাই। এই কথা রইলো, বুঝেছ সেফালিকা? পাড়ায় পাড়ায় Nursery school, প্রতি কেন্দ্রে আদর্শ সার্ব্বজনীন বিদ্যালয়,—অমল, যা বল্‌লাম মনে রেখো।

(প্রস্থান)

জলধর। মুস্কিল ঐখানে। সেফালি, ছেলেটাকে চা খাওয়ালি না?

সেফালিকা। আমার দায় পড়েছে। অমল দা' কেমন কবিতা শোনাচ্ছিল, সব নষ্ট ক'রে দিলে।

অমল। যা বলেছেন, ঐ মাথার ছিটের জন্য ওঁকে নিয়ে বড় মুস্কিল।

জলধর। তা বুঝলাম। কিন্তু ও যা ব'লে তা ত মিথ্যা নয়। ওর সত্য কথা বলার সাহস আছে বলেই বলছি মাথার ছিট।

সেফালিকা। ভারি সাহস। পারে ত নিজে টাকা জমাক্ না। অপরের টাকায় এত দাবী কিসের?

ঘরের বাহিরে শব্দ—দাবী মানবতার।

জলধর। (সন্ত্রস্তভাবে) কে?

(অমল ও সেফালিকা ছুটিয়া বাহিরে গেল ও একটু পরে এক টুকরা কাগজ লইয়া প্রবেশ করিল।)

অমল। কেউ নাই। এই কাগজটা পড়ে ছিল।

জলধর। কিছু লেখা আছে ওতে?

অমল। বড় বড় অক্ষরে শুধু লেখা, ছিরু।

জলধর। সর্ব্বনাশ! এবারে সব যাবে।

(অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় এলাইয়া পড়িল।)

সেফালিকা। বাবা! তুমি ভয় করছো কেন? বিশ্বেশ্বর বাবু থাকতে আমাদের কোন ভয় নাই।

জলধর। ওকে আপন কর্‌তে পারা যায় তবে ত!

সেফালিকা। করতে হ'বে।

জলধর। পার্‌বি?

(বিবর্ণ অমল রাগের সহিত বাহির হইয়া গেল।)

জলধর। এবার তা হ'লে হিরুর নজর পড়েছে আমার উপর।

সেফালিকা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

জলধর। (চিন্তিতভাবে) হুঁ!

[অপূর্ব্ব'র ঘর। অপূর্ব্ব বসিয়া কতকগুলি কাগজ দেখিতেছে; মাধুরী সামনে চুপ্‌ করিয়া বসিয়া আছে।]

অপূর্ব্ব। (কাগজগুলি ড্রয়ারের ভিতর রাখিয়া) চুপ ক'রে ব'সে আছো যে?

মাধুরী। (আলমারীর মাথার উপর হইতে কতকগুলি বাক্সে কাগজ আনিয়া অপূর্ব্ব'র সামনে রাখিয়া) নাও, এগুলো দ্যাখো। (পাশের ঘর হইতে আরও কতকগুলি কাগজ আনিয়া অপূর্ব্ব'র সামনে রাখিয়া) নাও, এগুলো দ্যাখো। আর এনে দেবো?

অপূর্ব্ব (হাসিয়া) তুমি বরং এগুলো ছাখো; আমি এবারে তোমার মত ব'সে থাকি।

মাধুরী। তা বৈ কি? আধঘণ্ট বসে আছি; একটু মাথা তোলার অবসর নাই। সব কাগজগুলো দেখ্‌তে হবে; আমি আরও আধঘণ্টা অনায়াসে চুপ করে বসে থাক্‌তে পারবো।

অপূর্ব্ব এবারে তুমি এগুলো ছাখো, আমি চুপ্‌ করে তোমার মত আধঘণ্টা বসে থাকি বাস্‌, কাটাকাটি।

মাধুরী। আমি একদৃষ্টে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম; তুমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আমার মুখের দিকে। কাটাকাটি কি করে হবে?

তা কিঞ্চিৎ থাকবো বই কি। আমার aesthetic taste বা সৌন্দর্য্যবোধ বলে কোন জিনিষ নাই এটা ধরে নেওয়ার অধিকার কারো নাই।

মাধুরী। তাই ব'লে aesthetic taste'এর দোহাই দিয়ে একটা মেয়ে মানুষের মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে? এ অধিকার কোত্থেকে আস্‌ছে শুনি?

অপূর্ব্ব। গোলাপের যখন অধিকার আসে ফোটার, চোখেরও তখন অধিকার আসে তার দিকে চাওয়ার। গোলাপের ফোটার অধিকার কোত্থেকে আসছে শুনি?

মাধুরী। আলোর স্পর্শ পেলেই গোলাপ ফুট্‌বে।

অপূর্ব্ব। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সৌন্দর্য্যবোধও জাগ্‌বে।

মাধুরী। That was not named in the bond. সৌন্দর্য্যবোধ জাগার কথা দলিলে ছিল না।

অপূর্ব্ব। জাগবে না একথাও ছিল না। অবশ্য ওতে ছিল, ভালবাসা চল্‌বে না। ভালবাসা না চল্‌লেই হ'লো।

মাধুরী। বেশ, তা হ'লে মুখের দিকে চাইতে পারো, কিন্তু মনে রাখবে, ভালবাসা চল্‌বে না।

অপূর্ব্ব। নিশ্চয়। ভালবাসা কিছুতেই চল্‌বে না।

মাধুরী। হাঁ, কি ব'লে গিয়ে,—যার জন্য এতক্ষণ ব'সে আছি সেটাই ভুলে গিয়েছি তুমি আমার এই আংটিটা একটা ঠিকানা দিচ্ছি সেখানে ফেরৎ দিয়ে আসতে পার্‌বে? দামী জিনিষ; যার তার হাতে পাঠাতে সাহস হয় না।

অপূর্ব্ব। নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারো।

মাধুরী। আমার যাওয়ার উপায় নাই; নইলে তোমাকে বল্‌তাম না।

অপূর্ব্ব। কেন?

মাধুরী। যাকে ফেরৎ দিতে হবে সে আমাকে ভয়ঙ্কর ভালবাসে; অবশ্য আমিও তাকে ভালবাসি। সেদিন কিছুতেই শুন্‌লে না, জোর করে আংটিটা আমার আঙুলে পরিয়ে দিলে। এটা দেখলেই ওর কথা মনে পড়ছে, আর মন খারাপ হ'চ্ছে। এখানে আট্‌কে থাকার জন্য ওর কাছে যেতেও পারছি না।

অপূর্ব্ব। সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি থাকে, তখন গিয়ে দিয়ে এসো।

মাধুরী। এ পর্য্যন্ত কোন দিন ছুটি ভাগ্যে জু'টেছে?

অপূর্ব্ব। ছুটি জমা আছে; এক সঙ্গে প্রয়োজন মত সব নিতে পার্‌বে।

মাধুরী। দাও না তা হ'লে তিন মাস ছুটি।

অপূর্ব্ব। এখন ভয়ঙ্কর কাজ; ছুটি নিলে চল্‌বে না।

মাধুরী। ও বেচারী আমার জন্য হাপুস্ হুপুস্ ক'রে মর্‌বে? দু'চার ঘণ্টার জন্য দেখা কর্‌তে যাওয়ার মানে উভয়ের মনোকষ্ট। তা ছাড়া, ভেবে দেখছি, এ রকম চাকরী যখন কর্‌তে হচ্ছে তখন এটা ফেরৎ দেওয়াই ভাল। কিন্তু আমি যদি যাই এটা

ফেরৎ দিতে, ও হার্ট ফেলবে কর্বে। সেইজন্ত তোমাকে বল্ছি।

অপূর্ব্ব। হুঁ। হার্ট ফেল কর্বে! যার ওরকম হার্ট, তার ফেল করাই উচিত। ভালবাসা চলবে না।

মাধুরী। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হ'বে না। মনে থাকে যেন।

অপূর্ব্ব। কিন্তু আমার স্ত্রীর ও রকম দুর্ব্বল হৃদয় থাক্লে চল্বে না।

মাধুরী। বাবে মজা। তোমাকে ভাল না বাস্লেই হ'লো; তা ব'লে কাউকে ভালবাসতে পাবো না? যদি কেউ আমাকে ভালবাসে তাকে ভাল না বাসা আমি অনৈতিক মনে ক'রি, immoral। (আংটিটি খুলিয়া ও অপূর্ব্ব'র হাত ধরিয়া) এটা তুমি নিয়ে যাও; ওকে ফেরৎ দিয়ে আস্বে। বুঝ্লে? (ধীরে ধীরে আংটিটি অপূর্ব্ব'র আঙ্গুলে পরাইয়া দিল।)

অপূর্ব্ব। আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলে যে?

মাধুরী। এবারে তোমরা দু'জনে বোঝাপাড়া করো গিয়ে।

অপূর্ব্ব। আমি তার সঙ্গে বোঝাপাড়া কর্তে যাবো কেন?

মাধুরী। কে কর্বে তবে? সে আমাকে ভালবাসায় যখন তোমার হিংসা হ'চ্ছে, তখন তোমাকে ওর সঙ্গে বোঝাপাড়া কর্তে হ'বে না?

অপূর্ব্ব। হিংসা হচ্ছে কে বল্লে?

মাধুরী। কে এক অপূর্ব্ব বাবু আছে সে বলেছে।

অপূর্ব্ব। বটে!

মাধুরী। নিশ্চয় বলেছে। বিশ্বাস না হয় তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

অপূর্ব্ব। (হাসিয়া) আজ্ঞে না, বলে নি। ঠিকানাটা ব'লো দেখি; দেখি একবার তাকে।

মাধুরী। বল্‌বো কেন? খুঁজে বের ক'রে নাও।

অপূর্ব্ব। বটে!

মাধুরী। যথাস্থানে জিজ্ঞাসা কর্‌লে পাওয়া যাবে।

অপূর্ব্ব। কোথায়?

মাধুরী কোন এক মাধুরী দেবী আছে তার কাছে।

অপূর্ব্ব। শিগ্রি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো।

মাধুরী। আমার দায় পড়েছে!

অপূর্ব্ব। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। মাধুরী দেবী, আপনি দয়া ক'রে বলুন কে সে হতভাগা যে আমার স্ত্রীকে ভালবাসে; তার নাম ও ঠিকানা চাই।

মাধুরী। (দরজার কাছে গিয়া) মাধুরী দেবী বল্‌ছেন তার নাম অপূর্ব্ব কৃষ্ণ মুখার্জ্জি, ঠিকানা—

অপূর্ব্ব। (ছুটিয়া দরজার কাছে গিয়া ও মাধুরীকে ধরিয়া আনিয়া) এতদূর দুঃসাহস তার? থামো দেখাচ্ছি—(আংটি খুলিয়া মাধুরীর আঙ্গুলে পরাইয়া দিল।)

মাধুরী। খবরদার। ভালবাসা চলবে না।

অপূর্ব্ব। নিশ্চয় চল্‌বে না।

(Calling Bell বাজিয়া উঠিল)

কে এ'লো আবার! এবারে Official স্ত্রী, বুঝেছ?

(প্রস্থান ও পরে অমলকে লইয়া প্রবেশ)।

ইনি আমাদের বাড়ীওয়ালা জলধর বাবুর কাছ থেকে আস্‌ছেন। (অমলকে) ইনি আমার মাহিনা-করা স্ত্রী,—নাম মাধুরী দেবী।

অমল। নামটা ঠিকই হযেছে; কিন্তু মাহিনা-কবা কি বল্‌লেন যেন—

অপূর্ব্ব। আরে মশায়, এ বুঝেন না? স্ত্রী হওয়ার জন্য মাসে মাসে তিন শো টাকা মাহিনা দিই। Labour'এর যুগ,—all labour must be paid.

মাধুরী। অবাক হ'য়ে রইলেন যে? আমাদের মধ্যে ভালবাসা নাই,—স্ত্রী হিসাবে চাকরি করি, মাসে মাসে মাহিনা নিই। মাহিনা কথাটায় আপত্তি থাকলে Honorarium বল্‌তে পারেন।

অমল (মাথা চুলকাইয়া) ও। তা ঠিক কবেছেন। আজকাল Honour বা সম্মান মানে টাকা। আপনার মত একজন Ladyর honourএর জন্য উনি মাসে মাসে Honorarium নিশ্চয় দেবেন এতে অস্বাভাবিক কিছু নাই।

অপূর্ব্ব। ভালবাসা চল্‌বে না, বুঝেছেন?

অমল। মাসে মাসে অত আক্কেল-সেলামি দেওয়ার সামর্থ্যের সম্পূর্ণ অভাব আছে আমার। কিন্তু আপনি প্রথমেই আমাকে হতাশ ক'বে দিচ্ছেন।

অপূর্ব্ব। (স্মরণ করিয়া) তুমি একজন অল্প বয়স্ক যুবক। হতাশ হ'বে কেন?

অমল। গোড়াতেই বল্‌ছেন, ভালবাসা চল্‌বে না।

মাধুরী। চল্‌বেই না ত। ভালবাসলেই হ'লো কিনা। প্রতিদানের সম্ভাবনা না থাকলেও যে ভালবাসে সে বেকুব।

অমল। (হতাশ ভাবে) তা হ'লে আমার আসাই বৃথা।

মাধুরী। তা হ'লে আমাকে ভালবাসতে এসেছিলেন, বলুন। এখন আমি Officially এঁর স্ত্রী, অন্য সময়ে আসিতে পারেন।

আজকাল বড় হার্ট ফেল করার হিড়িক পড়েছে ; একেবারে নিরাশ করতে চাই না।

অপূর্ব্ব। ওটা একটা weakness of heart,—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। ওসব চলবে না।

অমল। তা হ'লে আমি ফিরে যাই।

অপূর্ব্ব। ফিরে যাবে কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি আছি, যদি প্রতিশ্রুতি দাও ভালবাসবে না।

অমল। অসম্ভব।

অপূর্ব্ব। আমি দুঃখিত, এ রকম দুর্ব্বল হৃদয় যার তার জন্য আমি কিছু করতে পারি না।

অমল। বলেছিলেন তাই এসেছিম'ম।

মাধুরী। কি সাংঘাতিক লোক তুমি! বলেছিলে ওকে আসতে?

অপূর্ব্ব। হঁ্যা।

মাধুরী। তুমি বললেই যেন ভালবাসছি আমি ওকে!

অপূর্ব্ব। এ বেচারী বিপদগ্রস্ত হোক তা আমার ইচ্ছা নয়।

মাধুরী। তার মানে?

অপূর্ব্ব। ওর দুর্ব্বল হৃদয়টা আরও দুর্ব্বল হোক তা বাঞ্ছনীয় নয়।

অমল। আমি গরীব বেচারা। আক্কেলসেলামি দিতে পারবো না

মাধুরী। সেলামি ও বাদ দিয়ে দেবে?

অপূর্ব্ব। এক লাখ টাকায় হবে?

অমল। হ'তে পারে।

মাধুরী। না, হবে না।

অপূর্ব্ব। দেখা যাক হয় কি না। (অমলকে) ডেকে নিয়ে এসো জলধর বাবুকে। (অমলের প্রস্থান। মাধুরীকে) ব্যাপারটা

হ'লো কি জানো? জলধর বাবুর মেয়ে সেফালিকা সম্বন্ধে হতাশ হ'যে এই যুবক আমার আশ্রয় নিয়েছে। বুড়োকে এবারে একবার দেখ্‌তে হবে। সব মনে আছে ত? যা যা বলেছি ঠিকভাবে করে যেতে হবে

মাধুরী তাই বলো। (উভয়ের হাস্য)

(অমল ও জলধরের প্রবেশ।)

অপূর্ব্ব। বসুন—বসুন—

(জলধর বসিল অপূর্ব্ব ও মাধুরী বসিল। অমল চলিয়া গেল)

জলধর। (মাধুরীকে দেখাইয়া) উনি বুঝি—

অপূর্ব্ব। স্ত্রী জাতীয় একজন। সঙ্গে একট মেয়ে মানুষ না থাক্‌লে অনেক সময় বাড়ীওয়ালারা বাড়ি ভাড়া দেয় না কি না।

জলধর। পাড়ার অনেকে আপত্তি করে—বুঝলেন না?

অপূর্ব্ব তাই একটা মেয়ে মানুষ আমদানী করেছি,—এবার কারো কিছু বলার নাই। হ্যাঁ, কি বলছিলেন যেন, বাড়ী ভাড়া কমাবেন, না?

জলধর। সে কি! এই বাজারে, ভারপর এমন বাড়ী! কমাবো কি?

অপূর্ব্ব। কমাবেন না? না কমানোই উচিত। আমার বাড়ীর ভাড়া আমি কমাই নি।

জলধর। আপনার এখানে বাড়ী আছে?

অপূর্ব্ব আছে দু'চার খানা। সব ভাড়া দিয়েছি,—তাতে লাভ বেশী। আপনি যে বাড়ীতে বাস করেন; সে বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে, একটা ভাড়াটে বাড়ীতে বাস কর্‌তে পারেন, সেটা থাকবে।

জলধর। ঠিক বলেছেন। তবে কি জানেন, মেয়েটাকে নিয়ে যত গোলমাল।

অপূর্ব্ব। আপনার একটা মেয়ে আছে বুঝি? মেয়ে থাকাটা ভাল নয়, খরচ বাড়ে। আমি আপনার জন্য দুঃখিত।

জলধর। ঐ মেয়েই আমার সব।

অপূর্ব্ব। সেটা আরও খারাপ। মেয়েকে ব'লে দেবেন সে যেন কাউকে না ভালবাসে। তা হ'লে আরও গোলমাল হবে।

জলধর। মা নেই কি না,—একটু আব্দার বেশী করে।

অপূর্ব্ব। বিয়ে দিয়ে দিন, যদিও আমি বিয়ের পক্ষপাতী নই। লাখ খানিক টাকা হ'লে হবে।

জলধর। এক লাখ? অবশ্য সবি আমার মেয়ের,—কিন্তু প্রথমেই এক লাখ!

অপূর্ব্ব। আচ্ছা, তবে থাক্।

(Phoneএ ডাক। মাধুরী উঠিয়া গেল।)

মাধুরী। (Phone ধরিয়া)Hallo! যারা খাজনা দেবে না ব'লেছিল তাদের কি করা হবে বল্ছেন? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা ক'রে বল্ছি। ধ'রে থাকুন। (অপূর্ব্ব'র কাছে আসিয়া) অমরপুরে যারা খাজনা দেবে না ব'লেছিল তাদের কি করা হবে?

অপূর্ব্ব। আগে বিনা চুক্তিতে আত্ম-সমর্পণ চাই,—unconditional surrender!

মাধুরী। (Phoneএর নিকটে গিয়া ও Phone ধরিয়া) আগে unconditional surrender চাই,—বুঝেছেন? ও! মদন-নগরের কথা? আচ্ছা, ধরুন। (অপূর্ব্ব র কাছে আসিয়া) মদননগরের কি হবে?

অপূর্ব্ব। ওদের Council তৈরী হ'য়েছে?

মাধুরী। (Phoneএ গিয়া ও Phone ধরিয়া) ওদের Council

অপূর্ব্ব। (হাসিয়া) তুমি বরং এগুলো ত্থাখো; আমি এবারে তোমার মত ব'সে থাকি।

মাধুরী। তা বৈ কি? আধঘণ্ট বসে আছি; একটু মাথা তোলার অবসর নাই! সব কাগজগুলো দেখ্‌তে হবে; আমি আরও আধঘণ্টা অনায়াসে চুপ করে বসে থাকৃতে পার্‌বো।

অপূর্ব্ব। এবারে তুমি এগুলো ত্থাখো, আমি চুপ্ করে তোমার মত আধঘণ্টা বসে থাকি। ব্যাস্, কাটাকাটি।

মাধুরী। আমি একদৃষ্টে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম; তুমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকৃবে আমার মুখের দিকে। কাটাকাটি কি করে হবে?

অপূর্ব্ব। তা কিঞ্চিৎ থাকৃবো বই কি! আমার aesthetic taste বা সৌন্দয্যবোধ বলে কোন জিনিষ নাই এটা ধরে নেওয়ার অধিকার কারো নাই।

মাধুরী। তাই ব'লে aesthetic taste'এর দোহাই দিযে একটা মেয়ে মানুষের মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকৃবে? এ অধিকার কোত্থেকে আস্‌ছে শুনি?

অপূর্ব্ব। গোলাপের যখন অধিকার আসে ফোটার, চোখেরও তখন অধিকার আসে তার দিকে চাওয়ার। গোলাপের ফোটার অধিকার কোত্থেকে আসছে শুনি?

মাধুরী। আলোর স্পর্শ পেলেই গোলাপ ফুট্‌বে।

অপূর্ব্ব। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সৌন্দর্য্যবোধও জাগ্‌বে।

মাধুরী। That was not named in the bond. সৌন্দর্য্যবোধ জাগার কথা দলিলে ছিল না।

অপূর্ব্ব। জাগবে না একথাও ছিল না। অবশ্য ওতে ছিল, ভালবাসা চল্‌বে না। ভালবাসা না চল্‌লেই হ'লো।

মাধুরী। বেশ, তা হ'লে মুখের দিকে চাইতে পারো, কিন্তু মনে রাখবে, ভালবাসা চল্‌বে না।

অপূর্ব্ব। নিশ্চয়। ভালবাসা কিছুতেই চল্‌বে না।

মাধুরী। হাঁ, কি ব'লে গিয়ে,—যার জন্য এতক্ষণ ব'সে আছি সেটাই ভুলে গিয়েছি। তুমি আমার এই আংটিটা একটা ঠিকানা দিচ্ছি সেখানে ফেরৎ দিয়ে আস্‌তে পার্‌বে? দামী জিনিষ; যার তার হাতে পাঠাতে সাহস হয় না।

অপূর্ব্ব। নিজে গিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারো।

মাধুরী। আমার যাওয়ার উপায় নাই; নইলে তোমাকে বল্‌তাম না।

অপূর্ব্ব। কেন?

মাধুরী। যাকে ফেরৎ দিতে হবে সে আমাকে ভয়ঙ্কর ভালবাসে; অবশ্য আমিও তাকে ভালবাসি। সেদিন কিছুতেই শুন্‌লে না, জোর করে আংটিটা আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলে। এটা দেখলেই ওর কথা মনে পড়ছে, আর মন খারাপ হ'চ্ছে। এখানে আট্‌কে থাকার জন্য ওর কাছে যেতেও পারছি না।

অপূর্ব্ব। সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি থাকে, তখন গিয়ে দিয়ে এসো।

মাধুরী। এ পর্য্যন্ত কোন দিন ছুটি ভাগ্যে জু'টেছে?

অপূর্ব্ব। ছুটি জমা আছে; এক সঙ্গে প্রয়োজন মত সব নিতে পার্‌বে।

মাধুরী। দাও না তা হ'লে তিন মাস ছুটি।

অপূর্ব্ব। এখন ভয়ঙ্কর কাজ; ছুটি নিলে চল্‌বে না।

মাধুরী। ও বেচারী আমার জন্য হাপুস্ হুপুস্ ক'রে মর্‌বে? দু'চার ঘণ্টার জন্য দেখা কর্‌তে যাওয়ার মানে উভয়ের মনোকষ্ট। তা ছাড়া, ভেবে দেখছি, এ রকম চাকরী যখন কর্‌তে হচ্ছে তখন এটা ফেরৎ দেওয়াই ভাল। কিন্তু আমি যদি যাই এটা

ফেরৎ দিতে, ও হার্ট ফেলবে কর্‌বে। সেইজন্য তোমাকে বল্‌ছি।

অপূর্ব্ব। হুঁ। হার্ট ফেল কর্‌বে! যার ওরকম হার্ট, তার ফেল করাই উচিত। ভালবাসা চল্‌বে না।

মাধুরী। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হ'বে না। মনে থাকে যেন।

অপূর্ব্ব। কিন্তু আমার স্ত্রীর ও রকম দুর্ব্বল হৃদয় থাক্‌লে চল্‌বে না।

মাধুরী। বাবে মজা! তোমাকে ভাল না বাস্‌লেই হ'লো; তা ব'লে কাউকে ভালবাসতে পাবো না? যদি কেউ আমাকে ভালবাসে তাকে ভাল না বাসা আমি অনৈতিক মনে ক'রি, immoral। (আংটিটি খুলিয়া ও অপূর্ব্ব'র হাত ধরিয়া) এটা তুমি নিয়ে যাও; ওকে ফেরৎ দিয়ে আস্‌বে। বুঝ্‌লে? (ধীরে ধীরে আংটিটি অপূর্ব্ব'র আঙ্গুলে পরাইয়া দিল।)

অপূর্ব্ব। আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলে যে?

মাধুরী। এবারে তোমরা দু'জনে বোঝাপাড়া করো গিয়ে।

অপূর্ব্ব। আমি তার সঙ্গে বোঝাপাড়া কর্‌তে যাবো কেন?

মাধুরী। কে কর্‌বে তবে? সে আমাকে ভালবাসায় যখন তোমার হিংসা হ'চ্ছে, তখন তোমাকে ওর সঙ্গে বোঝাপাড়া কর্‌তে হ'বে না?

অপূর্ব্ব। হিংসা হচ্ছে কে বল্‌লে?

মাধুরী। কে এক অপূর্ব্ব বাবু আছে সে বলেছে।

অপূর্ব্ব। বটে!

মাধুরী। নিশ্চয় বলেছে। বিশ্বাস না হয় তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

অপূর্ব্ব। (হাসিয়া) আজ্ঞে না, বলে নি। ঠিকানাটা ব'লো দেখি ; দেখি একবার তাকে।

মাধুরী। বল্‌বো কেন? খুঁজে বের ক'রে নাও।

অপূর্ব্ব। বটে!

মাধুরী। যথাস্থানে জিজ্ঞাসা কর্‌লে পাওয়া যাবে।

অপূর্ব্ব। কোথায়?

মাধুরী। কোন এক মাধুরী দেবী আছে তার কাছে।

অপূর্ব্ব। শিগ্রি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো।

মাধুরী। আমার দায় পড়েছে!

অপূর্ব্ব। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। মাধুরী দেবী, আপনি দয়া ক'রে বলুন কে সে হতভাগা যে আমার স্ত্রীকে ভালবাসে ; তার নাম ও ঠিকানা চাই।

মাধুরী। (দরজার কাছে গিয়া) মাধুরী দেবী বল্‌ছেন তার নাম অপূর্ব্ব কৃষ্ণ মুখার্জ্জি, ঠিকানা—

অপূর্ব্ব। (ছুটিয়া দরজার কাছে গিয়া ও মাধুরীকে ধরিয়া আনিয়া) এতদূর দুঃসাহস তার? থামো দেখাচ্ছি—(আংটি খুলিয়া মাধুরীর আঙ্গুলে পরাইয়া দিল।)

মাধুরী। খবরদার! ভালবাসা চল্‌বে না।

অপূর্ব্ব। নিশ্চয় চল্‌বে না।

(Calling Bell বাজিয়া উঠিল)

কে এ'লো আবার! এবারে Official স্ত্রী, বুঝেছ?

(প্রস্থান ও পরে অমলকে লইয়া প্রবেশ)।

ইনি আমাদের বাড়ীওয়ালা জলধর বাবুর কাছ থেকে আস্‌ছেন। (অমলকে) ইনি আমার মাহিনা-করা স্ত্রী,—নাম মাধুরী দেবী।

অমল। নামটা ঠিকই হয়েছে; কিন্তু মাহিনা-করা কি বল্‌লেন যেন—

অপূর্ব্ব। আরে মশায়, এ বুঝেন না? স্ত্রী হওয়ার জন্য মাসে মাসে তিন শো টাকা মাহিনা দিই। Labour'এর যুগ,—all labour must be paid.

মাধুরী। অবাক হ'য়ে রইলেন যে? আমাদের মধ্যে ভালবাসা নাই,—স্ত্রী হিসাবে চাকরি করি, মাসে মাসে মাহিনা নিই। মাহিনা কথাটায় আপত্তি থাকলে Honorarium বল্‌তে পারেন।

অমল। (মাথা চুলকাইয়া) ও! তা ঠিক করেছেন। আজকাল Honour বা সম্মান মানে টাকা। আপনার মত একজন Ladyর honourএর জন্য উনি মাসে মাসে Honorarium নিশ্চয় দেবেন এতে অস্বাভাবিক কিছু নাই।

অপূর্ব্ব। ভালবাসা চল্‌বে না, বুঝেছেন?

অমল। মাসে মাসে অত আক্কেল-সেলামি দেওয়ার সামর্থ্যের সম্পূর্ণ অভাব আছে আমার। কিন্তু আপনি প্রথমেই আমাকে হতাশ ক'বে দিচ্ছেন।

অপূর্ব্ব। (স্মরণ করিয়া) তুমি একজন অল্প বয়স্ক যুবক। হতাশ হ'বে কেন?

অমল। গোড়াতেই বল্‌ছেন, ভালবাসা চল্‌বে না।

মাধুরী। চল্‌বেই না ত। ভালবাসলেই হ'লো কিনা! প্রতিদানের সম্ভাবনা না থাকলেও যে ভালবাসে সে বেকুব।

অমল। (হতাশ ভাবে) তা হ'লে আমার আসাই বৃথা।

মাধুরী। তা হ'লে আমাকে ভালবাসতে এসেছিলেন, বলুন। এখন আমি Officially এঁর স্ত্রী, অন্য সময়ে আসিতে পারেন।

আজকাল বড় হার্ট ফেল করার হিড়িক পড়েছে ; একেবারে নিরাশ কর্‌তে চাই না।

অপূর্ব্ব। ওটা একটা weakness of heart,—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ওসব চল্‌বে না।

অমল। তা হ'লে আমি ফিরে যাই।

অপূর্ব্ব। ফিরে যাবে কেন? আমি তোমাকে সাহায্য কর্‌তে রাজি আছি, যদি প্রতিশ্রুতি দাও ভালবাসবে না।

অমল। অসম্ভব।

অপূর্ব্ব। আমি দুঃখিত, এ রকম দুর্ব্বল হৃদয় যার তার জন্য আমি কিছু কর্‌তে পারি না।

অমল। বলেছিলেন তাই এসেছিলাম।

মাধুরী। কি সাংঘাতিক লোক তুমি! বলেছিলে ওকে আস্‌তে?

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ।

মাধুরী। তুমি বল্‌লেই যেন ভালবাসছি আমি ওকে।

অপূর্ব্ব। এ বেচারী বিপদগ্রস্ত হোক তা আমার ইচ্ছা নয়।

মাধুরী। তার মানে?

অপূর্ব্ব। ওর দুর্ব্বল হৃদয়টা আরও দুর্ব্বল হোক তা বাঞ্ছনীয় নয়।

অমল। আমি গরীব বেচারা। আক্কেলসেলামি দিতে পার্‌বো না

মাধুরী। সেলামি ও বাদ দিয়ে দেবে?

অপূর্ব্ব। এক লাখ টাকায় হবে?

অমল। হ'তে পারে।

মাধুরী। না, হবে না।

অপূর্ব্ব। দেখা যাক হয় কি না। (অমলকে) ডেকে নিয়ে এসো জলধর বাবুকে। (অমলের প্রস্থান। মাধুরীকে) ব্যাপারটা

হ'লো কি জানো? জলধর বাবুর মেয়ে সেফালিকা সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে এই যুবক আমার আশ্রয় নিয়েছে। বুড়োকে এবারে একবার দেখ্‌তে হবে। সব মনে আছে ত? যা যা বলেছি, ঠিকভাবে করে যেতে হবে।

মাধুরী। তাই বলো। (উভয়ের হাস্য)

(অমল ও জলধরের প্রবেশ।)

অপূর্ব্ব। বসুন—বসুন—

(জলধর বসিল। অপূর্ব্ব ও মাধুরী বসিল। অমল চলিয়া গেল)

জলধর। (মাধুরীকে দেখাইয়া) উনি বুঝি—

অপূর্ব্ব। স্ত্রী জাতীয় একজন। সঙ্গে একটা মেয়ে মানুষ না থাক্‌লে অনেক সময় বাড়ীওয়ালারা বাড়ি ভাড়া দেয় না কি না!

জলধর। পাড়ার অনেকে আপত্তি করে—বুঝলেন না?

অপূর্ব্ব। তাই একটা মেয়ে মানুষ আমদানী করেছি,—এবার কারো কিছু বলার নাই। হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলেন যেন, বাড়ী ভাড়া কমাবেন, না?

জলধর। সে কি! এই বাজারে, তারপর এমন বাড়ী! কমাবো কি?

অপূর্ব্ব। কমাবেন না? না কমানোই উচিত। আমার বাড়ীর ভাড়া আমি কমাই নি।

জলধর। আপনার এখানে বাড়ী আছে?

অপূর্ব্ব। আছে দু'চার খানা। সব ভাড়া দিয়েছি,—তাতে লাভ বেশী। আপনি যে বাড়ীতে বাস করেন; সে বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে, একটা ভাড়াটে বাড়ীতে বাস কর্‌তে পারেন, সেটা থাকবে।

জলধর। ঠিক বলেছেন। তবে কি জানেন, মেয়েটাকে নিয়ে যত গোলমাল।

অপূর্ব্ব। আপনার একটা মেযে আছে বুঝি? মেয়ে থাকাটা ভাল নয়, খরচ বাড়ে। আমি আপনার জন্য দুঃখিত।

জলধর। ঐ মেয়েই আমার সব।

অপূর্ব্ব। সেটা আরও খারাপ। মেয়েকে ব'লে দেবেন সে যেন কাউকে না ভালবাসে। তা হ'লে আরও গোলমাল হবে।

জলধর। মা নেই কি না,—একটু আব্দার বেশী করে।

অপূর্ব্ব। বিয়ে দিয়ে দিন, যদিও আমি বিয়ের পক্ষপাতী নই। লাখ খানিক টাকা হ'লে হবে।

জলধর। এক লাখ? অবশ্য সবি আমার মেয়ের,—কিন্তু প্রথমেই এক লাখ!

অপূর্ব্ব। আচ্ছা, তবে থাক্।

(Phoneএ ডাক। মাধুরী উঠিয়া গেল।)

মাধুরী। (Phone ধরিয়া)Hallo! যারা খাজনা দেবে না ব'লেছিল তাদের কি করা হবে বল্‌ছেন? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা ক'রে বল্‌ছি। ধ'রে থাকুন। (অপূর্ব্ব'র কাছে আসিয়া) অমরপুরে যারা খাজনা দেবে না ব'লেছিল তাদের কি করা হবে?

অপূর্ব্ব। আগে বিনা চুক্তিতে আত্ম-সমর্পণ চাই,—unconditional surrender!

মাধুরী। (Phoneএর নিকটে গিয়া ও Phone ধরিয়া) আগে unconditional surrender চাই,—বুঝেছেন? ও! মদন-নগরের কথা? আচ্ছা, ধরুন। (অপূর্ব্ব'র কাছে আসিয়া) মদননগরের কি হবে?

অপূর্ব্ব। ওদের Council তৈরী হ'য়েছে?

মাধুরী। (Phoneএ গিয়া ও Phone ধরিয়া) ওদের Council

তৈরী হয়েছে? আচ্ছা—ধ'রে থাকুন। (অপূর্ব্ব'র কাছে আসিয়া) হ'য়েছে।

অপূর্ব্ব। Council যা হয় কর্তে পারে কিন্তু সব বিষয়েই power of Veto আমার।

মাধুরী। ওরা বাকি হবে তাতে?

অপূর্ব্ব। হবে না কি রকম? দয়া করে শাসন করি ব'লেই চোর আমি?

মাধুরী। বর্ত্তমানে Power of Veto কেউ চায় না।

অপূর্ব্ব। চায় না? যত সব ছেলে মানুষ! আমি কে? Trustee মাত্র!—এ পবিত্র ভার আমাকে বইতেই হবে। হয় ত বল্‌বে তারা আমায় বিশ্বাস করে না, আমার উপর তাদের trust নাই, কাজেই আমি trustee কিসে? তারা জানে না আমাকে তাদের বিশ্বাস করা উচিত। ভগবান তাদের ক্ষমা করুন। (জলধরকে) আমি যদি আপনার trustee হই, আপনার ওটা অন্যভাবে নেওয়া উচিত?

জলধর। আমার trustee!

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার সুমতি নাই, আপনি নিজের মঙ্গল বুঝেন না। আপনার মঙ্গলের জন্য আমাকে আপনার trustee হ'তে হবে না? আমরা দুনিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়; অভিভাবকত্ব আমাদের জন্মগত অধিকার। প্রয়োজন হ'লে আপনার অভিভাবক আমাকে হতেই হবে, এবং সে প্রয়োজন হবেই।

জলধর। Trustee হওয়া খুব ভাল। আমি অনেকের হয়েছি। কিন্তু কাকে কাকের মাংস খেলে চল্‌বেনা।

অপূর্ব্ব। দুর্ভিক্ষের বাজারে অত বাছাবাছি কর্‌লে চলে? কাক বক যা জোটে! (মাধুরীকে) আমি দান ছত্র খুলেছি,না শাসন করতে

বসে'ছি? (জলধরের প্রতি) আপনাকে যদি শাসন করতে চাই, আপনার প্রতি দয়া দেখালে চলবে?

জলধর। আমি আপনার কি করেছি?

অপূর্ব্ব। যারা কিছু করে তাদের শাসন করতে আছে? তাতে বড় গোলমাল।

মাধুরী। Repression'এর সীমা আছে।

অপূর্ব্ব। বেশ কতকগুলো বাজারে কথা শিখে রেখেছ। হাঁ, হাঁ। repression চালাও, লাঠি চালাও, গুলি চালাও, সব ঠিক থাকবে।

মাধুরী। শেষে খুনের দায়ে পড়তে হবে না?

অপূর্ব্ব। যত সব ছেলে মানুষ। গুলি চালালে খুন হয়? তাতে মরে। এই যে যুদ্ধে মিত্রশক্তি ও চক্রশক্তি কত কোটি কোটি মণ গুলি গোলা চালিয়েছে, তাতে মানুষ খুন হয়েছে, না মরেছে? আগে না হয় একটা যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দাও, বাস্!

মাধুরী। অত লোক নেই।

অপূর্ব্ব। মারবার, না গুলি চালাবার?

মাধুরী। মারবার লোকের অভাব নাই দুনিয়ায়; গুলি চালাবার।

অপূর্ব্ব। টাকায় কি না হয়? কত টাকা চাই?

মাধুরী। টাকা থাকলেই লোকে তোমার হ'য়ে প্রাণ দিতে আসবে?

অপূর্ব্ব। যত সব ছেলে মানুষ। তাদের বুঝিয়ে দাও না যে এটা তাদের যুদ্ধ।

মাধুরী। এ কিন্তু বড় জুলুম হচ্ছে।

অপূর্ব্ব। প্রেমধর্ম্ম প্রচার করবার জন্য এত মাহিনা-করা লোক রেখেছি? যার যে পরিমাণে জুলুম বা অত্যাচার করবার সামর্থ্য আছে,

তাকে সেই অনুপাতে মাহিনা দিই। জুলুম চালাতে হ'বে না? (জলধরকে) আজকাল ওরা বড় বড় কথা শিখেছে। বলুন ত, আমি এত কষ্ট করে ওদের শাসন করবার গুরুভার নিয়ে ব'সে আছি, দেশটা আমার না ওদের? (মাধুরীকে দেখাইয়া) আমি এত কষ্ট ক'রে এঁর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করি, মাসে মাসে তিনশো ক'রে টাকা দিই; তাই ব'লে যে হেতু আমার সঙ্গে এই বাড়ীতে আছেন, সেইজন্য বাড়ীটা ওঁর হবে? বলুন,—এটা আমার হওয়া উচিত নয়?

জলধর। তাই না কি?

অপূর্ব্ব। বাঃ! আমি এখানে আছি, এর দেখাশুনা কর্‌ছি, একে রক্ষা কর্‌ছি। বাড়ী আপনার হবে? আমি না থাক্‌লে এটা চুরি যেতে পার্‌তো না?

জলধর। আপনি ত বেশ লোক! স্ত্রীকে মাসে মাসে মাহিনা দিচ্ছেন! আমার বাড়ীটা হজম কর্‌তে চাচ্ছেন!

অপূর্ব্ব। Business is business. আমি gratis service কারও কাছে চাই না। সবার উচিত স্ত্রীকে মাসে মাসে মাহিনা দেওয়া। আপনি যদি না দিয়ে থাকেন, ভুল করেছেন। মিছামিছি obligation নেওয়া অন্যায়।

মাধুরী। আমার মাহিনা বাড়াতে হ'বে

অপূর্ব্ব। কারণ দেখিয়ে দরখাস্ত ক'রো।

জলধর। আপনাকে রাখা নিরাপদ নয়। আপনি উঠে যান।

অপূর্ব্ব। কারণ দেখিয়ে দরখাস্ত করুন; যথা সময়ে উত্তর পাবেন। আমি red-tapism'এর প্রশ্রয় দিই না; তবে উত্তর দেওয়াটি বাঞ্ছনীয় না হলে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত উত্তর দিতে বিলম্ব করি।

জলধর। আমি বলে যাচ্ছি,উঠে যান। গো'লমেলে কারবার আমি করি না।

অপূর্ব্ব। আমি গোলমাল ছাড়া করবার্ করি না।

জলধর। আচ্ছা, সে দেখ্বো আমি।

অপূর্ব্ব। আদৎ কথাটাই আপনাকে বলা হয়নি। আমি টাকা দিয়ে Suggestion কিনি এ কথা অমল বাবু আপনাকে বোধ হয় বলেছেন। আমার কতকগুলি প্রজা বিদ্রোহ করেছে। শুনেছি আপনি বিজ্ঞ লোক, সেইজন্য উপদেশ চাচ্ছি। এ বিষয়ে আপনার কি Suggestion? আমি যথোচিত মূল্যে ভাল suggestion কিনে থাকি তা পূর্ব্বেই বলেছি।

জলধর। কতগুলো লোক হবে?

অপূর্ব্ব। একটা তালুকের প্রায় সকলেই।

জলধর। (চিন্তা করিয়া) সেখানকার সমস্ত খাদ্য কিনে নিন্ ও বাহির থেকে আমদানী বন্ধ করে দিন।

অপূর্ব্ব। (লাফাইয়া উঠিয়া) splendid! আমার এত লোক আছে, এ suggestionটা কেউ দিতে পারেনি। মাধুরী দেবী, ইনি বাস্তবিক মূল্যবান বৃদ্ধ ব্যক্তি। এঁর সম্মানের জন্য,—কত দেওয়া উচিত?

মাধুরী। তিন হাজার,-একজন ভাল বিচারকের একমাসের মাহিনা।

অপূর্ব্ব। একটু বেশী হলো না?

মাধুরী। ওঁকে জিজ্ঞাসা করো।

অপূর্ব্ব। (জলধরকে) কততে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন?

জলধর। আপনি বিবেচনা করে দেখুন।

অপূর্ব্ব। এ suggestion'এর দাম আমার কাছে লাখ টাকা। তবে আপনাকে এর জন্য আমি দেবো পাঁচশো এক টাকা,-এক

ভাল উকিলের ফি। কেমন? (মাধুরীকে) ওঁকে টাকাটা দাও। (মাধুরী ড্রয়ার হইতে টাকা বাহির করিয়া গুনিয়া দিল) একটা রসিদ চাই,-এমনি একটা রসিদ! এর জন্য আমার ছাপানো ফর্ম্ম আছে—এই দেখুন—(কাগজ বাহির করিয়া দেখাইল) Received Rupees—এখানে লিখি, Five Hundred,-কেমন?—(নিজে লিখিল; phone এ call) জ্বালাতন করলে—যাচ্ছি' থামো! মাধুরী দেবী, বলো, যাচ্ছি,—ঠিক আছে—সহিটা করে দিন—(phone এ বারে বারে call) নিন্ (কলম দিল) জ্বালাতন!—এতগুলো মাহিনা-করা লোক! সবগুলো অকর্ম্মণ্য!—নিন্—(অন্য কাগজ আগাইয়া দিল ও জলধর সহি করিল) ধন্যবাদ, আপনি যেতে পারেন এখন। (কাগজটি দেখিয়া) ঠিক হয়েছে—হাঁ, তা, টাকাটা কত দিনে দেবেন?

জলধর। মানে?

অপূর্ব্ব। এই যে এক লাখ টাকা আমার কাছ থেকে নিলেন?—আপনি যেটা সহি করলেন সেটা তারি হ্যাণ্ডনোট।

জলধর। কৈ?

অপূর্ব্ব। (দূর হইতে কাগজ দেখাইয়া) দেখুন্—

জলধর। অ্যাঁ!

অপূর্ব্ব। ও কিছু না, কিঞ্চিৎ হাত সাফাই; কাগজটা বদলে দিয়েছি। ফোনের অভিনয় ক'রেছে অন্য ঘর থেকে আমারই একজন লোক; তা, অভিনয়টা সে ভালই করেছে। টাকা না দিতে চান, এ বাড়ীটা দিলেও চলবে। আপনি যেতে পারেন এখন। (জলধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া গেল।) বেয়ারা! (দু'জন বেয়ারার প্রবেশ।) বাবুকো বাহার লে যাও। (জলধরকে) হার্ট-ফেল করতে হয় বাড়ী গিয়ে করবেন। নমস্কার।

(বেয়ারারা জলধরকে ধরিয়া লইয়া গেল।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[সেফালিকার ঘর। সেফালিকা ও অমল বসিয়া একটি নগ্নচিত্রের Album দেখিতেছে।]

সেফালিকা। এই সব ছবি তোলার কোন মানে হয়? এই মুখটা অনেকটা তোমার মত; একটু দাড়ি থাক্‌লে অবিকল ছাগলের মত দেখাতো।

অমল। তুমি বড় দুষ্টু।

সেফালিকা। এই মেয়েটার মাথার সঙ্গে চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে বাঁদরের। গালের মাংস খানিকটা চেঁচে ফেলে দিলে অবিকল বাঁদরের মত দেখাবে।

অমল। তাই না কি?

সেফালিকা। এ সব ছবি বাজারে চলে?

অমল। দুর্গম মেরুপ্রদেশের রহস্য, উচ্চচূড় হিমালয়ের গর্ব, শ্বাপদ-সঙ্কুল আফ্রিকার জঙ্গলের অগম্যতা যে প্রবৃত্তির জন্য মানুষের কাছে হার মেনেছে, এখানেও রয়েছে সেই প্রবৃত্তি।

সেফালিকা। তার মানে?

অমল। মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি হ'চ্ছে আঁধারকে আলোর মধ্যে টেনে আনা, যেটা অজানা তাকে জানার রাজ্যে নিয়ে এসে তার স্বরূপ ভাল ক'রে দেখা।

সেফালিকা। তা হ'লে তোমার বক্তব্য, এ সব ছবি বাহির ক'রে হিমালয় মেরুপ্রদেশ বা আফ্রিকার জঙ্গল জয় করা হ'চ্ছে?

অমল। রহস্য চিরকাল নিজেকে আঁধারে লুকিয়ে রাখ্‌তে চায়। তার প্রয়োজন তাকে জোর ক'রে আলোর মধ্যে নিয়ে আসা।

সেফালিকা। রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে বটে! কোনটার বুক খোলা, কোনটার কাপড় অসংলগ্ন, কোনটার কাপড়ের বালাই একেবারেই নাই! চমৎকার রহস্য উদ্‌ঘাটন!

অমল। কেউ আবরণটা চায়, কেউ চায় না। যারা চায় না, তাদের কাছে নিশ্চয় চমৎকার। বাজারে এ সব ছবি যখন চলে তখন বুঝতে হবে আবরণ চায় না এমন লোক অনেক আছে।

সেফালিকা। আছে বৈ কি! চোখের সামনেই একজনকে দেখছি।

অমল। আমিও হয় তো চোখের সামনে একজনকে দেখছি।

সেফালিকা। আমার ধারণা ছিল তোমার বুদ্ধি আছে। (হাস্য)

(বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ। সেফালিকা ও অমল উঠিয়া দাঁড়াইল।)

(বিশ্বেশ্বরকে) আপনার একটু ব'লে ক'যে আসা উচিত। আমরা অসংযত অবস্থায় থাকতে পারি।

বিশ্বেশ্বর। কেন থাকবে অসংযত অবস্থায়? (খোলা ছবির Album দেখিয়া ও মেঝেতে ফেলিয়া দিয়া) এ সব কি? দেশের লোকগুলো না খেয়ে ম'রে গেল, রোগে উজাড় হ'য়ে গেল, আর তোমরা এই সব জঘন্য ছবি নিয়ে ব'সে রয়েছ! T. B. ধর্‌বে যে! T. B.—যক্ষ্মা!

সেফালিকা। বসুন আপনি। ওটা accidentally এসে পড়েছে, ও কিছু নয়।

বিশ্বেশ্বর। Accidentally ত আস্‌বেই। কিন্তু এই accident নিয়ে

যে অন্য দিকে ভীষণ accident আরম্ভ হয়েছে। পটাপট T.B ধর্‌ছে, আর মর্‌ছে। খোঁজ রাখো কিছু? শক্তি যারা রক্ষা কর্‌তে জানে না তারাই পায়ের নীচে কুকুরের মত পড়ে চাবুক খায়, আব কেঁউ কেঁউ করে; দাঁড়িয়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবার সামর্থ্যও রাখে না। তোমরা খেতে পাচ্ছো ব'লে নির্ভাবনায় আছো, না? মনের যক্ষ্মা হয়, জানো?

সেফালিকা। কি রকম?

বিশ্বেশ্বর। শক্তিহীনতা থেকে আসে; এ রোগ যত বাড়ে তত শক্তিক্ষয় করবার প্রবৃত্তি হয়। দেখছো না দিন দিন এ জাতটার এ রোগ কত বেড়ে যাচ্ছে? এই ত তোমাব সামনে একটা যুবক। গায়ে এক ছটাক জোর আছে? চোখে মুখে একটা তেজের আভাস আছে? ইচ্ছ করলে তুমি ওকে চড়িয়ে মেবে ফেল্‌তে পারো না?

সেফালিকা। কি যে বলেন আপনি!

বিশ্বেশ্বর। অথচ ও তোমার সঙ্গে যৌন-বিষয়ক আলোচনা করতে সঙ্কোচ বোধ করে না। যে কাঠামোতে প্রতিমা গড়া হ'তে পারে, তার এর চেয়ে আর কি দুরবস্থা সম্ভব? কোথায় শিবের মূর্ত্তি তৈয়ের হবে, তার বদলে আস্ত কঙ্কালসার ভূত!

অমল। আপনি আমাকে যতটা দুর্ব্বল মনে করছেন, ততটা দুর্ব্বল নই।

বিশ্বেশ্বর। দুর্ব্বল নও ত, চোক দুটো কোটরস্থ হয়েছে কেন?—বেঁচে থাকার দীপ্তি কৈ? যৌবনের জ্যোতি কৈ?

অমল। থাকবে কি ক'রে? আপনি তা বুঝবেন না। কিন্তু এটা ঠিক; আপনি যতটা অসমর্থ আমাকে মনে করছেন আমি ততটা অসমর্থ নই।

তৈরী হয়েছে? আচ্ছা—ধ'রে থাকুন। (অপূর্ব্ব'র কাছে আসিয়া) হ'য়েছে।

অপূর্ব্ব। Council যা হয় করতে পারে কিন্তু সব বিষয়েই power of Veto আমার।

মাধুরী। ওবা ব'জি হবে তাতে?

অপূর্ব্ব। হবে না। কি রকম? দয়া করে শাসন করি ব'লেই চোর আমি?

মাধুরী। বর্ত্তমানে Power of Veto কেউ চায় না।

অপূর্ব্ব। চায় না? যত সব ছেলে মানুষ! আমি কে? Trustee মাত্র!—এ পবিত্র ভার আমাকে বইতেই হবে। হয় ত বল্‌বে তারা আমায় বিশ্বাস করে না, আমার উপর তাদের trust নাই, কাজেই আমি trustee কিসে? তারা জানে না আমাকে তাদের বিশ্বাস করা উচিত। ভগবান তাদের ক্ষমা করুন। (জলধরকে) আমি যদি আপনার trustee হই, আপনার ওটা অন্যভাবে নেওয়া উচিত?

জলধর। আমার trustee!

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার সুমতি নাই, আপনি নিজের মঙ্গল বুঝেন না। আপনার মঙ্গলের জন্য আমাকে আপনার trustee হ'তে হবে না? আমরা দুনিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়; অভিভাবকত্ব আমাদের জন্মগত অধিকার। প্রয়োজন হ'লে আপনার অভিভাবক আমাকে হতেই হবে, এবং সে প্রয়োজন হবেই।

জলধর। Trustee হওয়া খুব ভাল। আমি অনেকের হয়েছি। কিন্তু কাকে কাকের মাংস খেলে চল্‌বেনো।

অপূর্ব্ব। দুর্ভিক্ষের বাজারে অত বাছাবাছি করলে চলে? কাক বক যা জোটে! (মাধুরীকে) আমি দান ছত্র খুলেছি, না শাসন করতে

বসেছি ? (জলধরের প্রতি) আপনাকে যদি শাসন করতে চাই, আপনার প্রতি দয়া দেখালে চলবে ?

জলধর। আমি আপনার কি করেছি ?

অপূর্ব্ব। যারা কিছু করে তাদের শাসন করতে আছে ? তাতে বড় গোলমাল।

মাধুরী। Repression 'এর সীমা আছে।

অপূর্ব্ব। বেশ কতকগুলো বাজারে কথা শিখে রেখেছ। হাঁ, হাঁ। repression চালাও, লাঠি চালাও, গুলি চালাও, সব ঠিক্ থাক্‌বে

মাধুরী। শেষে খুনের দায়ে পড়তে হবে না ?

অপূর্ব্ব। যত সব ছেলে মানুষ। গুলি চালালে খুন হয় ? তাতে মরে। এই যে যুদ্ধে মিত্রশক্তি ও চক্রশক্তি কত কোটি কোটি মণ গুলি গোলা চালিয়েছে, তাতে মানুষ খুন হয়েছে, না মরেছে ? আগে না হয় একটা যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দাও, বাস্!

মাধুরী। অত লোক নেই।

অপূর্ব্ব। মারবার, না গুলি চালাবার ?

মাধুরী। মারবার লোকের অভাব নাই দুনিয়ায় ; গুলি চালাবার।

অপূর্ব্ব। টাকায় কি না হয় ? কত টাকা চাই ?

মাধুরী। টাকা থাকলেই লোকে তোমার হ'য়ে প্রাণ দিতে আস্‌বে ?

অপূর্ব্ব। যত সব ছেলে মানুষ। তাদের বুঝিয়ে দাও না যে এটা তাদের যুদ্ধ।

মাধুরী। এ কিন্তু বড় জুলুম হচ্ছে।

অপূর্ব্ব। প্রেমধর্ম্ম প্রচার করবার জন্য এত মাহিনা-করা লোক রেখেছি ? যার যে পরিমাণে জুলুম বা অত্যাচার করবার সামর্থ্য আছে,

তাকে সেই অনুপাতে মাহিনা দিই। জুলুম চালাতে হ'বে না? (জলধরকে) আজকা'ল ওরা বড় বড় কথা শিখেছে। বলুন ত, আমি এত কষ্ট করে ওদের শাসন করবার গুরুভার নিয়ে ব'সে আছি দেশটা আমার না ওদের? (মাধুরীকে দেখাইয়া) আমি এত কষ্ট ক'রে এর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করি, মাসে মাসে তিনশো ক'রে টাকা দিই; তাই ব'লে যে হেতু আমার সঙ্গে এই বাড়ীতে আছেন, সেইজন্য বাড়ীটা ওঁর হবে? বলুন,—এটা আমার হওয়া উচিত নয়?

জলধর। তাই না কি?

অপূর্ব্ব। বাঃ! আমি এখানে আছি, এর দেখাশুনা করছি, একে রক্ষা করছি। বাড়ী আপনার হবে? আমি না থাক্‌লে এটা চুরি যেতে পার্‌তো না?

জলধর। আপনি ত বেশ লোক। স্ত্রীকে মাসে মাসে মাহিনা দিচ্ছেন! আমার বাড়ীটা হজম কর্‌তে চাচ্ছেন!

অপূর্ব্ব। Business is business. আমি gratis service কারও কাছে চাই না। সবার উচিত স্ত্রীকে মাসে মাসে মাহিনা দেওয়া। আপনি যদি না দিয়ে থাকেন, ভুল করেছেন। মিছামিছি obligation নেওয়া অন্যায়

মাধুরী। আমার মাহিনা বাড়াতে হ'বে

অপূর্ব্ব। কারণ দেখিয়ে দরখাস্ত ক'রো।

জলধর। আপনাকে রাখা নিরাপদ নয়। আপনি উঠে যান।

অপূর্ব্ব। কারণ দেখিয়ে দরখাস্ত করুন; যথা সময়ে উত্তর পাবেন আমি red-tapism' এর প্রশ্রয় দিই না; তবে উত্তর দেওয়াটি বাঞ্ছনীয় না হলে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত উত্তর দিতে বিলম্ব করি।

জলধর। আমি বলে যাচ্ছি,উঠে যান গোলমেলে কারবার আমি করি না।

অপূর্ব্ব। আমি গোলমাল ছাড়া করবার্ করি না।

জলধর। আচ্ছা, সে দেখ্‌বো আমি।

অপূর্ব্ব। আদৎ কথাটাই আপনাকে বলা হয়নি। আমি টাকা দিয়ে Suggestion কিনি এ কথা অমল বাবু আপনাকে বোধ হয় বলেছেন। আমার কতকগুলি প্রজা বিদ্রোহ করেছে। শুনেছি আপনি বিজ্ঞ লোক, সেইজন্য উপদেশ চাচ্ছি। এ বিষয়ে আপনার কি Suggestion? আমি যথোচিত মূল্যে ভাল suggestion কিনে থাকি তা পূর্ব্বেই বলেছি।

জলধর। কতগুলো লোক হবে?

অপূর্ব্ব। একটা তালুকের প্রায় সকলেই।

জলধর। (চিন্তা করিয়া) সেখানকার সমস্ত খাদ্য কিনে নিন্ ও বাহির থেকে আমদানী বন্ধ করে দিন।

অপূর্ব্ব। (লাফাইয়া উঠিয়া) splendid! আমার এত লোক আছে, এ suggestionটা কেউ দিতে পারেনি। মাধুরী দেবী, ইনি বাস্তবিক মূল্যবান বৃদ্ধ ব্যক্তি। এঁর সম্মানের জন্য,—কত দেওয়া উচিত?

মাধুরী। তিন হাজার,-একজন ভাল বিচারকের একমাসের মাহিনা।

অপূর্ব্ব। একটু বেশী হলো না?

মাধুরী। ওঁকে জিজ্ঞাসা করো।

অপূর্ব্ব। (জলধরকে) কততে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন?

জলধর। আপনি বিবেচনা করে দেখুন।

অপূর্ব্ব। এ suggestion'এর দাম আমার কাছে লাখ টাকা। তবে আপনাকে এর জন্য আমি দেবো পাঁচশো এক টাকা,-এক

ভাল উকিলের ফি। কেমন? (মাধুরীকে) ওঁকে টাকাটা দাও। (মাধুরী ড্রয়ার হইতে টাকা বাহির করিয়া গুনিয়া দিল) একটা রসিদ চাই,-এমনি একটা রসিদ! এর জন্য আমার ছাপ'নো ফর্ম্ম আছে—এই দেখুন—(কাগজ বাহির করিয়া দেখাইল) Received Rupees—এখানে লিখি, Five Hundred,-কেমন?—(নিজে লিখিল; phone এ call) জ্বালাতন করলে—যাচ্ছি' থামো! মাধুরী দেবী, বলো, যাচ্ছি,—ঠিক আছে—সহিটা করে দিন—(phone এ বারে বারে call) নিন (কলম দিল) জ্বালাতন!—এতগুলো মাহিনা-করা লোক! সবগুলো অকর্ম্মণ্য!—নিন্—(অন্য কাগজ আগাইয়া দিল ও জলধর সহি করিল) ধন্যবাদ, আপনি যেতে পারেন এখন। (কাগজটি দেখিয়া) ঠিক হয়েছে—হাঁ, তা, টাকাটা কত দিনে দেবেন?

জলধর। মানে?

অপূর্ব্ব। এই যে এক লাখ টাকা আমার কাছ থেকে নিলেন?—আপনি যেটা সহি করলেন সেটা তারি হ্যাণ্ডনোট।

জলধর। কৈ?

অপূর্ব্ব। (দূর হইতে কাগজ দেখাইয়া) দেখুন্—

জলধর। অ্যাঁ!

অপূর্ব্ব। ও কিছু না, কিঞ্চিৎ হাত সাফাই; কাগজটা বদলে দিয়েছি। ফোনের অভিনয় ক'রেছে অন্য ঘর থেকে আমারই একজন লোক; তা, অভিনয়টা সে ভালই করেছে। টাকা না দিতে চান, এ বাড়ীটা দিলেও চলবে। আপনি যেতে পারেন এখন। (জলধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া গেল।) বেয়ারা! (দু'জন বেয়ারার প্রবেশ।) বাবুকো বাহার লে যাও। (জলধরকে) হার্ট-ফেল করতে হয় বাড়ী গিয়ে করবেন। নমস্কার।

(বেয়ারারা জলধরকে ধরিয়া লইয়া গেল।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

[সেফালিকার ঘর। সেফালিকা ও অমল বসিয়া একটি নগ্নচিত্রের Album দেখিতেছে।]

সেফালিকা। এই সব ছবি তোলার কোন মানে হয়? এই মুখটা অনেকটা তোমার মত; একটু দাড়ি থাক্‌লে অবিকল ছাগলের মত দেখাতো।

অমল। তুমি বড় দুষ্টু।

সেফালিকা। এই মেয়েটার মাথার সঙ্গে চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে বাঁদরের। গালের মাংস খানিকটা চেঁচে ফেলে দিলে অবিকল বাঁদরের মত দেখাবে।

অমল। তাই না কি?

সেফালিকা। এ সব ছবি বাজারে চলে?

অমল। দুর্গম মেরুপ্রদেশের রহস্য, উচ্চচূড় হিমালয়ের গর্ব, শ্বাপদ-সঙ্কুল আফ্রিকার জঙ্গলের অগম্যতা যে প্রবৃত্তির জন্য মানুষের কাছে হার মেনেছে, এখানেও রয়েছে সেই প্রবৃত্তি।

সেফালিকা। তার মানে?

অমল। মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি হ'চ্ছে আঁধারকে আলোর মধ্যে টেনে আনা, যেটা অজানা তাকে জানার রাজ্যে নিয়ে এসে তার স্বরূপ ভাল ক'রে দেখা।

সেফালিকা। তা হ'লে তোমার বক্তব্য, এ সব ছবি বাহির ক'রে হিমালয় মেরুপ্রদেশ বা আফ্রিকার জঙ্গল জয় করা হ'চ্ছে?

অমল। রহস্য চিরকাল নিজেকে আঁধারে লুকিয়ে রাখ্‌তে চায়। তার প্রয়োজন তাকে জোর ক'রে আলোর মধ্যে নিয়ে আসা।

সেফালিকা। রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে বটে! কোনটার বুক খোলা, কোনটার কাপড় অসংলগ্ন, কোনটার কাপড়ের বালাই একেবারেই নাই! চমৎকার রহস্য উদ্‌ঘাটন!

অমল। কেউ আবরণটা চায়, কেউ চায় না। যারা চায় না, তাদের কাছে নিশ্চয় চমৎকার। বাজারে এ সব ছবি যখন চলে তখন বুঝতে হবে আবরণ চায় না এমন লোক অনেক আছে।

সেফালিকা। আছে বৈ কি! চোখের সামনেই একজনকে দেখছি।

অমল। আমিও হয় তো চোখের সামনে একজনকে দেখছি।

সেফালিকা। আমার ধারণা ছিল তোমার বুদ্ধি আছে। (হাস্য)

(বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ। সেফালিকা ও অমল উঠিয়া দাঁড়াইল।)

(বিশ্বেশ্বরকে) আপনার একটু ব'লে ক'যে আসা উচিত। আমরা অসংযত অবস্থায় থাকৃতে পারি।

বিশ্বেশ্বর। কেন থাকৃবে অসংযত অবস্থায়? (খোলা ছবির Album দেখিয়া ও মেঝেতে ফেলিয়া দিয়া) এ সব কি? দেশের লোকগুলো না খেয়ে ম'রে গেল, রোগে উজাড হ'য়ে গেল, আর তোমরা এই সব জঘন্য ছবি নিয়ে ব'সে রয়েছ! T. B. ধরবে যে! T. B.—যক্ষ্মা!

সেফালিকা। বসুন আপনি। ওটা accidentally এসে পড়েছে, ও কিছু নয়।

বিশ্বেশ্বর। Accidentally ত আস্‌বেই। কিন্তু এই accident নিয়ে

যে অন্য দিকে ভীষণ accident আরম্ভ হয়েছে। পটাপট T.B ধরছে, আর মরছে। খোঁজ রাখো কিছু? শক্তি যারা রক্ষা করতে জানে না তারাই পায়ের নীচে কুকুরের মত পড়ে চাবুক খায়, আব কেঁউ কেঁউ করে; দাঁড়িয়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবার সামর্থ্যও রাখে না। তোমরা খেতে পাচ্ছো ব'লে নির্ভাবনায় আছো, না? মনের যক্ষ্মা হয়, জানো?

সেফালিকা। কি রকম?

বিশ্বেশ্বর। শক্তিহীনতা থেকে আসে; এ রোগ যত বাড়ে তত শক্তিক্ষয় করবার প্রবৃত্তি হয়। দেখছো না দিন দিন এ জাতটার এ রোগ কত বেড়ে যাচ্ছে? এই ত তোমার সামনে একটা যুবক। গায়ে এক ছটাক জোর আছে? চোখে মুখে একটা তেজের আভাস আছে? ইচ্ছ করলে তুমি ওকে চড়িয়ে মেরে ফেলতে পারো না?

সেফালিকা। কি যে বলেন আপনি!

বিশ্বেশ্বর। অথচ ও তোমার সঙ্গে যৌন-বিষয়ক আলোচনা করতে সঙ্কোচ বোধ করে না। যে কাঠামোতে প্রতিমা গড়া হ'তে পারে, তার এর চেয়ে আর কি দুরবস্থা সম্ভব? কোথায় শিবের মূর্ত্তি তোয়ের হবে, তার বদলে আস্ত কঙ্কালসার ভূত!

অমল। আপনি আমাকে যতটা দুর্ব্বল মনে করছেন, ততটা দুর্ব্বল নই।

বিশ্বেশ্বর। দুর্ব্বল নও ত, চোক দুটো কোটরস্থ হয়েছে কেন?—বেঁচে থাকার দীপ্তি কৈ? যৌবনের জ্যোতি কৈ?

অমল। থাকবে কি ক'রে? আপনি তা বুঝবেন না। কিন্তু এটা ঠিক, আপনি যতটা অসমর্থ আমাকে মনে করছেন আমি ততটা অসমর্থ নই।

(কাঁপিতে কাঁপিতে জলধরের প্রবেশ)

জলধর   কোথায় নিয়ে গেলে আমাকে, অমল। কোথায় নিয়ে গেলে? (জলধর আরও কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। সেফালিকা ছুটিয়া আসিল।)

সেফালিকা   বাবা! বিশ্বেশ্বর বাবু, দেখুন বাবার কি হলো—

বিশ্বেশ্বর।   (ছুটিয়া কাছে গিয়া ও নাড়ী দেখিয়া) তাই ত! জল নিয়ে এসো- (সেফালিকা জল আনিতে গেল)—শীঘ্র ডাক্তার ডাকো—(অমলের প্রস্থান। জলধরকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইল। সেফালিকা জল আনিলে জলধরের চোখে মুখে জল দিতে লাগিল।) একটু বরফ আনতে হবে, আমি আসছি— (প্রস্থানোদ্যত)

সেফালিকা।   আপনি যাবেন না,-আমি লোক পাঠাচ্ছি। (দ্রুত প্রস্থান)

বিশ্বেশ্বর।   জলধর বাবু,—শুনছেন—কি হয়েছে?—

জলধর।   (চোখ খুলিয়া) তুমি।--ও:!—এক লাখ।—(পুনরায় মুর্চ্ছিত)

বিশ্বেশ্বর।   এক লাখ কি হয়েছে?—মুর্চ্ছিত হচ্ছেন কেন?—এমন বেকুব লোকও দেখিনি।—(জলধরকে নাড়া দিয়া) শুনছেন, —ও সব কিছু না—(সেফালিকা বরফ আনিল। বিশ্বেশ্বর মাথায় বরফ দিতে লাগিল। সেফালিকা ছবির Album'এর সামনে চুপ করিয়া বসিল) (সেফালিকে) বাবা মুর্চ্ছিত, আর ওখানে চুপ ক'রে ব'সে আছো যে?

সেফালিকা।   আপনি যখন আছেন তখন ব্যস্ত হওয়ার কারণ দেখি না।

বিশ্বেশ্বর।   মানে? বাবাটা তোমার, না আমার? (সেফালিকা Album এর দিকে চাহিয়া রহিল) ওখানে ব'সে ব'সে......আমি ফেলে দিয়ে চ'লে যাবো।

সেফালিকা। আমি এখানে একা আছি আজ।

বিশ্বেশ্বর। একা আছ তো ল্যাজ গজিয়েছে না কি? হতভাগাকে ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠালাম, এখনও পাত্তা নাই! জলধর বাবু, শুন্‌ছেন,—ও সব বাজে—আপনার মেয়েটা একেবারে অপদার্থ! (সেফালিকা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।) হাসার কি হয়েছে? আমি বরফ ফেলে যেতে পারছি না তাই; নইলে এখনি ছবির বইটা ড্রেনে ফেলে দিয়ে আসতাম।

সেফালিকা। বাবা দেখলে কি ভাববেন! ওটা আলমারির উপর থাক। (আলমারির উপর রাখিয়া দিল।)

বিশ্বেশ্বর। নিশ্চয় আমি ওটা ড্রেনে ফেলবো।

সেফালিকা। ওটা ছুঁলে আপনার নৈতিক অধঃপতন হবে।

বিশ্বেশ্বর। তুমি ত বড়—

জলধর। (চোখ খুলিয়া) ওঃ। এক লাখ!

সেফালিকা। (জলধরের কাছে আসিয়া ও পাশে বসিয়া) বাবা। ও রকম করছো কেন?

জলধর। সেফালি। এক লাখ। ওঃ।—

সেফালিকা। এক লাখ কি হয়েছে? তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছো কেন?

জলধর। ব্যস্ত হবো না? এক লাখ!—ফাঁকি দিয়ে লিখিয়ে নিলে! এক লাখ! পাঁচশো এক টাকা দিয়ে—(উঠিয়া বসিতে গেল ও বিশ্বেশ্বরের দিকে নজর পড়িতে আবার শুইয়া পড়িল) ওঃ। আমাকে চারিদিক থেকে ভূতে পেয়েছে—

সেফালিকা। উনি বিশ্বেশ্বর বাবু।

জলধর। সব গেল। ওঃ। ও'ও বোধ হয় কিছু সহি করিয়ে নিতে এসেছে?

বিশ্বেশ্বর। ও সব বাজে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

জলধর। (বিশ্বেশ্বরকে) তুমি পাশে এসে ব'সো দেখি—কি বাজে? বিশ্বেশ্বর সেফালিকার উল্টা দিকে পাশে বসিল।)

বিশ্বেশ্বর। ঐ যে এক লাখ কি বলছেন না? ওটা বাজে।

জলধর। বাজে? সহি করিয়ে নিলে। বাজে?

বিশ্বেশ্বর। আমি বলছি, বাজে।

জলধর। তুমি বল্‌ছো?

বিশ্বেশ্বর। হাঁ, আমি বল্‌ছি।

সেফালিকা। উনি বিশ্বেশ্বর বাবু।

জলধর। ঠিক বল্‌ছো, না বাজে?

বিশ্বেশ্বর। আমি বিশ্বেশ্বর। বাজে কথা বলি না।

জলধর। আমি নিশ্চিন্ত হ'বো?

বিশ্বেশ্বর। হাঁ।

জলধর। বাবা! আমাকে বাঁচাও। (সেফালিকা ও বিশ্বেশ্বরের হাত মিলাইয়া দুই হাত নিজের বুকে রাখিয়া) আমাকে বাঁচাও। এক লাখ টাকার হ্যাণ্ডনোটে সহি করিয়ে নিয়েছে ফাঁকি দিয়ে, সেফালিকে তোমাকেই দিলাম—(সেফালিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল। অমল ডাক্তার লইয়া ঢুকিয়া পাথরের মত চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল) সব তোমার—আমাকে বাঁচাও—

বিশ্বেশ্বর। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। কে লিখিয়ে নিয়েছে?

জলধর। আমার সেই নূতন ভাড়াটে। অপূর্ব্ব না কি নাম।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা।

জলধর। আমি তা হ'লে নিশ্চিন্ত?

বিশ্বেশ্বর। হাঁ।

জলধর। বেশ। আমি আর ভাব্‌বো না। সেফালিকে তোমাকেই দিলাম।

(অমল বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছনে ডাক্তারও গেল)

বিশ্বেশ্বর। আগেই বলেছি, আমি ওকে চাই।

জলধর। বেশ, বাবা, বেশ। (উভয়ের হাত আরও জোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।)

সেফালিকা। (জলধরকে) ওর হাতটা নীচে দাও না। হাত ত নয়, যেন লোহা।

জলধর। (হাসিয়া) হাঁ রে, পাগলী। শুধু হাত কেন, ওর বাহিরটাই লোহা।

সেফালিকা। আমি aristocrat'এর বাড়ীর মেয়ে, আমার হাত তা ব'লে লোহা নয়।

বিশ্বেশ্বর। (নিজের হাত টানিয়া লইয়া) এ লোহার যুগ, মনে থাকে যেন। আমার অনেক দেরি হ'য়ে গেল। সেদিন বলেছিলাম না, পাডায় পাড়ায় Nursery School চাই?—তোমার পাডায় কি করেছ তুমি? আজ আবার ব'লে যাচ্ছি, পাড়ায় পাড়ায় Nursery School চাই,—এ পাড়ার ভাব তোমার উপর। (যাইতে যাইতে আলমারির উপর হইতে ছবির Albumটি লইয়া) এটা আমাকে ড্রেণে ফেলতেই হ'বে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গড়ের মাঠ।

[অমল ও দু'জন গুণ্ডা দাঁড়াইয়া আছে। কিছু দূরে বিশ্বেশ্বর গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় একা বসিয়া আছে।]

অমল। (বিশ্বেশ্বরকে দেখাইয়া) ঐ স্থাখ্ ব'সে আছে। ওকে একা পাওয়া বড কঠিন। যা, বেশ ভাল ক'রে শিক্ষা দিবি। মুখটা এমন ক'রে দিবি যাতে চাঁদের মুখে শুধু কলঙ্কটাই বরাবর থাকে; কোন মেয়েমানুষ আর ফিরে যেন ওর দিকে না তাকায়, বেটা, লম্পট কোথাকার! এধারে আবার দেশ-সেবা'র বুজরুকি আছে বেশ! যা,—পিছন দিক দিয়ে ধরবি।

[গুণ্ডা দু'জন বিশ্বেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল! অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় হিরু পিছন হইতে কাছে আসিয়া এক জনের পা ধরিয়া দুচার পাক বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া তাহাকে অন্য লোকটির গায়ে ফেলিয়া দিল; সে লোকটি মাটিতে পড়িয়া গেল; অন্য লোকটি অর্দ্ধ—মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া রহিল।]

হিরু। খবরদার! আমি হিরু। কাকে মারতে যাচ্ছিস্, হতভাগারা! ও যে বিশ্বেশ্বর বাবু।

একজন গুণ্ডা। বিশ্বেশ্বর বাবু! উনি এখানে কি করছেন?

হিরু। ভাল ক'রে স্থাখ্ না উনি কি না।

সেই গুণ্ডা। (দেখিয়া) হাঁ, উনি ত। (দূরস্থ অমলের দিকে তাকাইয়া) ঐ শালাকে মারবো। শালা বিশ্বেশ্বর বাবুকে মারতে পাঠাচ্ছিল! চোর শালা!

(অমলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অমল ছুটিয়া পলাইয়া গেল।)

অন্য গুণ্ডা। হিরু বাবু, আমাকে তুলে দিন; দেখি শালাকে একবার।

(উঠিবার বৃথা চেষ্টা।)

হিরু। থাম্, উঠিয়ে দিচ্ছি। কি ব্যাপার বল্ দেখি ?

সেই গুণ্ডা। ঐ শালা আমাদের বলেছে যে ও লোকটা ভারি বদ, ওর স্ত্রীকে নিয়ে কেলেঙ্কারি করছে ; ওকে থাম ক'রে দিতে হবে, বিশেষ ক'রে মুখটা একেবারে কদর্য্য ক'রে দিতে হবে। প্রাণে মারতে বারন করেছে। কে জানে ও বিশ্বেশ্বর বাবু !

হিরু। টাকা নিয়েছিস ?

সেই গুণ্ডা। হাঁ তিনশো টাকা দিয়েছে ; আর একশো পরে দেবে বলেছে।

হিরু। ওটা আমি আদায় ক'রে দেবো। ওর উপরে কড়া নজর রাখবি। কোথায় থাকে জানিস ?

সেই গুণ্ডা। না।

হিরু। আমি দেখিয়ে দেবো।

সেই গুণ্ডা। বিশ্বেশ্বর বাবুর উপর ওর রাগ কেন ? আশ্চর্য্য ব্যাপার !

হিরু। স্বার্থের জন্য অনেকে সব পারে। (গুণ্ডাকে ধরিয়া তুলিয়া) যেতে পারবি ?

সেই গুণ্ডা। পারবো।

হিরু। চ'লে যা আস্তে আস্তে। যা বললাম মনে থাকে যেন।

সেই গুণ্ডা। হুজুরের হুকুম কবে আমরা অবহেলা করেছি ? (হিরুকে নমস্কার করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিল।) দেখছি শালাকে এবার। (হিরু বিশ্বেশ্বরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।)

হিরু ! সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। উঠবেন না এবার ? (বিশ্বেশ্বর নিরুত্তর।) (আরও জোরে) আর কতক্ষণ বসবেন এখানে ?

বিশ্বেশ্বর। কে ? (ভাল করিয়া দেখিয়া) হিরু ! তুমি এখানে ?

হিরু। আমি সব সময় ছায়ার মত আপনার কাছে আছি। আমার যা কিছু সব আপনারি ছায়া।

বিশ্বেশ্বর। আবার কয়েকদিন জেলের solitary cellএ থাকতে পারলে ভাল হতো।

হিরু। কেন? কি হ'লো?

বিশ্বেশ্বর। বিরাট দ্বন্দ্ব। এর মীমাংসা কোথায়?

হিরু। দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া আপনার স্বভাব নয়। জানিনা এমন কি হ'য়েছে যার জন্য আপনি একথা বলছেন।

বিশ্বেশ্বর। এক দিকে সত্য, অন্য দিকে নীতি ;—কাকে বিসর্জ্জন দিই।

হিরু। আমি একটাকে পাবি ; আপনি কোনটাই পাবেন না।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু পাবতে হবে। হয় বিশ্বেশ্বরকে মিথ্যাবাদী হ'তে হবে। না হয় জঘন্য অভিজাতকে প্রশ্রয় দিতে হবে।

হিরু। এমন কি হলো জানতে পারি?

বিশ্বেশ্বর। জলধর বাবুকে জানো?

হিরু। বিশেষ জানি। সম্প্রতি তাঁর সম্বন্ধে আমি চিন্তা করছি। তাঁর মেয়ে সেফালিকাকেও জানি।

বিশ্বেশ্বর। সেফালিকাকে আমি চেয়ে নিয়েছি জলধরবাবুর কাছ থেকে। মেয়েটা মুখে যদিও অনেক কিছু বলে, তবুও কি জানি কেন আমি তাকে বিশ্বাস করেছি, এবং আমার বিশ্বাস তাকে দ্বিতীয় রমলা দেবী করে তুলতে পারবো। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে জলধর বাবুও বাধ্য হয়েছেন তাকে আমার হাতে তুলে দিতে।

হিরু। বেশ।

বিশ্বেশ্বর। অপূর্ব্ব নামে কোন এক ভদ্রলোক জলধর বাবুর বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকেন ; তিনি ফাঁকি দিয়ে জলধর বাবুর কাছ থেকে

এক লাখ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিযে নিয়েছেন। জলধর বাবু বাড়ী এসে একেবারে অজ্ঞান। আমি তাঁকে আশ্বাস দিই, ও সব বাজে। বৃদ্ধ আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হযেছেন এবং তার মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। ভাবছি এখন উপায কি ?

হিরু। এ নিয়ে এত ভাববার কি হয়েছে ?

বিশ্বেশ্বর। তুমি বুঝ্‌ছো না, হিরু এ কত বড় সংঘর্ষ। এখন বুঝ্‌তে পারছি সাধারণের আমির সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত আমিও আছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অভয় দিযেছি জলধর বাবুকে এমন এক ব্যাপারে যার সঙ্গে আমার সাধারণ আমির কোন সম্বন্ধ থাকা দূরের কথা, কেবল বিরোধই সম্ভব। এখন আমাকে হয মিথ্যাবাদী হ'তে হ'বে, না হয নীতি বাদ দিযে এই নামজাদা রক্তচোষা ভুঁড়িমোটাকে প্রশ্রয় দিতে হ'বে।

হিরু। ব্যক্তিগত আমিটাকে আপনি বরাবর অস্বীকার ক'রে আস্‌ছেন ; এবারে স্বীকার করলে আমি আনন্দিতই হবো। সেফালিকা আপনার কাজে লাগ্‌বে। (কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া) অবশ্য, রমলা দেবী সঙ্গী হিসাবে—

বিশ্বেশ্বর। হিরু, আরও অনেক রমলা দেবী বেরোবে। আমাদের খোঁজা হয়নি, খুঁজে বের করতে হ'বে। রমলা দেবীর প্রাণ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যদি কতকগুলো মেয়ে বেরোয়, আমাদের ভাবনা অনেক ক'মে যায়। আহ্বান সকলের কাছে পঁহুছায় নি, পঁহুছে দিতে হ'বে। যেখানে প্রাণ আছে, সাড়া দেবে। হিরু, দেশে প্রাণ আছে, আমাদের ডাকার গলা নাই ; ডাকৃতে হ'বে, আরও ভাল ক'রে ডাকৃতে হ'বে।

হিরু। আপনার কণ্ঠ আরও মুখর হোক। জলধর বাবুর ব্যাপারটা আমাকে ছেড়ে দিলে হয় ত আমি ব্যবস্থা কর্‌তে পারি।

বিশ্বেশ্বর। কি ভাবে?

হিরু। জলধর বাবুরই টাকা নিয়ে হ্যাণ্ডনোট শোধ ক'রে দিয়ে তাঁকে হ্যাণ্ডনোট ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অনুমতি হ'লে তা কর্‌তে পারি।

বিশ্বেশ্বর। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্য বজায় রাখ্‌তে চাই না।

হিরু। কিন্তু, গোপনে হ্যাণ্ডনোটটা সরিয়ে আনা যেতে পারে।

বিশ্বেশ্বর। মিথ্যার আশ্রয় বিশ্বেশ্বর নেবে না, হিরু।

হিরু। কিন্তু, অপূর্ব্ববাবু যদি জোচ্চোরি ক'রে সহি করিয়ে নিয়ে থাকে, তবে এতে দোষটা কি?

বিশ্বেশ্বর। মিথ্যার পাল্টা জবাব মিথ্যা হওয়া উচিত নয়।

হিরু। বেশ, অন্যভাবে টাকাটা তুলে দিচ্ছি। আপনার জন্য এক লাখ টাকা তোলা কঠিন নয়।

বিশ্বেশ্বর। চাঁদা-মারার দলে দেশটা ভর্ত্তি। আমাকেও সে দলে ফেল্‌তে চাও?

হিরু। তবে ত মুস্কিলে ফেল্‌লেন।

বিশ্বেশ্বর। ব্যক্তিগত ভাবে যখন তাকে অভয় দিয়েছি, ব্যক্তিগত ভাবেই এর মীমাংসা কর্‌তে হ'বে। আজ সব কাজ থেকে ছুটি নিয়েছি। যাও তুমি এখন, আমায় আর একটু চিন্তা কর্‌তে দাও।

হিরু। বেশ। আর একটা কথা বল্‌ছিলাম। এত বসন্ত রোগী ঘাঁটছেন, টিকে নিয়ে নিলে হ'তো না?

বিশ্বেশ্বর। দেখা যাবে।

হিরু। আর কতক্ষণ থাকবেন এখানে ?

বিশ্বেশ্বর। আজ সব কাজ থেকে ছুটি নিয়েছি। কতক্ষণ থাকবো ঠিক নাই।

(হিরু নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল এবং গোপনে একটু দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।)

তৃতীয় দৃশ্য।

বিশ্বেশ্বরের ঘর।

[জিনিষপত্র চারিদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। এক রাশি বই মেঝের উপর পড়িয়া আছে ; কতকগুলি বিছানায় পড়িয়া আছে। বই'এর আলমারিটি খোলা। কোণে পড়িয়া আছে কয়েকটি ময়লা জামা কাপড়। আর এক কোণে পড়িয়া আছে একটি ভাঙ্গা আয়না, ক্ষুর, বুরুশ ও এককুচি সাবান। এখানে সেখানে পড়িয়া আছে ছোট ছোট কাগজের টুক্‌রো।

রমলা প্রবেশ করিল। স্তম্ভিতভাবে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিনিষপত্র সাজাইতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর স্নান করিয়া গামছা পরিয়া প্রবেশ করিয়া বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

রমলা। দাঁড়িয়ে রইলেন যে ? ও! কাপড় চাই বুঝি! সব তো ময়লা। সুটকেশে কাপড় আছে ? (খুলিয়া দেখিয়া) আছে দেখ্‌ছি। (কাপড় বাহির করিয়া) নিন্, পরুন। (বিশ্বেশ্বর

কাপড় হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রমলা জিনিষপত্র সাজাইতে রহিল।) দাঁড়িয়ে কি হ'চ্ছে? কাপড়টা প'রে আসুন না।

(বিশ্বেশ্বর বাহিরে গিয়া কাপড় পরিয়া আসিল।)

একটা গেঞ্জি চাই, বুঝি? (একটা গেঞ্জি বাছিয়া বাহির করিয়া) এটা ত ভীষণ ময়লা, আর গেঞ্জি নাই? (সুটকেশ হাতড়াইয়া) আছে একটা, তাও আবার ছেঁড়া! আচ্ছা, এটাই পরুন। (বিশ্বেশ্বর গেঞ্জিটি পরিল) গেঞ্জি পরতেও জানেন না? উল্টো হয়েছে যে!

বিশ্বেশ্বর। তাই না কি? (খুলিয়া সোজা করিয়া পরিল।)

রমলা। (বিছানার একদিক্ পরিষ্কার করিয়া) এবারে ভদ্রলোকের মত দেখাচ্ছে আপনাকে। এইখানে বসুন দেখি চুপ্ ক'রে। আমি বই কটা সাজিয়ে নিই। (বিছানার বই তুলিতে তুলিতে ছবির Album দেখিতে পাইয়া ও সেটা খুলিয়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে) ও বাবা! আবার এও আছে!

বিশ্বেশ্বর। ওটা ড্রেনে ফেলে দিতে হ'বে। (রমলা Albumটি দেখিতে লাগিল।)

ওটা দেখ্‌বে না।

রমলা। ফেলে দেওয়ার আগে আমি যদি একটু দেখি, তবে ড্রেনগুলো পালিয়ে যাবে, না বন্ধ হ'য়ে যাবে?

বিশ্বেশ্বর। ওসব ছবি দেখ্‌বার এত আগ্রহ কেন তোমাদের? মেয়েরা সব এক ধাতে গড়া।

রমলা। অনেকের এ বিষয়ে আগ্রহ তা হ'লে আপনি দেখছেন! শুনে আনন্দিত হ'লাম।

বিশ্বেশ্বর। আনন্দিত হওয়ার কি আছে?

রমলা। যারা দেখেছে তাদের জন্য নয়, আপনার জন্য। ভাল কথা, আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার ঘরে ঢোকার জন্য গোড়াতেই মাপ চাওয়া উচিত ছিল।

বিশ্বেশ্বর। আমার ঘর সব সময় খোলা পড়ে থাকে; সবারি আসার অধিকার আছে।

রমলা। অনেকে তা হ'লে আসে এখানে!

বিশ্বেশ্বর। আসে বৈ কি!

রমলা। এ ঘরটা যে একটু মানুষের থাকার মত ক'রে রাখার দরকার তা কারও মাথায় ঢোকেনি?

বিশ্বেশ্বর। তার দরকার হয়নি।

রমলা। আত্ম-প্রবঞ্চনা অনেক রকমের আছে।

বিশ্বেশ্বর। 'ত্যাগ' বলোনি দেখে আমি আনন্দিত; ও কথাটা ব'লে ব'লে সবাই আমাকে জ্বালিয়ে মারে। তোমাকে বস্‌তে বলা উচিত ছিল সেটা আমার এতক্ষণে মাথায় আস্‌ছে।

রমলা। আপনার মাথা ভালো তা সবাই জানে। কিন্তু ঘরে একটা বসবার জায়গা রেখেছেন কি? কাষ্ঠ-কুটুম্বিতার দরকার কি?

বিশ্বেশ্বর। (লজ্জিতভাবে উঠিয়া) তুমি এই বিছানায় বসো।

রমলা। অপরের বিছানায় শোয়া বা বসা আমার অভ্যাস নাই।

বিশ্বেশ্বর। তোমাদের সঙ্গে আমি কথায় পেরে উঠি না,—এটা আমার চরিত্রগত দোষ।

রমলা। আপনি সচ্চরিত্র বলে বাজারে যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে; অধিকন্তু আপনি অত্যধিক বিনয়ী তাও দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। বলেছি তোমাদের আমি কথায় পারবো না!

রমলা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? ঠিক উত্তর দেবেন?

বিশ্বেশ্বর। বলো।

রমলা। ঠিক উত্তর দেবেন?

বিশ্বেশ্বর। মিথ্যা কথা আমি বলি না।

রমলা। কিন্তু সত্য ভেবে মিথ্যা বল্‌তে পারেন। যারা আত্ম প্রবঞ্চনায় পারদর্শী তাদের কাছ্ থেকে এটা প্রায়ই পাওয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর। বলো।

রমলা। আপনার নিজস্ব ব'লে কিছু আছে কি?

বিশ্বেশ্বর। এখন হয় ত আছে।

রমলা। নিজের ব্যাপারে যারা এমন অপদার্থ তাদের এটা অপরের উপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বিশ্বেশ্বর। নিজের ব্যাপারের মীমাংসা নিজেই করা উচিত। আমিই করবো। তুমি জানলে কি ক'রে?

রমলা। মেয়েদের চোখ পুরুষদের চেয়ে তীক্ষ্ণ।

বিশ্বেশ্বর। (রমলার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া) তোমার দৃষ্টি প্রকৃতই অপূর্ব্ব। অদ্ভুতভাবে আমি তোমার কাছে ধরা পড়ে আছি।

রমলা। বাঁধা পড়েন নি কপাল ভাল।

বিশ্বেশ্বর। হয়ত পড়েছি। (রমলা মুখ ফিরাইয়া লইল।) দুনিয়ায় একটা চমৎকার ব্যাপার এই যে যখন যাকে দরকার তাকে ঠিক আস্‌তে হয়।

রমলা। তাদের দায় পড়েছে আসার! খুঁজে নিতে হয়।

বিশ্বেশ্বর। আমার খোঁজার ত্রুটি নেই, রমলা। কিন্তু সবাইকে ঠিকভাবে ডাকা হয় না।

রমলা। হয় না যখন, ডাকতে শেখা উচিত। (ধোপার প্রবেশ।)

ধোপা। একবার এসে ফিরে গিয়েছি। জামা রেখে যাবেন, তার মধ্যে গুচ্ছের টাকা। না দেখে নিয়ে গিয়ে যদি ভাটিতে চাপিয়ে দিতাম?

বিশ্বেশ্বর। না দেখে নিয়ে যাবে কেন?

ধোপা। তা ব'লে ঐভাবে টাকা ফেলে দিয়ে চ'লে যাবেন? দুনিয়ায় কি চোর জোচ্চোর নাই? (রমলার প্রতি) ঐ জামাটা থেকে টাকাটা বের ক'রে নিন, মা ঠাকরুন। এমন অসাবধান মানুষও দুনিয়ায় থাকে!

(রমলা টাকাটা বাহির করিয়া গুনিল।)

রমলা। তিন শো।

বিশ্বেশ্বর। তা হ'বে।

রমলা। কত আছে তা জানেন না?

বিশ্বেশ্বর। কি ক'রে জানবো? রেখে দাও ওটা।

রমলা। কোথায় রাখবো?

বিশ্বেশ্বর। আমি কি জানি?

রমলা। কে জানবে তবে?

বিশ্বেশ্বর। তুমি।

রমলা। বেশ মজা কিন্তু!

ধোপা। আপনি রাখুন, মাঠাকরুন। দেখেছেন ত টাকা রাখার ব্যবস্থা। ওটা ওঁর নিজের কাজে যাতে লাগে দেখবেন। এ মানুষটাকে আপনারা দেখুন।

(কাপড় লইয়া করুণভাবে রমলার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।)

রমলা। টাকাটা রইলো আমার কাছে। একটা রসিদ লিখে দিয়ে যাচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর। রসিদ আমি চাচ্ছি ?

রমলা। বিনা রসিদে আমি কিছু রাখি না। (কাগজে লিখিয়া) এই নিন। কি লিখ্‌লাম জানেন ? শুনুন্—

আমার কাছে আপনার তিন শো টাকা ও আর একটি জিনিষ রইলো। ইতি। রমলা।

বিশ্বেশ্বর। আর কি রইলো ?

রমলা। গোটা মানুষটাই যদি থাকে ?

(ছবির Albumটি লইয়া যাইতে যাইতে) আচ্ছা, নমস্কার।

বিশ্বেশ্বর। ওটা নিয়ে যাচ্ছো যে ? ড্রেনে ফেলে দিতে হ'বে ওটা।

রমলা। বারণ কর্‌ছে কে ? (হাসিয়া প্রস্থান।)

বিশ্বেশ্বর। শোনো—

রমলা। (ফিরিয়া আসিয়া) কি ?

বিশ্বেশ্বর। কেন এসেছিলে বল্‌লে না ?

রমলা। ভুলে গিয়েছি। নমস্কার। (প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

[বস্তি অঞ্চলের একটিঘর। বসন্তরোগাক্রান্ত একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে কোনে শুইয়া আছে। বিশ্বেশ্বর ও কয়েকটি যুবক তাহাদের পরিচর্য্যা করিতেছে। অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছে।]

জনৈক বৃদ্ধ। (বিশ্বেশ্বরকে) আজ কেমন দেখছেন ?

বিশ্বেশ্বর। নিজেই দেখ্‌তে পাচ্ছো।

বৃদ্ধ। মা'র দয়ায় সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বর। বেশ ভাল কথা। কিন্তু তোমরা টিকে নাও না কেন?

বৃদ্ধ। মা'র দয়ায় আমাদের কোন ভয় নাই।

বিশ্বেশ্বর। এ পল্লী যে উজার হ'তে চললো বসন্ত রোগে। মা'র দয়া হোক, কিন্তু টিকে নিতে দোষ কি? মা কি টিকে নিতে বারণ করেছেন?

বৃদ্ধ। মার উপর ভক্তি থাক্‌লে টিকের কি দরকার?

বিশ্বেশ্বর। মহা মুস্কিল! ওসব কথা আমি শুন্‌তে চাই না। সবকে জোর ক'রে টিকে দেওয়াবো।

বৃদ্ধ। আপনি জ্ঞানবান লোক। আপনাকে আর কি বল্‌বো! কিন্তু মা শীতলা বড় কঠিন দেবতা।

বিশ্বেশ্বর। তোমাদের পূজো করতে কে বারণ কর্‌ছে? টিকেটা নাও; তাতে কোন দোষ নাই। (একজন যুবককে) হাঁসপাতালে আর জায়গা নাই। কোলকাতার বাহিরে একটা আলাদা Camp কর্‌তে হবে; বসন্ত রোগী সব সেখানে পাঠাতে হ'বে।

সেই যুবক। হিরুবাবু আজ থেকে Camp খুলেছেন। আপনাকে জানাতে ব'লে গেছেন।

বিশ্বেশ্বর। (আনন্দিত ভাবে) হিরু খুলেছে! (বৃদ্ধকে) হিরু তোমাদের জন্য আলাদা Camp খুলেছে, শুনেছ? এবারে সব পাঠাতে হ'বে সেখানে। এ পাড়ায় আর বসন্তরোগী থাকতে দিচ্ছি না। (যুবককে) অবাক্ কর্‌লে আমাকে এই হিরুটা। যখন যেটা আমার মাথায় আসে, দেখি হিরু তার আগেই সেটা ক'রে ব'সে আছে।

সেই যুবক। ছায়া অনেক সময় আগে যায়।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু এ সমস্ত ওর চুরি করা ও গাঁট কাটার পয়সায়। এতে জাতটার মঙ্গল হ'বে?

সেই যুবক। এখন বাঁচুক কোন প্রকারে; পরে যা হয় হ'বে।

বিশ্বেশ্বর। দুর্দ্দিনের দুর্ব্যবস্থা ব'লে একে না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু........

সেই যুবক। সুদিন এলে মানুষ-মারা অর্থপিশাচের দলও থাক্‌বে না, হিরুবাবুর গাঁটকাটা বা চুরি করারও প্রয়োজন হ'বে না।

বিশ্বেশ্বর। এই মানুষ-মারা অর্থ পিশাচগুলোকে শিক্ষা দেওয়াই উচিত। এরা যেমন অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়, এদেরও মুখের গ্রাস তেমনি কেড়ে নেওয়া উচিত। আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে আমরা বাধ্য কর্‌বো প্রত্যেক রক্তচোষা ভুঁড়িমোটা চর্ব্বির চেলাকে তার আয়ের বেশীর ভাগ জনসাধারণকে দিতে; যারা দেবে না তাদের চরম ব্যবস্থা কর্‌বো আমরা। পিশাচকে সাহায্য করার লোকও এদেশে অনেক আছে, তাদেরও উচ্ছেদ কর্‌তে হ'বে। হিরুর পদ্ধতি আমি মানি না, কিন্তু ওর প্রশংসা করি।

সেই যুবক। এ প্রশংসা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য।

বিশ্বেশ্বর। যাক, সকলকে জোর ক রে টিকে দেবো এবার। মা শীতলা মাথায় থাকুন; কিন্তু টিকে নেওয়া চাই।

একজন যুবক। আপনি এখনও টিকে নিলেন না।

বিশ্বেশ্বর। নিই নি বুঝি! আচ্ছা, নিতে হবে। এর উপরে আবার কলেরা আরম্ভ হয়েছে। চলো দেখি, চলো।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

[অপূর্ব্ব'র ঘর। মাধুরী গান করিতেছে; অপূর্ব্ব দূরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।]

মাধুরীর গান।

আকাশ জুড়িয়া ঐ নামিল জোয়ার।
আপনি খুলিল আজি হৃদয়-দুয়ার॥
গাছের মাথায় আর সবুজ পাতায়,
লেগেছে চাঁদের ঢেউ, পরাণ মাতায়।
কৃষ্ণচূড়া ঐ মাধবী লতায়,
হাতছানি দিয়ে যেন ডাকে বার বার॥
দুষ্টু বাতাস দেয় চাঁপারে দোলা।
কামিনী বেলা যুঁই হ'লো উতলা।
কোন উদাসী মনে আজি এলো গোপনে,
সুগভীর মায়া কোন অবশ ক্ষণে!
ফুলে হানে ফুলশর,—নাহিক মনে,
ভুলের নেশায় সব হ'লো তোলপাড়॥

অপূর্ব্ব। তোমাকে গান গাইতে বল্‌লে কে? ও সব চল্‌বে না।

মাধুরী। তোমাকে শুন্‌তে বলেছে কে? ও সব চল্‌বে না।

অপূর্ব। কে বললে আমি শুনেছি?

মাধুরী। কি ক'রে বুঝলে যে আমি গান গাচ্ছিলাম?

অপূর্ব্ব। তোমার হাঁ করা দেখে।

মাধুরী। আমি হাঁ কর্‌লেই গান বেরোয় না কি? লক্ষণ ভাল নয়।

ভালবাসা চল্‌বে না। (দরজায় ধাক্কা। দরজা খুলিলে রমলা প্রবেশ করিল।) রমলা, স্বামীজিকে খবর দিতে হবে। ও ভয়ঙ্কর ভালবেসে ফেলেছে আমাকে।

অপূর্ব্ব। Permanent Settlement আজকাল উঠে যাওয়ার কথা হ'চ্ছে। ভালবাসার নাম ক'রে যে বরাবরের জন্য কাঁধে চেপে বসবে তা চলবে না।

মাধুরী। শুধু Permanent Settlement কেন, একচেটে ব্যবসা থাক্‌বে না। অবশ্যি, চোরা বাজারে কারবার চলতে পারে। সে যা হয় হবে,—এখন তুমি ভালবেসে ফেলেছ কি না বলো।

অপূর্ব্ব। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, তুমি যখন গান গাচ্ছিলে, আমি কানটা বন্ধ কর্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম। তা, একটু চোরা বাজারে কারবার হয়েছে বৈ কি!

রমলা। (হাসিয়া) যাক্, যা হওয়ার হ'য়েছে। আইন অনুসারে চোরাবাজারে কারবার দণ্ডনীয়। ধরা প'ড়লে মুস্কিল হ'য়ে যাবে।

মাধুরী। ধরা পড়েছে ত। আমি ছাড়্‌বো কেন?

রমলা। (অপূর্ব্বকে) গোপনে কিছু দিয়ে দাও না ওকে। টানাটানি কর্‌লে ভাল হবে?

অপূর্ব্ব। ঘুঁস আমি দিই না। দেবো কেন?

মাধুরী। আচ্ছা, থামো। (রমলাকে) গান শুনে আটুপাটু ভাব, চোখ মুখ লাল, not নড়ন চড়ন, এ সব ভালবাসার লক্ষণ নয় ত কি?

অপূর্ব! সৌন্দর্য্য বোধ, æsthetic taste'এর লক্ষণ।

মাধুরী। বটে!

রমলা। ওর মীমাংসা স্বামীজি এসে ক'রে দেবে। এখন কি ব্যাপার বলো দেখি?

অপূর্ব্ব। এক করতে আর এক হ'য়ে গেল। গেলাম জলধর বাবুকে জব্দ করতে,—তার মাঝে এসে পড়লেন বিশ্বেশ্বর বাবু। এখন উপায়?

রমলা। (বিস্ময়ের সহিত) দূর!

অপূর্ব্ব। হাঁ। তিনি জলধর বাবুকে আশ্বাস দিয়েছেন নিশ্চিন্ত হ'তে।

রমলা। তা কি করে সম্ভব?

অপূর্ব্ব। জানি না; কিন্তু দিয়েছেন।

(দ্রুত অমলের প্রবেশ। প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

অমল। অপূর্ব্ব বাবু, আমাকে বাঁচান। আমার পিছনে গুণ্ডা লেগেছে। (দরজায় ধাক্কা) ঐ—ঐ—

অপূর্ব্ব। ব্যস্ত হ'য়ো না। কে? কি দরকার?

দরজার বাহিরে শব্দ। দরজা খুলুন।

অপূর্ব্ব। কি দরকার?

দরজার বাহিরে শব্দ। আছে দরকার। খুলুন শীগ্রি। (দরজায় ধাক্কা)

অপূর্ব্ব। (অমলকে আলমারির পাশে লুকাইয়া) আঃ! পালাচ্ছো কেন? শোন না—যাঃ! পালিয়ে গেল—কে?

(দরজা খুলিল। দু'জন গুণ্ডা প্রবেশ করিল।)

একজন গুণ্ডা। যে লোকটা এসেছিল সে কৈ? শালাকে মারবো।

অন্য গুণ্ডা। শালা আমাদের লাগিয়েছিল অন্য লোকের নাম ক'রে বিশ্বেশ্বর বাবুকে মারতে। হিরুবাবুর দয়ায় আমরা ভুল বুঝতে পারি, তাই রক্ষে। শালাকে মেরে ফেলবো।

রমলা। (ত্রস্তভাবে) অ্যাঁ!

মাধুরী। ঠিক বলছো ?

একজন গুণ্ডা। আপনাদের কাছে মিথ্যা বলবো, মা ? (রমলাকে দেখাইয়া) ঐ আমাদের মা, ওঁর সামনে মিথ্যা বলবো ?

অপূর্ব্ব। তোমাদের কি বলেছিল ?

সেই গুণ্ডা। বলেছিল যে ও একটা বদমাইস্ লোক, সে ওর স্ত্রীকে নিয়ে গোলমাল করছে, ভাল ক'রে শিক্ষা দিয়ে দিতে হ'বে। প্রাণে না মেরে খুব ক'রে জখম করতে বলেছিল। হিরুবাবু আমাদের মাঝপথে রোখেন ব'লে রক্ষা হ'য়ে গেল।

অপূর্ব্ব। কোথায় ?

সেই গুণ্ডা। গড়ের মাঠে। বিশ্বেশ্বর বাবু একা চুপ ক'রে ব'সে কি ভাবছিলেন।

অপূর্ব্ব। টাকা দেয় নি ?

সেই গুণ্ডা। তিন শো টাকা দিয়েছিল, আরও এক শো শালার কাছে পাবো। টাকাটা আমরা গোপনে খোপার হাত দিয়ে বিশ্বেশ্বর বাবুকে দিয়েছি। (রমলাকে দেখাইয়া) মা জানেন। কৈ সে শালা ?

অপূর্ব্ব। আগে জানলে ধ'রে রাখতাম। (উল্টা দিকের দরজা দেখাইয়া) ঐ দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। (গুণ্ডারা সেই দরজা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইল।)

রমলা। শোন তোমরা। (গুণ্ডারা ফিরিয়া আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।) একটা ভুল করেছ, আর একটা ভুল করতে যাচ্ছো কেন ? বিশ্বেশ্বর বাবু কি বলেন মনে নাই ? অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় নয়। যাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় তোমরা একে মারতে যাচ্ছো, এর দ্বারা তাঁরই অপমান করা হ'বে।

তা ছাড়া, বিশ্বেশ্বর বাবু এখনও এর কিছু জানেন না; কিন্তু এর দ্বারা সব তাঁর কাণে পঁহুছাবে। সেটা কি ঠিক হ'বে?

একজন গুণ্ডা। (চিন্তা করিয়া) মা'র কথা ঠিক। আচ্ছা, ফিরে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু দুনিয়ায় এমন শয়তানও থাকে?

(নমস্কার করিয়া গুণ্ডাদের প্রস্থান)

অপূর্ব্ব। (অমলকে লক্ষ্য করিয়া) বাহিরে এসো। (অমল বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব্ব দু'দিকের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।) এ কি করেছো?

অমল। করেছি।, ঠিকই করেছি।

রমলা। সে কি?

অমল। হাঁ। নিজের চোখে দেখেছি বিশ্বেশ্বরবাবুকে জলধর বাবুর মেয়ে সেফালিকার হাতে হাত মিলিয়ে ব'সে থাকৃতে। জানেন, আমি তাকে ভালবাসি। এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

অপূর্ব্ব। তাই বলে এইরূপ জঘন্যভাবে ওরকম একটা লোককে—(রমলা বিবর্ণ হইয়া গেল।)

অমল। বিশ্বাস না হয়, ডাক্তারকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। অতঃপর দু'জনের ঠাঁই নাই, একজন থাকবে। আমি এখন আপনার কাছ থেকে পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই, আপনি যে বলে ছিলেন ঐ হ্যাণ্ডনোটের চাপ দিয়ে সেফালিকার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন, সে প্রতিশ্রুতি রাখতে প্রস্তুত আছেন কি না।

অপূর্ব্ব। আমি বিশ্বেশ্বর বাবু নই যে প্রতিশ্রুতি দিলেই রাখতে হ'বে। এ রকম নোংরামি না করলে তোমাকে যা বলেছিলাম তা নিশ্চয় করতাম।

অমল। তবে হ্যাণ্ডনোটটা আমাকে ফেরৎ দিন। আমিই জলধর বাবুকে নিয়ে এসে ওটা করিয়েছিলাম।

অপূর্ব্ব। সেটা তোমাকে দেবো, না বিশ্বেশ্বরবাবুকে দেবো তা চিন্তনীয়। মিরজাফরের কি আশা করা উচিত যে অপরে তার কাছে কথা ঠিক রাখ্‌বে?

অমল। আমার গুণ্ডার হাতেই মরা উচিত ছিল। (প্রস্থানোদ্যত)

অপূর্ব্ব। শোনো। (অমল ফিরিয়া আসিল) জীবন অত সস্তা নয়।

অমল। এ ব্যর্থ জীবনে আমার দরকার নাই।

অপূর্ব্ব। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ওখানে ব'সো। (অমল বসিল।) প্রথমতঃ, তুমি বিশ্বেশ্বর বাবু সম্বন্ধে যা বল্‌লে সেটা ভুল।

অমল। কিছুতেই না। আমি নিজের চোখে দেখেছি। এর আগে জলধর বাবুকে বল্‌তে শুনেছি, সেফালিকাকে ওঁকেই দেবেন।

অপূর্ব্ব। আমি বল্‌ছি তুমি ভুল শুনেছ এবং ভুল দেখেছ।

অমল। নিজের চোখে যা দেখা যায় এবং নিজের কাণে যা শোনা যায় তা যদি মিথ্যা হয় তবে হ'তে পারে।

অপূর্ব্ব। বিশ্বেশ্বর বাবুর সম্বন্ধে যা বলছো তা প্রত্যাহার ক'রো; আমি তোমাকে সাহায্য করতে এখনও প্রস্তুত।

অমল। (চিন্তা করিয়া) প্রত্যাহার করার কি আছে? বিশ্বেশ্বর বাবুর তুলনায় আমি কি? কতটুকু? উনি যদি আমার গ্রাসে হাত বাড়ান, ছিনিয়ে নিশ্চয় নেবেন। বল আমার নাই; সম্বল ছল ও কৌশল, তিনি উচ্চ হ'লেও, এর দ্বারা আমি প্রতিশোধ নিতে পার্‌বো! যদি বলেন, উপস্থিত আমি চুপ ক'রে থাকৃতে পারি।

মাধুরী। তুমি বোধ হয় ভুল বুঝেছ। (দরজায় আঘাত।) কে?

দরজার বাহিরে শব্দ। শীগ্রি খুলুন—শীগ্রি খুলুন।

(অপূর্ব্ব গিয়া খুলিয়া দিল ছদ্মবেশী হিরুর প্রবেশ।)

অপূর্ব্ব। কে তুমি?

হিরু। একজন ভবঘুরে। আমার প্রতি আদেশ হয়েছে হাত সাফাই দেখিয়ে বেড়াবার, তাই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই আর হাত সাফাই দেখাই।

অপূর্ব্ব। আমার এখানে কেন?

হিরু। দেবতার আদেশ। আমি নিমিত্ত মাত্র। যা করান তাই করি।

অপূর্ব্ব। তা উত্তম ক'রো। মতলবটা কি?

হিরু। মৎলব হাত সাফাই দেখানো। দেবতার আদেশ।

অপূর্ব্ব। (সূক্ষ্মভাবে চাহিয়া) আমাকে হাত সাফাই দেখাবে?

হিরু। দেবতার আদেশ। বল্‌লে দেখাতে পারি।

অপূর্ব্ব। (আরও সূক্ষ্মভাবে চাহিয়া) আপনি কে?

হিরু। আমি একটা কেউ কেটা নই। তবে, বেঁড়ে বলে কি কুকুর নই? মানুষ বটে অতি অবশ্য।

অপূর্ব্ব। দেখুন, হাত সাফাই আমি বড় ভালবাসি। আপনি যদি প্রকৃতই মাসতুতো ভাই হ'ন, হাতে হাত দিন। (হাত বাড়াইয়া) চলে আসুন।

হিরু। হাত সাফা হ'য়ে যাবে, সাফাই হ'বে না। আচ্ছা, আপনি একটু দাঁড়ান। (বিড় বিড় করিয়া বকিয়া) ওস্তাদজির দোহাই—(টেবিলের উপর এক চাপড় দিল; সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে একটি সাপ বাহির করিয়া মাধুরী দেবীর সামনে ছাড়িয়া দিল।)

মাধুরী। মা গো! (সামনের অমলকে জড়াইয়া ধরিল।)

হিরু। কেয়া বাৎ! কেয়া বাৎ! ওস্তাদজির জয়। (সাপ কুড়াইয়া পকেটে পুরিল।)

অপূর্ব্ব। (হাসিয়া উঠিয়া) অমল, তুমি বেড়ে শিকারী বেড়াল কিন্তু! যেখানে যাও সেখানেই শিকার পাকড়াও! বেশ! কতদিন থেকে এখানে এ রকম শিকার চল্‌ছে?

অমল। (লজ্জিত ভাবে) এটা প্রকৃতই আকস্মিক।

মাধুরী। (সামলাইয়া লইয়া অমলকে) কেন তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে সামনে?

অপূর্ব্ব। নিজের চোখে দেখলাম, আর আকস্মিক! (হিরুকে) আপনি বসুন।

হিরু। ভবঘুরের কোথাও বসা নিষেধ। ঘুরে বেড়াতে হ'বে। হায়রে কপাল! ঘুরতে ঘুরতেই জন্ম গেল। দেবতার আদেশ। করা যাবে কি? (প্রস্থান)

অপূর্ব্ব। (অমলকে) না হয় তুমি মাধুরী দেবীকেই ভালবাসো। সেফালিকাকে ছেড়ে দাও।

মাধুরী। দূর, দূর! ও ছেলে মানুষ! ভালবাসার কি জানে? তুমি আমাকে ভালবাসো ব'লে অম্লান বদনে ওকে ব'লে দিলে আমাকে ভালবাসতে, আমি সুখী হ'বো ব'লে। ও তা পারে? ও প্রচণ্ড স্বার্থপর।

অপূর্ব্ব। মাধুরী দেবী, তোমার ঐ সাজিয়ে কথা বলাটা আমি বড় ভালবাসি।

মাধুরী। ও সব চল্‌বে না, বলছি। লোকটা কে, বল ত?

অপূর্ব্ব। বুঝ্‌তে পারো নি এখনও? হিরুবাবু।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[বিশ্বেশ্বরের ঘর। বিশ্বেশ্বর ও শেফালিকা।]

বিশ্বেশ্বর। বসো।

সেফালিকা। না আছে একটা চেয়ার, না আছে একটা টেবিল! কোথায় বস্‌বো? মেঝেতে বসা অভ্যাস নাই।

বিশ্বেশ্বর। মেঝে দূরের কথা; এর পর হয় তো পথে বসতে হবে।

সেফালিকা। ভারি দায় পড়েছে আমার!

বিশ্বেশ্বর। তোমার দায় না পডতে পারে; কিন্তু তোমাকে পথে বসাবার দায় অপরের পড়তে পারে।

সেফালিকা। বসালেই হ'লো কি না।

বিশ্বেশ্বর। সেফালিকা, পাখীদের কুলায় আছে, জানোয়ারদের গহ্বর আছে, কিন্তু ভগবানের যে পুত্র, তার দুনিয়ায় মাথা গুঁজবার ঠাঁই নাই। আমার সঙ্গে যদি আসো, এর জন্য প্রস্তুত হয়ে আস্‌তে হবে।

সেফালিকা। আপনার সঙ্গে যাবো কি দুঃখে? আপনি বরং আমাদের সঙ্গে এলে নিতে পারি।

বিশ্বেশ্বর। আমার যাওয়ার অবসর নাই। তোমাদেরি আস্‌তে হবে। সেফালিকা, চারিদিকে বড় দুঃখ, বড় দৈন্য! গোটা দেশটা হাহকার করছে। তোমাদের জন্মগত প্রবৃত্তি তোমাদের করেছে এ বিষয়ে উদাসীন; যে শিক্ষা পেয়েছ তাতে শিখেছো শুধু নিজের কথাই ভাবতে। ফলে, ফুট-পাথের উপরে লোকগুলো কুকুর শেয়ালের মত ম'রে, আর তোমরা তার পাশ দিয়ে দিব্যি মটর হাঁকিয়ে চ'লে যাও। কিন্তু, কানত আছে! চোখ

আছে! বুকের রক্ত জমে একেবারে পাথোর হ'য়ে যায় নি! চিরকাল মরবে এ লোকগুলো এভাবে?

সেফালিকা। আমি মারছি? ওরা মরছে ব'লে আমিও মরতে যাবো? অত দুর্ব্বল হৃদয় আমার নয়।

বিশ্বেশ্বর। তোমার মত যারা তাদের দায়িত্ব রয়েছে এদের বাঁচাবার, ভবিষ্যতে যাতে এরা এভাবে না ম'রে তার ব্যবস্থা ক'রার। এ তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারো না।

সেফালিকা। বরং বলতে পারেন, তাদের ঘাড়ে দায়িত্ব রয়েছে এ ভাবে না মরার।

বিশ্বেশ্বর। সে সুযোগ তাদের দিতে হবে। ওরা নিজেরা যদি তা পারতো, মরতো এ এভাবে? জীবনে একটু উচ্চস্তরে তুলে দিতে হবে ওদের, যাতে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সেফালিকা। কি ক'রে দেবেন?

বিশ্বেশ্বর। শিক্ষার দ্বারা। অন্য যা কিছু করবে, সে সব হবে সাময়িক ব্যবস্থা।

সেফালিকা। অর্থাৎ, সোজা কথা হচ্ছে, আমায় মাষ্টারি করতে হবে! এই ত? সে আমি পারবো না।

বিশ্বেশ্বর। রহস্য রাখো, সেফালিকা। এসো, আমার পাশে দাঁড়াও, তোমার মত যারা আছে সকলকে নিয়ে এসো।

সেফালিকা। আমিও আপনাকে বলছি পাগলামি ছাড়ুন, আমাদের কাছে আসুন, আপনার মত যারা আছে নিয়ে আসুন; আপনারা যাতে ভাল ভাবে বাঁচেন তার ব্যবস্থা আমরা ক'রে দিচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর। আমার অসংখ্য অভুক্ত নগ্ন অত্যাচার—জর্জ্জরিত ভাই

ভগিনীদের নিয়ে বহুদিন তোমাদের কাছে এসেছি, তোমরা একটু অভ্যর্থনার ইঙ্গিতও জানাওনি, তাই আজ তোমাদের ডাকছি আমাদের কাছে।

সেফালিকা। যারা প্রকৃতই দীন তাদের আমরা চাই না; যাদের দীনতার বিলাস আছে তাদের চাই; আপনাকে চাই, আপনার মত যারা তাদের চাই।

বিশ্বেশ্বর। আমরা আর যাবো না! এবারে তোমাদের আস্‌তে হবে। বহুদিন অনভ্যর্থিত রাখার জন্য আজ তোমাদের সেধে এসে মিত্রতা করতে হবে।

সেফালিকা। অভিজাত সেধে এসে মিত্রতা করে না। চিরকাল সবাই তার কাছে অনুগ্রহ চাইতে আসে, এখনও অনুগ্রহই চাইতে হবে।

বিশ্বেশ্বর। সে দিন আর নাই। এখনও অনুগ্রহ দেখাবার মেজাজ থাক্‌লে, নিগ্রহ পেতে হবে; নিজের অতিরিক্ত অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে না দিলে বাধ্য হয়ে হারাতে হবে। দীন আজ আত্মস্থ।

সেফালিকা। দেখা যাক্ আত্মস্থ হ'য়ে কি করে। দীনের আত্মা দীনই হবে।

বিশ্বেশ্বর। জোর ক'রে আদায় কর্‌বে, ছিনিয়ে নেবে, লুট কর্‌বে। রাখতে পারবে তখন?

সেফালিকা। বীরের মত মর্‌তে পারবো।

বিশ্বেশ্বর। তা হবে না, সেফালিকা। বিরোধ চাই না, চাই মৈত্রী।

সেফালিকা। মহা মুস্কিল! সামনে সামনে মিত্রতা হবে ত! আপনার সঙ্গে মিত্রতা হ'তে পারে, যা বলেন তাই হ'তে পারে। কিন্তু তাই ব'লে রামা শ্যামার সঙ্গে হবে না কি? (বিছানার

উপর হইতে একটি কাগজ কুড়াইয়া লইয়া ও পড়িয়া) তাই বলুন !—গোপনে টাকা জমানো অভ্যাস আছে তাহ'লে ? এ রমলাটি কে ?—যে মাষ্টারি করে সেই বুঝি ! ভালো ! এবারে আপনার সঙ্গে দস্তুর মত বন্ধুত্ব চল্‌তে পারে। গোপনে ব্যাঙ্কে যখন টাকা রাখেন তখন আপনাকে আত্মীয় বলে স্বীকার করার ক্ষতি নাই।

বিশ্বেশ্বর। ও টাকাটা আমার নয়।

সেফালিকা। না দিলে যার কাছে আছে তারি হ'বে। তার কি হ'য়েছে ? এমন কত টাকা গচ্ছিত আছে ?

বিশ্বেশ্বর। এক পয়সা নাই।

সেফালিকা। (বিশ্বেশ্বরের হাত ধরিয়া) চলুন, মটরে ক'রে বেড়িয়ে আসি। বলতে হয় যে ভিতরে ভিতরে আপনিও একজন পাকা Capitalist !

বিশ্বেশ্বর। অত অবসর আমার নাই।

সেফালিকা। কেন নাই ? কারো কাছে মাথা বিকিয়ে রেখেছেন ? খেয়ালী ব'লে কি সবই খেয়াল ? আপনার পাকা Capitalist হওয়ার অবসর আছে, আমার মোটরে বেড়াবার অবসরও আছে। চলুন।

বিশ্বেশ্বর। একে দুর্ভিক্ষ, তার উপর মহামারি। আমার অবসর কোথায় ? বসন্ত রোগীদের দেখতে যেতে হ'বে। যাবে ?

সেফালিকা। মাগো ! (কিঞ্চিৎ পিছাইয়া গেল।)

বিশ্বেশ্বর। পিছিয়ে যাচ্ছো যে ?

সেফালিকা। আপনার সঙ্গে ভাব করা ত দূরের কথা, কাছে আসাই বিপদজনক।

বিশ্বেশ্বর। দুনিয়ার আবর্জ্জনা ঘাঁটাই আমার কাজ। মানুষ যতদিন আবর্জ্জনার মধ্যে থাক্‌বে ততদিন আবর্জ্জনাই ঘাঁটতে হবে।

সেফালিকা। কাজ নাই আপনার সঙ্গে ভাব ক'রে। আমাকে বাবার কাছে ফেরৎ দিয়ে দেবেন।

বিশ্বেশ্বর। দান ফেরৎ নেওয়া যায় না তা জানো বোধ হয়। আমার সঙ্গে আস্‌তেই হবে, হয় আজ না হয় কাল। যখন ভয় খাচ্ছো, আজ গিয়ে দরকার নাই।

সেফালিকা। যার জন্য এলাম সেটা বলাই হ'লো না। (ভিতরের পকেট হইতে তিন গাছি হার বাহির করিয়া) এটা নিন, দাম এক লাখেরও বেশী হবে। বাবার হ্যাণ্ডনোট শোধ ক'রে দেবেন।

বিশ্বেশ্বর। তোমার কাছ থেকে গোপনে টাকা নিয়ে তোমার বাবার ঋণ শোধ কর্‌বো এ কথা বলি নি। তার ব্যবস্থা আমিই করবো।

সেফালিকা। কোথায় পাবেন? যথা সর্ব্বস্ব তো সাধারণের জন্য বিলিয়ে বসে আছেন।

বিশ্বেশ্বর। সে ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।

সেফালিকা। অস্বাভাবিক অবস্থায় একটা অস্বাভাবিক যদি হ'য়েই যায় তার ষোল আনা দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেওয়ার দরকার কি?

বিশ্বেশ্বর। অস্বাভাবিক অবস্থায় খুন হয় ব'লে কি শাস্তি বাদ থাকে?

সেফালিকা। সবেতেই নিজেকে যখন অস্বীকার করেছেন, তখন এখানেই বা নিজেকে স্বীকার করবেন কেন?

বিশ্বেশ্বর। তোমার ভাষায় বল্‌তে গেলে, খেয়াল।

সেফালিকা। তা হ'লে নেবেন না?

বিশ্বেশ্বর। আগে বলেছি।

সেফালিকা। যাকে গ্রহণ করেছেন তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণে সঙ্কোচ করার কোন মানে হয় না।

বিশ্বেশ্বর। তাকে যে ভাবে গ্রহণ করেছি তার দানও সেই ভাবে গ্রহণ করতে পারি।

সেফালিকা। তার মানে?

বিশ্বেশ্বর। ভেবে ছাখো।

সপ্তম দৃশ্য

[রমলার ঘর। রমলা ও সেফালিকা বসিয়া আছে।]

সেফালিকা। এ সব ছেড়ে আমাদের দলে এসো; দিব্যি আরামে থাকবে।

রমলা। অনেক দিন আগে নিজের পথ বেছে নিয়েছি। আর পথ বদলাবার অবসর নাই।

সেফালিকা। সব সময়েই নূতন ক'রে কিছু করার অবসর জীবনে থাকে।

রমলা। হয় ত থাকে; কিন্তু আমার পক্ষে নাই। এক সময়ে হয় ত আরাম চাইতাম, পাওয়ার উপায় ছিল না; এখন উপায় থাক্‌লেও চাই না।

সেফালিকা। আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

রমলা। একবার উৎসর্গ করা হ'য়ে গেলে আর ফেরৎ নেওয়া যায় না।

সেফালিকা। সেই এক কথা!

রমলা। কোন কথা?

সেফালিকা। বিশ্বেশ্বর বাবুর উক্তি, দান ফেরৎ নেওয়া যায় না।

রমলা। (ভাল করিয়া সেফালিকার মুখের দিকে চাহিয়া) না, যায় না।

সেফালিকা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো,—ঠিক উত্তর দেবে?

রমলা। বলো।

সেফালিকা। এ দৈন্য নিয়ে তোমরা আনন্দ পাও?

রমলা। এর উত্তর বিশ্বেশ্বর বাবুই ভাল ভাবে দিতে পারবেন।

সেফালিকা। তাঁর কাছ থেকে যা উত্তর পাবো তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রমলা। আমারও সেই উত্তর।

সেফালিকা। সেটা ঠিক প্রাণের কথা?

রমলা। নিজের সঙ্গে জোচ্চোরি করায় অন্য যাই থাক্, আনন্দ নাই।

সেফালিকা। এর চেয়ে বেশী আনন্দ পাবে আমার কথা শুন্‌লে।

রমলা। তাই না কি?

সেফালিকা। হাঁ। এসো আমার সঙ্গে; বাড়ী দেবো, গাড়ী দেবো, জীবনকে ভোগ কর্‌বার জন্য আর যা দরকার সব দেবো। যারা এই ভোগ থেকে বঞ্চিত তাদের চেষ্টা কর্‌ছো তোমরা এই ভোগের মধ্যে আন্‌তে নিজেরা ভোগ না ক'রে। ভোগ না করাতেই যদি মোক্ষ থাকে, তবে তারা মোক্ষ পেয়ে ব'সে আছে। তোমাদের এ মাথা ব্যথা কেন?

রমলা। যিনি লাখ লাখ টাকার মালিক ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বস্ব দিয়ে ব'সে আছেন গরীব দুঃখীকে সেই বিশ্বেশ্বর বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই ভাল হয়। আমার উত্তর হয়ত মনে লাগ্‌বে না।

সেফালিকা। কিন্তু কেউ বাহ্যতঃ যদি সর্ব্বস্বত্যাগী হয়, অথচ গোপনে ব্যাঙ্কে টাকা জমায়, তা হ'লে তার এই ত্যাগ থেকে কি বুঝ্‌তে হবে?

রমলা। সেটা তার লোক দেখানো।

সেফালিকা। আমি তবে বল্‌ছি, এটা তোমাদের লোক দেখানো।

রমলা। আমার সম্বন্ধে যা হয় বল্‌তে পারো।

সেফালিকা। (ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে কাগজ বাহির করিয়া দেখাইয়া) এই কাগজ তার প্রমাণ।

রমলা। এ কাগজ কোথায় পেলে ?

সেফালিকা। (টেবিলের উপরে ছবির Album দেখিয়া তাহা লইয়া ও দেখিয়া হাসিতে হাসিতে) তা হ'লে ড্রেনটা এখানে !

রমলা। ওটা তোমার দেখে কাজ নাই। এ কাগজ কোথায় পেলে ?

সেফালিকা। এটা ড্রেনে ফেলে দেওয়ার কথা ছিল ! যখন এখানে পাওয়া যাচ্ছে, তখন ড্রেনটা নিশ্চয় এখানে। (বিদ্রুপের হাসি।)

রমলা। হ'তে পারে ; কিন্তু এ কাগজটা সেই ড্রেন থেকে কুড়িয়ে পাওনি নিশ্চয়।

সেফালিকা। বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এ ব্যাঙ্কে এমন ভাবে কত টাকা জমা রেখেছেন বিশ্বেশ্বর বাবু ?

রমলা। তিনি কি তোমায় হিসেব নিতে পাঠিয়েছেন ?

সেফালিকা। প্রকাশ্যে Capitalismকে গালাগালি দিয়ে গোপনে Private Bankএ যারা টাকা জমা রাখে, তাদের Bank Accountএর হিসাব আমাদের নিতে হয় নীতির খাতিরে।

রমলা। যার টাকা তাকে হিসাব নিয়ে যেতে বল্‌বে।

সেফালিকা। সে যদি লজ্জার খাতিরে নিতে না আস্‌তে পারে ? যা পেয়েছে সেই অনুপাতে টাকা দিয়েছে, না তার চেয়ে বেশী দিয়েছে সেটা তার মঙ্গলের জন্য আমাদের দেখ্‌তে হ'বে না ?

রমলা। (ক্রুদ্ধ ভাবে) তাই নাকি ?

সেফালিকা। নিশ্চয়। আমাকে দেখ্‌তেই হবে তোমার মত একটা মেয়ে যে মাষ্টারি ক'রে খায় তার যা দাম তিনি তার বেশী দিয়েছেন কি না। এতে তাঁর সম্মতি আছে সেটা ধ'রে নিতে পারো।

রমলা। ওঁর সম্মতি আছে? এই ভাবে আমাকে অপমান করতে পাঠিয়েছেন তিনি?

সেফালিকা। রাগ কর্‌বার কি আছে? তোমার কাছে তিনি যা পেয়েছেন তার ন্যায্য দাম ওঁকে দিতে হবে; কম হ'লে তাঁর পক্ষে অন্যায় হ'বে, বেশী হ'লে বেশীটা নেওয়া তোমার পক্ষে অন্যায় হ'বে। ও রকম একটা নিঃসম্বল লোককে কোন দিক দিয়ে শোষণ করা উচিত নয় তা তুমিও স্বীকার করবে। ভোগের জিনিষ ভোগ করার জন্য ওঁর আমি কোন দোষ দিচ্ছি না। (রমলা বাক্স হইতে তিন শো টাকা বাহির করিয়া সেফালিকার সামনে রাখিল।)

রমলা। নিয়ে যাও ও টাকা। ও ছাড়া ওঁর এক পয়সা আমার কাছে নাই।

সেফালিকা। টাকা নিতে আসিনি, হিসাব নিতে এসেছি। আর একটা জিনিষ কি ছিল জানতে পারি কি?

রমলা। সেটা অনেক আগে ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি।

সেফালিকা। সেটা কি তাই জানতে চেয়েছি।

রমলা। আমার যা বল্‌বার বলেছি। তুমি এখন যেতে পারো।

সেফালিকা। প্রথমে যা প্রস্তাব করেছিলাম সেটার সম্বন্ধে আবার বিবেচনা করতে বল্‌ছি। আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি।

কমলা। তুমি যাবে এখান থেকে, না কি?

(স্বামীজির প্রবেশ।)

স্বামীজি। মায়া!—মায়া—সব মায়া!— (সেফালিকে দেখিয়া) তুমি!—কোথায় দেখেছি যেন!—Grand Hotelএ?—না! —Aristocrat's Barএ?—না!—Zoological Garden এ? না! নটী সম্মিলনীতে? না! লেকে?—হাঁ!—লেকে দেখেছি। পরণে ছিল নীল শাড়ী, পায়ে জরির স্যাণ্ডাল, হাতে একটা Brown Vanity Bag, সঙ্গে একটা lapdog ও একটা ছিপ্‌ছিপে ফরসা ছোকরা।

সেফালিকা। পাশে নিশ্চয় আপনিও ছিলেন। নইলে, এত খুঁটিনাটি দেখ্‌লেন কি ক'রে?

স্বামীজি। এটা আমার অভ্যাস। ভাল মেয়ে মানুষ দেখলেই আমি তার খুঁটিনাটি দেখি। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) রমলার সুন্দর মুখখানা একেবারে বেগুনি হ'যে গিয়েছে! তা হয়। দুই খেঁকী কুকুর এক জায়গায় হ'লেই ঝগড়া হ'বে, ওটা মেয়ে জাতের অভ্যাস! (ছবির Album দেখিয়া) এ সব তোমাদের কি? এটা আমার কাছে থাক্। (নিজের ব্যাগের মধ্যে রাখিল।)

সেফালিকা। আপনি কি বল্‌ছেন ভাল ক'রে ভেবে বল্‌বেন।

স্বামীজি। ভাল ক'রে ভেবে বল্‌তে গেলে আরও মুস্কিল। তোমাদের দু'জনেরই যৌবনকাল; এখন বর্ষার সময়। এ সময়ে তোমাদের শরীরে টক্সিন বেশী জমে। ফল,·হয় প্রেমে গদগদ ভাব হ'বে, না হয় রাগে টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটবে, কাছে আসা দায়। এ সময়টা তোমাদের under strict observation রাখা উচিত।

রমলা। বেরোও তুমি এখান থেকে।

স্বামীজি। বলেছি এ সময়টা তোমাদের under strict observation রাখা উচিত।

সেফালিকা। আমি আপনার observationএ থাক্‌তে রাজি আছি; জানেন বোধ হয় আমি জলধর বাবুর মেয়ে।

স্বামীজি। এখন জান্‌লাম। তা, তোমার যথেষ্ট অবসর আছে, বেদান্ত-চর্চ্চা ক'রো, কাজে লাগবে।

সেফালিকা। আজই যাবেন আমার ওখানে। আপনার বেদান্তচর্চ্চা শুন্‌বো।

স্বামীজি। দেখা যাবে।

সেফালিকা। আজ যেতেই হ'বে; আমি আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌বো।

স্বামীজি। বিকেলে লেক্‌চার আছে, ফেরার পথে যেতেও পারি।

সেফালিকা। বেশ। রমলা, আমার প্রস্তাব এখনও বিবেচনা ক'রে দেখতে বল্‌ছি। (প্রস্থানোদ্যত)

রমলা। (নোটগুলি সেফালিকার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) এটা নিয়ে যাও।

সেফালিকা। টাকা নিতে আসিনি; দরকার হ'লে দিতে এসেছিলাম। (প্রস্থান)

স্বামীজি। কি ব্যাপার, রমলা?

রমলা। বসো; বল্‌ছি।

অষ্টম দৃশ্য।

অপূর্ব্ব'র ঘর। বিশ্বেশ্বর ও অপূর্ব্ব বসিয়া আছে।

বিশ্বেশ্বর। ওটা জোচ্চোরি ক'রে সহি করানো হয়েছে। ফেরৎ দিতে হ'বে।

অপূর্ব্ব। এহেন Capitalistএর উপর আপনার হঠাৎ এত দরদ ?

বিশ্বেশ্বর। যে Capitalist মানুষকে শোষণ কর্‌ছে, তার যা আছে, ছিনিয়ে নাও, লুট ক'রে নাও, যদি সে না দিতে চায়। আমার আপত্তি নাই। এ রকম জোচ্চোরি করা চল্‌বে না।

অপূর্ব্ব। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় আপনি আস্ত ছেলে মানুষ। জোচ্চোরি না কর্‌লে চলে ? আমি একজন রাজ্যবাদী· Imperialist। আমার আধিপত্য শ্রমিকের উপরেও যেমন, পুঁজিপতির উপরেও তেমনি ; এ দুইকেই exploit কর্‌তে হ'বে আমাকে। সৎভাবে exploit করা চলে ?

বিশ্বেশ্বর। সত্যভ্রষ্ট হওয়া আমি স্বীকার করি না।

অপূর্ব্ব। আমাকে কিন্তু সত্যভ্রষ্ট হ'তেই হবে। প্রজাদের খাজনা বাড়াতে হ'বে, বল্‌তে হবে তাদের মঙ্গলের জন্য বাড়াচ্ছি ; তাদের মুখের গ্রাস আত্মসাৎ কর্‌তে হ'বে, বলতে হবে ওটা আমার ন্যায্য পাওনা ; খেতে না পেয়ে কঙ্কালসার হ'য়ে যদি কখনো দল বেঁধে ধাওয়া ক'রে, লাঠি চালাতে হ'বে, গুলি চালাতে হ'বে ; বলতে হ'বে আইন ও শৃঙ্খলার জন্য এ প্রয়োজন। বাহিরে ন্যায়ের খোলস বজায় রেখে লুটপাট না কর্‌লে, আইন ও শৃঙ্খলার নামে মাথা তুললেই লাঠি না মার্‌লে Imperialism চলে ? সত্য ত্যাগীর জন্য। আমরা ত্যাগের দানছত্র খুলেছি ?

বিশ্বেশর। তুমি কতকগুলো বাজে কথা ব'লে আমার কথা চাপা দিতে চাচ্ছো।

অপূর্ব্ব। আপনি এটা ধরতে পারলেন দেখে আমি দুঃখিত। Imperialism'এর সব চেয়ে বড় বাহাদুরি হ'লো কথার জাল বুনে আদৎ জিনিষটা এমনভাবে ধামাচাপা দেওয়া যে যা বলা হ'বে সেটাই লোকে সত্য ব'লে মেনে নেবে। আরও সাজিয়ে বল্‌লে আপনি ধর্‌তে পার্‌তেন না। উপস্থিত এখানে এমন কেউ নেই যে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারে। আপনি সত্য নিয়ে এত ব্যস্ত যে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর্‌তে পারবেন ব'লে মনে হয় না, নইলে আপনার Suggestionটা কিনে নিতে পারতাম। ভাল কথা, জলধর বাবুর একটা সুন্দর Suggestion আমি সে দিন পাঁচ শো এক টাকা দিয়ে কিনেছি। কোন দিন, জানেন? যে দিন ওটা সহি ক'রে দিয়ে যান। Suggestionটা হ'চ্ছে, প্রজাদের জব্দ করতে হ'লে তাদের সমস্ত খাদ্য কিনে নিয়ে বাহির থেকে আমদানি বন্ধ ক'রে দিতে হ'বে। ভারি চমৎকার Suggestion! ইচ্ছামত যাকে যা ইচ্ছা দাও, কম খাইয়ে দুর্ব্বল ক'রে ফেল, কেউ আর মাথা তুল্‌তে পার্‌বে না।

বিশ্বেশর। জলধর বাবুর Suggestion এটা?

অপূর্ব্ব। বল্‌লাম ওটা পাঁচশো এক টাকা দিয়ে কিনেছি।

বিশ্বেশর। (লাফাইয়া উঠিয়া) ঠিক করেছ। ওর গোটা সম্পত্তিটা এই ভাবে লিখিয়ে নাও! কিন্তু....কিন্তু...(চিন্তিতভাবে বসিয়া পড়িল) তুমি এইভাবে লোকগুলোকে মার্‌বে?

অপূর্ব্ব। মার্‌বো কেন? শ্মশানে বা মরুভূমিতে রাজত্ব চ'লে? মারা

উদ্দেশ্য নয়। বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হ'বে, কতকগুলোকে না খাইয়ে মেরে দেখাতে হ'বে আইন ও শৃঙ্খলার বাহিরে গেলে কি হ'তে পারে? এ ব্যবস্থার একটা প্রকাণ্ড সুবিধা, এতে লাঠি গোলা গুলি কিছু লাগে না, অথচ সবাই ঠিক থাকে। আমার একটা সুবিধা আছে। আমি আমার জমিদারিতে জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত কতকগুলো লোক ঠিক ক'রে রেখেছি, অর্থাৎ কিছু টাকা খরচ ক'রে সাধারণের দ্বারা এদের ভোট দেইয়ে নিয়েছি,—যা ইচ্ছা এদের দ্বারা করাই। সাধারণেরও বিশেষ কিছু বলার থাকে না।

বিশ্বেশ্বর। বেশ!

অপূর্ব্ব। আপনি হয়ত ভাব্‌তে পারেন, এরা নিজের দেশে কি ক'রে উৎপীড়ন চালায়? এরা আমার মাহিনা খায়, নিমকহারামি কর্‌বে কেন? এর পর Black Marketএ নিজেদের ব্যবসা চালাতে পারবে,—কত সুবিধা?

বিশ্বেশ্বর। কোথায় তোমার জমিদারী?

অপূর্ব্ব। ওটি মাপ কর্‌বেন। আপনাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভয় করি; বলতে পার্‌বো না।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

অপূর্ব্ব। যারা নিজেদের প্রয়োজন অতি সংক্ষেপ ক'রে নিতে পারে তারা আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। অভাব থাকা চাই। ত্যাগী লোকগুলো চিরকাল বিপদজনক। সেই জন্য আপনাকে বল্‌বো না। আপনারা না থাক্‌লে, ভেঁড়ার পালকে কান ধ'রে যে ধারে ইচ্ছা নিয়ে যাওয়া ভারি সোজা। আমরা অক্ষয় অমর, চিরকাল ছিলাম, চিরকাল থাক্‌বো,—শুধু আপনাদের

মত লোকগুলোকে এড়িয়ে চলা চাই। একটা কথা বল্‌বো ?

বিশ্বেশ্বর। কি ?

অপূর্ব্ব। আপনাদের প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে ধর্ম্ম, পরজগৎ। বরাবর আপনারা তাই নিয়ে আলোচনা ক'রে এসেছেন ব'লে আমরা নিরাপদে ছিলাম। সম্প্রতি সংসার নিয়ে টানাটানি আরম্ভ ক'রে আমাদের বড় অসুবিধায় ফেলে দিয়েছেন। তা, আপনি ধর্ম্ম-চর্চ্চা করুন না। সাধন ভজন করুন, ভগবানের নাম করুন, উপনিষদ বেদান্ত পড়ুন, দেখবেন সংসার অনিত্য। তখন এসব নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আমরা একটু আরামে থাক্‌তে পাবো।

বিশ্বেশ্বর। মানুষ আমার ভগবান।

অপূর্ব্ব। মুস্কিল ত ঐখানে। আচ্ছা তাই না হয় হ'লো। আমিও ত একজন মানুষ। হ্যাণ্ডনোটটা ফেরত দিলে আমারও বুক্ কন্ কন্ কর্‌তে পারে, বা, একেবারে ফিটই হ'য়ে যেতে পারে। একজন মানুষকে নিশ্চিত কর্‌তে গিয়ে আর একজন মানুষকে চিন্তিত কর্‌বেন ?

বিশ্বেশ্বর। তুমি যে জোচ্চোরি করেছ।

অপূর্ব্ব। তার উত্তর আগেই দিয়েছি।

বিশ্বেশ্বর। (চিন্তা করিয়া) বেশ। জনসাধারণের বিশ্বেশ্বর তোমাকে শুভ ইচ্ছা জানাচ্ছে ; কিন্তু ও টাকাটা—

অপূর্ব্ব। ওটা আপনার শিশুসদনের জন্য আছে।

বিশ্বেশ্বর। জোচ্চোরির পয়সায় আমার শিশুসদন পুষ্ট হ'লে, শিশুদের অমঙ্গল হ'বে।

অপূর্ব্ব। আতুরে নিয়মো নাস্তি। এই দুর্দ্দিনে আবার নীতি কিসের জন্য ?

বিশ্বেশ্বর। আজ দুর্দ্দিন ব'লে আজীবনের ধ্রুবতারা হ'তে ভ্রষ্ট হ'বো ? তা হ'বে না, প্রাণ থাক্‌তেও না। আমার সাধারণের আমি তোমাকে শুভ ইচ্ছা জানাচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিগত আমির সঙ্গে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

অপূর্ব্ব। আপনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ চাই না।

বিশ্বেশ্বর। ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের একটু সংঘর্ষ যদি হয়, হ'তে দাও। আমায় ভুল বুঝো না। আকস্মিক ভাবে একটা ব্যক্তিগত আমি এসে হাজির হ'য়েছে, দেখি এর পরিণতি কোথায় !

(প্রস্থান।)

নবম দৃশ্য।

[রমলার ঘর। হিরু ও রমলা।]

হিরু। কেন আর মাষ্টারি করবেন না, মা ?

রমলা। যে এতদিন মাষ্টারি কর্‌তো সে চলে গেল, হিরু।

হিরু। বুঝলাম না।

রমলা। এই সব কচি কচি প্রাণকে গড়ে তুলতে হ'লে সবার আগে চাই প্রাণ। সেই প্রাণ আজ সঙ্কুচিত হ'য়ে গিয়েছে। শিক্ষা দেওয়া আর আমার দ্বারা হবে না।

হিরু। কি হ'লো কিছু বুঝলাম না। কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করছি, মত পরিবর্ত্তন করতে।

রমলা। আর পড়ানো হবে না, হিরু, হবে কতকগুলো প্রাণহীন শব্দের

উচ্চারণ। ছেলে মেয়েরা আমার কাছ থেকে আর আনন্দ পাবে না, পাবে একটা ভগ্ন হৃদয়ের রুদ্ধ শ্বাসের স্পর্শ। তাতে ক্ষতি হবে। এখানে অন্ততঃ আর মাষ্টারি চল্‌বে না। গোঁজা মিল দিয়ে কাজ আমি করতে চাই না।

হিরু। কিন্তু মাঝপথে এসে থেমে যেতে হবে?

রমলা। থামবে কেন? কাজ কখনো বন্ধ হয় না। একজন যায়, আর একজন আসে। অন্য রমলা নিশ্চয় আস্‌বে।

হিরু। আপনাব উপযুক্ত কাউকে আপনার আসনে বসিয়ে গেলে এত অনুরোধ হয়ত করতাম না। সে রকম কাউকে দেখছি না। হঠাৎ কি যে হ লো তাও কিছু বুঝ্‌ছি না। আমাকে বলার মত যদি হয়, বল্‌তে পারেন। হয়ত প্রতিকার সম্ভব হ'তে পারে।

রমলা। প্রতিকার এর নাই, হিরু। তোমাকে আর কিছু বলতে পারবো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখতে পারো, যিনি আমাকে শক্তি দিয়েছিলেন তিনি সেই শক্তি সংহরণ ক'রে নিয়েছেন।

হিরু। (চমকিত হইয়া) অসম্ভব।

রমলা। কিন্তু সম্ভব হয়েছে।

হিরু। ভুল বোঝা হ'তে পারে।

রমলা। কিন্তু এ ভুল করা বা করানোর যা উদ্দেশ্য তা সিদ্ধ হয়েছে।

হিরু। তাতে ভেঙ্গে পড়্‌লে কি ক'রে চলবে?

রমলা। প্রদীপের শিখা অল্প বাতাসেই নিভে যায়।

হিরু। কিন্তু ঝড় যত বাড়ে মশাল তত জ্বলে। আপনাকে মশাল হ'তে হবে। বহু প্রদীপ অন্ধকারে অপেক্ষায় বসে আছে, তাদের জ্বালতে হবে। চেয়ে দেখুন ঐ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলোর মুখের দিকে, চির অবহেলায় সঙ্কুচিত, অনাদরে মর্ম্মাহত,

নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত ; আপনার চেষ্টায় আজ এদের প্রাণে একটু আনন্দ এসেছে, মুখে একটু হাসি ফুটেছে। বঞ্চিত কর্‌বেন আজ এদের সে আনন্দ থেকে? এদের মুখের দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অবসর নাই আপনার। তা ছাড়া, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি ভুল বুঝেছেন।

রমলা। তাই যেন হয়, হিরু। কিন্তু হিসাব দেখতে এসেছে, দেখতে এসেছে আমার মত একজন মাষ্টারের যা দাম আমি তার চেয়ে কম পেযেছি না বেশী পেযেছি। এ কোন দেশী অত্যাচার, বল্‌তে পারো?

হিরু। (বিচলিতভাবে) জানি না কার এ ধৃষ্টতা হ'যেছে। আমাকে তার নাম বলবেন কি? আমি হিরু, বুঝেছেন? আমি হিরু! (উঠিয়া উত্তেজিতভাবে পদচালন)—বলুন, কে সে? আপনার মত শিক্ষককে যে অবহেলার চক্ষে দেখে, পযসা দিয়ে তার দাম ঠিক কবতে চায়, সে অপদার্থের শিক্ষার প্রয়োজন আছে। যাদের সাধনায় বিকশিত হয় আজকার শিশু ভবিষ্যতের মানুষ-রূপে, সেই শিক্ষক শ্রেণীকে অবহেলা ক'রেই আজ এ জাত এ অবস্থায় পঁহুছেছে। এখনও চোখ খোলেনি। কিন্তু আপনাকেও যে বা যারা সেইভাবে দেখ্‌তে চায়, আমি তাদের কিছুতেই সহ্য কর্‌বো না। বলুন কে সে?

রমলা। তুমি শক্তিমান, জানি। কিন্তু শক্তিব দ্বারা হৃদয় ফেরাতে পারবে কি?

হিরু। হয়তো পারবো না ; কিন্তু শিক্ষা দিতে পার্‌বো। অন্ততঃ তাকে জানিয়ে দিতে পারবো, তার যত টাকাই থাক্ না কেন, আপনার এ সাধনার দাম তার চেয়ে ঢের বেশী।

রমলা। বেশী কমে কি যায় আসে, হিরু? তুমি উত্তেজিত হ'য়ো না।

হিরু। (চিন্তিতভাবে) তাই ত!

(স্বামীজির প্রবেশ।)

স্বামীজি। তাই ত কি? মায়া—মায়া! সব মায়া—বুঝলে? তোমরা যা আছো তার চেয়ে বড় হও, আরও ত্যাগ স্বীকার করো, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। (হিরুকে দেখিয়া) হিরুবাবু বোধ হয়? বেঁচে থাকো, বাবা। পকেট মারাটা আরও ভাল ক'রে চালাও, বাধ্য হ'য়ে সবাই বেদান্ত চর্চ্চা কর্‌বে। পকেটে যা থাকে রোজ যাদু মন্ত্রে উড়ে যেতে থাকলে তিন দিনে সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ কর্‌বে। আমার চাহিদা বাড়্‌বে, সবদিক দিয়ে সুবিধা হবে। আমি সর্ব্বত্র সেই জন্য তোমাকে খুব সমর্থন করি। আরও জোর কারবার চালাও। যেমন দেশ তার ঠিক তেমনি ব্যবস্থা। এত বলি, অর্থ অনর্থ, তোমরা এত টাকা টাকা ক'রো না,—কেউ কান দেয় কি!

হিরু। (জোড় হাতে) আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। অনুমতি হ'লে কারবার আরও একটু ভাল করে চালিয়ে আপনার একটা আশ্রম ক'রে দিতে পারি।

স্বামীজি। তোমাকে ক'রে দিতে হ'বে কেন? তোমার কারবার ভাল চল্‌লে আমি নিজেই দিব্যি palace হাঁকিয়ে আরামে গদির উপর মোহান্ত মহারাজ সেজে ব'সে থাকবো। অবশ্য আমার ওখানে মেয়েদের যাতায়াত একটু বেশী হ'বে। তা কি

করব বলো ?

হিরু। ঠিক বলেছেন। আরও বড় হ'তে হবে। মা বড় বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। বুঝিয়ে বলুন একটু। আমার তাড়াতাড়ি আছে। চলি এখন, প্রণাম। মা, প্রণাম।

স্বামীজি। এত তাড়াতাড়ি ? (পকেট দেখিয়া) আমার পকেট মারো নি ত ? কি জানি, বাপু ! তোমাকে ভয় করে।

হিরু। আমি দেশী পকেট-মার ; জাত-বিচার একটু মানি।

স্বামীজি। হাঁ, মানবে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর পকেট মারা মহাপাপ। এখন টের না পেলেও ম'রে টের পাবে। আচ্ছা, দ্যাখো, সেদিন রাত্রে রমলা দেবীর ফটো চুরি করতে যে এসেছিল সে তোমারি লোক, না ?

হিরু। যারা লুকিয়ে আসে তারা মিথ্যা কথা বল্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়েই আসে। ও কিছু নয়,—মানে, মা'কে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমার বড় তাড়াতাড়ি। (প্রস্থান।

স্বামীজি। কথাটা মনে লাগলো না, বুঝি ? আরও ত্যাগ চাই, আরও বড় হ'তে হবে।

রমলা। তাই হবে। আমি এখন কোলকাতা ছেড়ে গ্রামে যাবো। কোন অখ্যাত পল্লীতে, যেখানে এখনও কোন সাড়া আসেনি, এমন কোন পল্লীতে নূতন ক'রে কাজ আরম্ভ করবো। এখানকার কাজ আটকাবে না, ঠিক চ'লে যাবে। বিশ্বেশ্বরবাবু ব্যবস্থা ক'রে নেবেন।

স্বামীজি। রাম চন্দ্র ! পাড়াগাঁয়ে যাবে ? এত বড় বড় মশা, ম্যালেরিয়া, no electric light, no fan, no কলের জল, লোকগুলো সব অশিক্ষিত অমার্জ্জিত,—তার মধ্যে তিন্ দিনেই তুমি উজাড়

হ'য়ে যাবে! একেবারে উদ্ধার। ভগবানের দেওয়া এমন রাঙ্গা টুকটুকে মুখটি শুকিয়ে হবে আমসত্ত্ব। শেষটায় শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে।

রমলা। সে সব ভেবে দেখেছি। হয়ত সেখানেই আমার কাজের আরও সুবিধা হবে।

স্বামীজি। আমি কিন্তু প্রাণান্তেও পাড়াগাঁয়ে যেতে রাজি নই।

রমলা। তুমি যাবে কেন? এই কোলাহল-মুখরিত ভোগ-বিলাসের রঙ্গ-মঞ্চ কলিকাতা নগরী তোমার যোগ্য স্থান, বেদান্ত-চর্চ্চার প্রশস্ত ক্ষেত্র। পল্লীর নির্জ্জনতায় তোমার অসুবিধা হবে।

স্বামীজি। তোমার এ কথাটা ভয়ঙ্কর ঠিক। তবে মাঝে মাঝে চেঞ্জে যাওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

[সেফালিকার ঘর। সেফালিকা ও জলধর বসিয়া আছে।]

জলধর। সেফালি, বিশ্বেশ্বরকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলি ?

সেফালিকা। হাঁ। আস্‌তে পারবেন না বলেছেন।

জলধর। বলিস্‌নি আজ তোর জন্মতিথি ?

সেফালিকা। বলেছিলাম। উত্তর পেলাম, মুমূর্ষুদের ছেড়ে স্ফুর্ত্তি কর্‌তে যাওয়ার অবসর তাঁর নাই।

জলধর। হুঁ। ওকে ফেরানো কঠিন।

সেফালিকা। বোধ হয় অসম্ভব।

জলধর। কিন্তু ছেলেটা বড় ভাল। ছিল আমাদেরি দলে ; খেয়ালের জন্য আজ সর্ব্বস্ব খুইয়ে বসে আছে। ওর বাবা যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল তা অনেক রাজারও থাকে না।

সেফালিকা। হ'তে পারে। কিন্তু ওঁর বর্ত্তমান জীবনের ধারাটাই আমাদের অস্তিত্বকে অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে।

জলধর। ঐখানেই বিপদ, সেফালি। আমাদের টিকে থাক্‌তে হ'লে ওর মত যারা আছে তাদের দলে টান্‌তে হ'বে। ওকে যেমন ক'রে হোক টান্‌তেই হ'বে।

সেফালিকা। তা পারা যাবে না, বাবা। প্রকৃতই যারা ওপথের পথিক, তাদের এমন একটা উন্মাদনা থাকে যে তাদের সরিয়ে নিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন। এরা অম্লান বদনে নির্য্যাতন বরণ ক'রে, হাস্‌তে হাস্‌তে কারাগারে যায়, আগুনে পোড়ে, ফাঁসিতে

খোলে। শত প্রলোভন এদের বশীভূত করতে পারে না।

জলধর। জানি। কিন্তু এরা চিরকাল ছিল; আমরা তা সত্ত্বেও ছিলাম।

সিফালিকা। আগে এরা মাথা ঘামাতো পরজগৎ নিয়ে, এখন ইহ জগৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছে।

জলধর। সেই জন্যই বল্‌ছি, দলে ভিঁড়িয়ে নিতে হ'বে।

সেফালিকা। ঘুঁস চল্‌বে না।

জলধর। মানুষ বাঘকে বশীভূত ক'রে, সাপ নিয়ে খেলা ক'রে। পারে না কি?

সেফালিকা। কিন্তু এরা যে মানুষ। মুখে আমরা যাই বলি, এরা যে উচ্চ স্তরের মানুষ তা আমরা মনে মনে জানি। আমাদের আস্ফালন স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এবং দীনতা ঢেকে রাখার জন্য। ওরাও এটা বেশ জানে।

জলধর। জানুক। আমাদের বুদ্ধি থাক্‌লে, আমরা থেকে যাবো।

সেফালিকা। বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় চিরকাল বড়, বাবা। (বেয়ারা একটি চিঠি দিয়া গেল! সেফালিকা চিঠিটা পড়িয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।)

জলধর। কি হয়েছে?

সেফালিকা। (জড়ানো সুরে) আমি অপদার্থ?

জলধর। সে কি! তুই অপদার্থ হ'তে যাবি কেন?

সেফালিকা। কোন এক অজ্ঞাত বন্ধু তাই লিখ্‌ছে। জন্মতিথিতে তাই উপহার পাঠিয়েছে আমাকে।

জলধর। কে? আমার মেয়েকে বলে অপদার্থ! কেস্ করবো,—জেল দেবো।

(স্বামীজির প্রবেশ)

স্বামীজি। কার নামে কেস্ কর্‌বেন ?

জলধর। দেখুন ত স্বামীজি ! আমার মেয়ে অপদার্থ ?

স্বামীজি। তা হ'বে কেন ? পরিষ্কার সচেতন পদার্থ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সেফালিকা। ঐ চিঠিটা পড়ে দেখুন।

স্বামীজি। (জোরে পড়িয়া) বিশ্বেশ্বর বাবু রমলাকে ভাল বাসেন। তুমি যাই ক'রো না কেন, তোমার মত অপদার্থকে তিনি ভাল বাসতে পারেন না। এবারের জন্মতিথিতে এই তোমার উপহার। ইতি— কোন সত্যদর্শী বন্ধু। আঁ্যা ! কথাটাত বলেছে মন্দ নয়। আজ বিকেলে বেদান্ত সোসাইটির লেকচারে এ সম্বন্ধে আমি উল্লেখ কর্‌বো।

সেফালিকা। বটে ?

জলধর। স্বামীজি, দোহাই আপনার ! ওসব করবেন না।

স্বামীজি। আপনার মেয়েকে পরিষ্কার বলেছে অপদার্থ, ভালবাসার অযোগ্য। একথা সাধারণকে জানিয়ে দেওয়া উচিত নয় ? খবরের কাগজে পর্য্যন্ত তুলে দেওয়া উচিত। কেউ ভালবেসে ফেলতে পারে ত ?

জলধর। ওসব করবেন না ; অনুরোধ কর্‌ছি। ওরা যা বল্‌ছে তা নয়। বিশ্বেশ্বর আমার মেয়েকে প্রকৃতই ভালবাসে।

স্বামীজি। এবারে আমি আপত্তি জানাচ্ছি। এ কখনও হ'তেই পারে না। রমলার কথা যা বলেছে তা বরং সম্ভব, ওর ত্যাগ আছে। মনের মিল না থাক্‌লে ভালবাসা কি কখনও সম্ভব হয় ?

জলধর। আপনি জানেন না, স্বামীজি। আমার মেয়ের ভার ও নিয়েছে।

স্বামীজি। ওর নিজের ভার কে নেয় তার ঠিক নাই! ও নেবে আপনার মেয়ের ভার! কি যে বলেন আপনি? সেফালিকা, তোমার কি মনে হয়? চিঠিটায় যা লিখেছে তা ঠিক্, কি ব'লো?

সেফালিকা। আপনি তা বল্‌বেনই! (ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল)

জলধর। (বিচলিতভাবে) তুই কাঁদছিস্ কেন মা? স্থাখ না, আমি ওর ব্যবস্থা করছি।

স্বামীজি। কি ব্যবস্থা করবেন? কেস্ ক'রে ভালবাসাবেন? কি ব্যবস্থা করবেন শুনি? সত্যি কথা বলতে গেলে, রমলা যদি হয় হাঁস, আপনার মেয়ে বকের বেশী হ'তেই পারে না। কি বলো সেফালিকা?

সেফালিকা। আপনি আমার ঘরে ব'সে একটা সামান্য শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আমার এইভাবে উপমা দিচ্ছেন?

স্বামীজি। সামান্য শিক্ষয়িত্রী কি বলছো? সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ ও। এ ধারে এম্-এ-বি-টি পাশ; চেহারাখানা তোমার চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়, বরং তোমার চেয়ে—

সেফালিকা। চুপ করুন। আপনিও কি আজ আমার পিছনে লেগেছেন? আজ আমার জন্মতিথি জানেন?

স্বামীজি। সেই জন্যই ত বলছি, আজ তোমার একটা নূতন বছর আরম্ভ হবে, নূতন উদ্যমে চেষ্টা করো বড় হওয়ার। তা না হ'লে বিশ্বেশ্বর বাবুর সম্বন্ধে তোমার কোন আশা নাই। শুধু মুখের জোরে রমলার চেয়ে বড় হ'তে পারবে না।

জলধর। একটা সামান্য মাষ্টারণী। তার সঙ্গে তুলনা করছেন আমার মেয়ের? আপনি বল্‌ছেন কি, স্বামীজি?

স্বামীজি। যে সব মাষ্টারণী আপনি দেখেছেন ও সে গোত্রের নয়।

বিশ্বেশ্বর বাবু প্রকাণ্ড সভায় বলেছেন, ওকে তিনি সঙ্গীরূপে পেতে চান। শোনেন নি?

জলধর। কিন্তু ও আমার সেফালিকাকে সেধে এসে চেয়ে নিয়েছে।

স্বামীজি। বুড়ো হ'লে হবে কি! এধারে আস্ত ছেলে মানুষ। দুনিয়ার যত মেয়ে আছে সবকে চেয়ে বেড়াচ্ছেন উনি তা বুঝি জানেন না।

জলধর। অ্যাঁ! বলো কি?

স্বামীজি। মায়া! মায়া! সব মায়া! ঐ জন্য বেদান্ত চর্চ্চা করতে হয়। আপনার মেয়েকে অবসর মত বেদান্ত চর্চ্চা কর্‌তে বল্‌বেন। আপনি বুড়ো হয়েছেন; আপনার ক'রে কাজ নাই।

জলধর। তা হ'লে—

স্বামীজি। দুনিয়ায় সব ঐ নীল আকাশের মত, দেখতে নীল, কিন্তু আদতে ফাঁকা, শূন্য! (বিলেতি কায়দায় হাত তুলিয়া) চেরো! (প্রস্থানোদ্যত; পরে ফিরিয়া আসিয়া) বলতেই ভুলে গিয়েছি। রমলা কোলকাতা ছেড়ে চ'লে গিয়েছে, আর ফিরবে না। এখন তোমার সুবিধা হ'তে পারে, অবশ্য যদি তুমি সুযোগ নাও। (ঘড়ি দেখিয়া) আর সময় নাই, যেতে হ'বে। (প্রস্থান)

সেফালিকা। শুনুন।　　　(স্বামীজি ফিরিলেন)

স্বামীজি। কি?

সেফালিকা। আজ আমার জন্মদিন জানেন?

স্বামীজি। ও! তাই ত! (ব্যাগ খুলিয়া দুখানা বই বাহির করিয়া) এই নাও, এটা Havlock Elis'এর একটা বই, এটা Freud'এর। কেমন?

সেফালিকা। আমি বুঝি উপহার চাচ্ছি?

স্বামীজি। আহা, নাও না,—প'ড়ো।　　　(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[বিশ্বেশ্বরের ঘর। হিরু ও বিশ্বেশ্বর।]

বিশ্বেশ্বর। তাইত! রমলা চ'লে গেল! অথচ আমাকে একটা কথাও বলে গেল না। কোথায় গিয়েছে?

হিরু। ঠিকানা আমাকে দিয়ে গিয়েছেন।

বিশ্বেশ্বর। কেন গেল বলতে পারো?

হিরু। ঠিক জানি না। শুধু ব'লে গেলেন, যিনি তাঁকে শক্তি দিয়েছিলেন তিনি সে শক্তি সংহরণ ক'রে নিয়েছেন।

বিশ্বেশ্বর। আমাকে ঠিকানাটা দাও। আমি যাবো। তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তার যাওয়ার আগে আমাকে বললে না কেন?

হিরু। তিনি বারণ করেছিলেন। তাঁর কথার অবাধ্য হ'তে পারিনি। পারবেন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে?

বিশ্বেশ্বর। পারবো না? রমলাকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না? আমি যদি ওর সাম্নে দাঁড়িয়ে একবার বলি, তোমায় আসতে হ'বে আমার সঙ্গে, ও না এসে পারবে?

হিরু। তবে কি সব ভুল?

বিশ্বেশ্বর। কি ভুল? ওর শক্তি সংহরণ ক'রে নেবে এমন কে থাকতে পারে? এমন কিই বা হ'তে পারে যার জন্য এ সম্ভব? কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু ওকে যে চাই, হিরু। এত সাধের শিশু-সদন গড়ে উঠতে চলেছে, রমলা ছাড়া এর ভার কে নেবে?

হিরু। তিনি যাওয়ার সময় ব'লে গিয়েছেন, একজন যায়, আর একজন আসে; দুনিয়াধ কারো জন্য আটকায় না।

বিশ্বেশ্বর। আটকায় না বটে, কিন্তু তিন বছরের জায়গায় তিরিশ বছরও লাগতে পারে। রমলা না হ'লে চলবে না, হিরু! ওকে চাই।

(জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ।)

সেই ব্যক্তি। সেফালিকা দেবী আস্‌ছেন।

হিরু। আমি চল্‌লাম। ঠিকানাটা পাঠিয়ে দেবো। (দ্রুত প্রস্থান)

(সেফালিকার প্রবেশ।)

সেফালিকা। আমার জন্মতিথিতে যে শুভ ইচ্ছা জানিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি!

বিশ্বেশ্বর। তোমার জন্মতিথি ছিল বুঝি? কবে? আমায় জানাও নি?

সেফালিকা। বা রে! আপনাকে নিজে এসে ব'লে গেলাম না?

বিশ্বেশ্বর। (অন্যমনস্কভাবে) তা হবে।

সেফালিকা। উত্তরটা মনে পড়ছে?

বিশ্বেশ্বর। আমাকে জানানো নিশ্চয় উচিত ছিল।

সেফালিকা। আবার সেই কথা! জানাইনি বুঝি? আপনি সোজা উত্তর দিলেন, মুমূর্ষদের ছেড়ে যাওয়ার সময় নাই। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সবাই জন্মেছে, না তুমি একা জন্মেছো? টাকার মালিক হওয়া ছাড়া আর কোন যোগ্যতা আছে তোমার? তোমার জন্মতিথিতে কেন উৎসব হবে? মনে পড়্‌ছে না?

বিশ্বেশ্বর। তা বেশ। কিন্তু আমাকে বলা নিশ্চয় উচিত ছিল।

সেফালিকা। কি মুস্কিল! বলিনি বুঝি!

বিশ্বেশ্বর। বললে যাওয়া কখনই সম্ভব হতো না।

সেফালিকা। তা হ'বে কেন? রমলার জন্মতিথি হ'লে নিশ্চয় সম্ভব হতো।

বিশ্বেশ্বর। (চমকিতভাবে) কি বললে?

সেফালিকা। রমলার জন্মতিথি হলে যাওয়া নিশ্চয় সম্ভব হ'তো।

বিশ্বেশ্বর। (একদৃষ্টে সেফালিকার দিকে চাহিয়া) হাঁ, নিশ্চয় সম্ভব হ'তো। ওর জন্মতিথিতে আমি সব কাজ ফেলে যেতে রাজি। কিন্তু ও কখনও জানায়নি। চ'লে গেল, তবুও আমাকে বললে না।

সেফালিকা। তাতেই আপনি বুঝি অস্থির হয়ে পড়েছেন?

বিশ্বেশ্বর। রমলা যে আমার কত প্রয়োজনীয় তা তুমি জানো না, সেফালিকা! আমি যদি হই আগুন, রমলা তার শিখা। কি হ'লো কিছু বুঝলাম না, আমায় কিছু না ব'লে সে চলে গিয়েছে।

সেফালিকা। গিয়েছে বেশ হয়েছে। একটা অতি সাধারণ মেয়ে কতকগুলো ছোট লোকের ছেলে মেয়ে নিয়ে ইস্কুল বসিয়েছে ব'লে আপনি তার নামে অজ্ঞান! আপনার চোখে সে যোগ্য হ'তে পারে, কিন্তু আর কারও চোখে সে আপনার যোগ্য নয়।

বিশ্বেশ্বর। তুমি বলছো কি? চোখে আভিজাত্যের ঠুলি দিয়ে দুনিয়াটাকে তোমরা বিকৃত ক'রে দেখ্‌ছো, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে।

সেফালিকা। সে ঠুলি ভগবানের দেওয়া; আমরা কি করবো?

বিশ্বেশ্বর। স্বকৃত দুষ্টদৃষ্টির একটা চমৎকার অজুহাত এটা। চিরকাল সবাই দিয়ে আসছে। তাই যদি হয়, তবে যার ঠুলি তাকে ফেরৎ দিয়ে মানুষের দৃষ্টিতে দুনিয়াটা দেখার দরকার হ'য়ে পড়েছে'—না দেখলে সেই ভগবানই এমন ঠকাবে বা জব্দ করবে, যে কেঁদে ভাসালেও কোন উপায় থাকবে না।

সেফালিকা। তখন দেখা যাবে। কিন্তু রমলার মত একটা অতি সাধারণ মেয়ের প্রতি আপনার আকর্ষণ একটা কুরুচির পরিচয়। আমরা তার প্রশ্রয় দিতে পারি না।

বিশ্বেশ্বর। (দৃপ্তকণ্ঠে) সাবধান। তুমি কি বলছো জানো না।

সেফালিকা। (অনুরূপ দৃপ্তকণ্ঠে) আপনিও এতদূর মেতে রয়েছেন যে আমি কি বলছি তা বুঝ্‌তে পারছেন না। ওরকম একটা মাষ্টারণীর কি দাম? মাসে দেড় শো, না হয় দু'শো টাকা। অমন দশটা চাকরাণী আমি রাখতে পারি।

বিশ্বেশ্বর। (আরও দৃপ্তকণ্ঠে) আবার বলছি সাবধান। তোমার কথা ফিরিয়ে নাও।

সেফালিকা। সত্য কথা যদি সহ্য না হয়, রমলা দেবীর অনুসরণ করুন। কথা ফিরিয়ে আমি নিই না। (বিশ্বেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।) পালিয়ে চ'লে গেলেই আমার কথা বুঝি মিথ্যা হ'য়ে যাবে বা আমার মুখ বন্ধ হ'য়ে যাবে! এ ধারে খুব সত্য সত্য করেন, সত্যের মর্য্যাদা যা রাখেন তা জানি। বাবাকে পরিষ্কার নিশ্চিন্ত ক'রে এসেছিলেন। এতদিন হ'য়ে গেল, কোন ব্যবস্থা করেছেন?

বিশ্বেশ্বর। (ফিরিয়া) যখন বলা হয়েছে, নিশ্চয় ব্যবস্থা হবে।

সেফালিকা। খুব হবে তা জানি। আরও একটা ভার নিয়েছিলেন মনে আছে?

বিশ্বেশ্বর। (স্মরণ করিয়া) আছে। সময় এলে সে ভারও নেওয়া হবে।

সেফালিকা। তবে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাচ্ছেন যে?

বিশ্বেশ্বর। সময় এখনও হয় নি। (প্রস্থানোদ্যত।

সেফালিকা। কাপুরুষ কোথাকার! নিজের ঘর অপরকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে লজ্জা করে না!

বিশ্বেশ্বর। লজ্জা কাকে বলে তা বিশ্বেশ্বর জানে না। (প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

[বাংলার কোনও অখ্যাত পল্লীতে রমলা স্কুল বসাইয়াছে। ছেলে মেয়েরা পড়িতেছে। পাশেব কোনও উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার রমলার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।]

হেড্‌মাষ্টার। আপনি কোলকাতা ছেড়ে এই ক্ষুদ্র পল্লীতে এসে কাজ আরম্ভ করেছেন তাতে আনন্দিত হচ্ছি, কিন্তু ত'র চেয়ে বেশী হচ্ছি বিস্মিত।

রমলা। কেন ?

হেড্‌মাষ্টার। এ কখনও আশা কব্‌তে পারিনি।

রমলা। এই পল্লীগুলোই ত আমদের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখানেই আমাদের দরকাব সব চেয়ে বেশী।

হেড্‌মাষ্টার। অস্বীকার কর্‌লে এত দীর্ঘকাল এইভাবে কাটাতাম না।

রমলা। তা জানি। আপনাব অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি উপকৃত হতে চাই।

হেড্‌মাষ্টার। অনেক দেরী ক'রে এসেছেন। এই দীর্ঘ দিনে এ দরিদ্রের সম্বল যা ছিল তা নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে। এখন হতাশার বাণী ছাড়া আর কিছু শোনাতে পার্‌বো না।

রমলা। সে কি ?

হেড্‌মাষ্টার। রমলা দেবী, ছিল একদিন যখন তরুণের স্বপ্ন নিয়ে সবকে সোনা কর্‌তে চেয়েছিলাম। তখন ছিল নূতন প্রাণ, নূতন উদ্দম, নূতন আশা। চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিপার্শ্বিক উদাসীনতার জন্য বেশীর ভাগ পেয়েছি বিফলতা। বাধার পর বাধা এসেছে, অপমান লাঞ্ছনা মাথায় তুলে নিতে হয়েছে, স

অম্লান বদনে সহেছি। ভাল সাহচর্য্য পাই নি, নইলে হয় ত আরও একটু এগিয়ে যাওয়া হ'তো। খবরের কাগজে দেখেছি পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে খুব বক্তৃতা হ'চ্ছে ক'লকাতায়,—কিন্তু পল্লীতে কেউ এসে বিশেষ দর্শন দেয় নি। সবাই বল্‌ছে এ দেশের প্রাণ পল্লীগুলির মধ্যে, অথচ এখানে কারও পাত্তা নাই। কত বছর নষ্ট হ'য়ে গেল। গোড়া থেকে পল্লীগুলোকে সর্ব্বস্ব ক'রে যদি প্রকৃত কাজ চল্‌তো আজ দেশটা কতটা এগিয়ে যেতো? আজ সমস্ত পল্লীগুলো এক সূত্রে গাঁথা হ'য়ে এমন চমৎকার মালা হ'তো যে ভারতমাতার সর্ব্বাঙ্গে সেটা হ'তো প্রকৃতই অপূর্ব্ব অলঙ্কার। অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে, রমলা দেবী! অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছে।

রমলা। দেরী হয়েছে ব'লে ছাড়লে চল্‌বে না।

হেড্‌মাষ্টার। ভাটার সময় এসেছে এখন, রমলা দেবী। সে উদ্দম আর ফির্‌বে না। আমরা অতিমানুষ নই,সাধারণের মতই একজন। সাধারণে অবিচার ক'রে আমাদের উপর অসাধারণত্বের দাবী ক'রে। তবে আমরা ভবিষ্যৎ গড়বার চেষ্টা করি, এইখানে সাধারণের সঙ্গে তফাৎ। কিন্তু এই পার্থক্যের জন্য আমাদের যা ন্যায্য দাবী তা কেউ দেয় না।

রমলা। দেওয়া দূরের কথা, অবহেলার চক্ষে দেখে। কি হ'য়েছে তাতে? শিল্পীর মত নিজের সৃষ্টিতেই তৃপ্ত হ'তে হবে আমাদের।

হেড্‌মাষ্টার। কিন্তু আমাদের কাজের সঙ্গে যে অবিচ্ছিন্নভাবে সমাজ জড়িত, দেশ জড়িত। অবহেলার ক্ষেত্রে আজকার অঙ্কুর কি ক'রে কালকার পূর্ণতা পাবে? দেখছেন না সর্ব্বত্র বিফলতা?

রমলা। দেখছি, কিন্তু হতাশ হচ্ছি না।

হেড্‌মাষ্টার। এ দিক দিয়ে হতাশ আমিও হচ্ছি না, রমলা দেবী। এ জাতকে বাঁচাতে গেলে বাধ্য হয়ে এতদিনের ত্রুটির পূরণ কর্‌তে হবে। কলিকাতায় বিশ্বেশ্বরবাবু উঠে পড়ে লেগেছেন শিক্ষার জন্য, শুনে আনন্দ হচ্ছে। আরও আগে এ জাগরণ এলে, আমরা কিছু ক'রে যেতে পারতাম! সে সৌভাগ্য হ'লো না দেখে দুঃখিত হচ্ছি। আজ কবির ভাষায় বলি,

তুমি জানো মোর মনের বাসনা,
কত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না।

কিন্তু রমলা দেবী, এই দীর্ঘকাল বহু ছাত্রের সংস্পর্শে এসেছি, আমার যা বলায় ছিল এদের বলেছি। যারা পারে তারা অন্ততঃ সে কথাগুলো নেবে। যা বলা যায় না তা বল্‌তে পারি নি। যাদের প্রাণ আছে তারা সংস্পর্শে এসে নিশ্চয় সেটা অনুভব করেছে। এদের রেখে যাবো সমাজের কাছে, দেশের কাছে। এই আমার ক্ষুদ্র দান। আমার মত একটা ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে এই যথেষ্ট নয় কি?

রমলা। যিনি বিচারের মালিক তিনি জানেন। আপনি একবার বিশ্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে দেখা করুন!

হেড্‌মাষ্টার। ইচ্ছা আছে এবার অবসর নিয়ে সহরের দিকে যাবো। গেলে নিশ্চয় দেখা কর্‌বো।

রমলা। এ সব ছেড়ে যাবেন তা হ'লে?

হেড্‌মাষ্টার। বহুদিন কাটালাম এখানে। এখন নূতন মানুষ আসুক, নূতনভাবে কাজ আরম্ভ করুক। এক যুগের পর অবসর গ্রহণ করার নৈতিক অধিকার আছে আমাদের। কিন্তু, রমলা দেবী, দেশের অবস্থা অন্য প্রকার হ'লে আজ আমার ভরণ পোষণের

জন্য দায়ী হতো state ; সে ত দূরের কথা, যতদিন বেঁচে থাক্‌বো ততদিন আমার উদরের সংস্থান আমাকেই ক'রে নিতে হবে। কাজেই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবসর পাওয়ার কোন আশা নাই ! অবশ্য তাতে আমি দুঃখিত নই ; কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকে যাদের দুঃখিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকে।

(জনৈক যুবকের প্রবেশ।)

সেই যুবক। অনেক খুঁজে খুঁজে আমরা আস্‌ছি ; এমন একটা জায়গায় আপনি আস্‌বেন তা ভাবতেই পারি নি। বিশ্বেশ্বর বাবু আসছেন।

রমলা। (সন্ত্রস্তভাবে দাঁড়াইয়া) বিশ্বেশ্বর বাবু !

হেড্‌মাষ্টার। কোন বিশ্বেশ্বর বাবু ?

রমলা। আবার কে ?

হেড্‌মাষ্টার। তিনি ? (বিচলিকভাবে) তিনি আস্‌ছেন এখানে ? কবে ?

সেই যুবক। এসে পড়লেন ব'লে। ঐ মাঠে আস্‌ছেন ; আমি একটু এগিয়ে এসেছি।

হেড্‌মাষ্টার ! বিশ্বেশ্বর বাবু আস্‌ছেন ! গ্রামে গ্রামে উৎসব কর্‌তে হবে, সবাই মিলে অভ্যর্থনা জানাতে হবে, আনন্দ কর্‌তে হবে ! হঠাৎ এসে পড়লেন ! কি সৌভাগ্য আমাদের ! আজ বিদুরের কুটিরে শ্রীকৃষ্ণের পদার্পণ ! রমলা দেবী, কি ক'রে অভ্যর্থনা কর্‌বো আমরা তাঁর ? যাই, তাঁকে নিয়ে আসি। ওরে ছেলে মেয়েরা, আনন্দ কর, আজ বড় শুভ দিন।

(দ্রুত প্রস্থান। যুবক তাঁহার পিছনে গেল)

জনৈক বালিকা। কে আস্‌ছেন, মা ?

রমলা। তোমাদের সব চেয়ে বড় বন্ধু। কি খেতে দেবে ওঁকে ?

সেই বালিকা। (একটু চিন্তা করিয়া) দুধ। আমাদের যত দুধ আছে সব দিয়ে দেবো !

রমলা। (হাসিয়া) তোমরা খাবে কি ?

জনৈক বালিকা। কেন খাবো।

রমলা। তিনি তোমাদের আরও দুধ খাওয়াতে চান ; তোমাদের দুধ খাবেন না। আচ্ছা, তোমরা বাগানে গিয়ে খেলা করো ; ফুল নষ্ট ক'রো না যেন। (বালক বালিকারা ছুটিয়া গিয়া সামনের ফুল বাগানে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল, কেহ হাততালি দেয়, কেহ চীৎকার করে, কেহ দৌড়িয়া বেড়ায়, কেহ কাহারও গায়ে গিয়া পড়ে, ইত্যাদি। অন্য দিক দিয়া বিশ্বেশ্বর, হেড্‌মাষ্টার ও কয়েকজন যুবকের প্রবেশ। বিশ্বেশ্বর সামনে বাগানের দৃশ্য দেখিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিল)

রমলা। (বিশ্বেশ্বরকে) বসুন। (বিশ্বেশ্বর তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল)

হেড্‌মাষ্টার। (জোর হাতে) বসুন আপনি।

বিশ্বেশ্বর। সমগ্র ভারতবর্ষকে এমনি করা যায় না ? মাষ্টার মশায়, কেন করা যাবে না ?

হেড্‌মাষ্টার। নিশ্চয় করা যায়। সে চেষ্টা নাই। আরও জাগিয়ে দিলে, হবে।

বিশ্বেশ্বর। অন্য সব জিনিষ নিয়ে সকলে ব্যস্ত, তেমন কান দিয়ে শুন্‌তে চায় না। দিনরাত বলছি.—অন্য যা ক'র্‌ছো করো, সঙ্গে সঙ্গে জাতটাকে তোয়ের ক'রে নাও, ভবিষ্যৎকে সুন্দর কর্‌বার দৃঢ়-ভিত্তি স্থাপন কর,—গলা ভেঙ্গে এল। একটা সুখবর আছে,

মাষ্টার মশায়। টাকার জন্য আর বোধ হয় আটকাবে না। কয়েকজন বিখ্যাত ধনী সমস্ত সম্পত্তি দান ক'রে দিচ্ছেন দেশের শিক্ষার জন্য, তাঁরা অপুত্রক; পোষ্যপুত্র নিয়ে বংশরক্ষা করার চেয়ে দেশ রক্ষা করাই তাঁরা বড় মনে করেছেন।

হেড্ মাষ্টার। শুনে আনন্দিত হ'লাম।

বিশ্বেশ্বর। টাকার জন্য কাজ আটকায়, মাষ্টার ম'শায়? সততা নাই, ঐকান্তিকতা নাই, তাই না এ দুরবস্থা! রমলা, তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

রমলা। আপনার আদেশ অমান্য করার শক্তি আমার নাই।

হেড্ মাষ্টার। (বিস্মিতভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া) রমলা দেবীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন! গ্রামগুলো তবে—

জনৈক যুবক। উনি না থাকলে সেখানকার কাজ চলা কঠিন হ'চ্ছে।

হেড্ মাষ্টার। গ্রামের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে চিরকাল কি নগর—গঠনই চল্‌বে? এতে প্রকৃত কল্যাণ হবে?

বিশ্বেশ্বর। জাল এবারে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়বে; সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু ও না থাকায় আমি বড় অসহায় অনুভব কর্‌ছি; চিন্তার শিথিলতা আস্‌ছে, কর্ম্মের প্রেরণা ক'মে যাচ্ছে।

হেড্ মাষ্টার। (অনেকক্ষণ বিশ্বেশ্বর ও রমলার মুখের দিকে চাহিয়া) তাই ত!

রমলা। (বিশ্বেশ্বরকে) আপনি যা বলছেন সেটা বোধ হয় বোঝার ভুল। আমাদের প্রেরণা দিয়েছেন আপনি; আমাদের যৎকিঞ্চিৎ আপনার অনুগ্রহে। কোল্‌কাতায় অনেকদিন কাটিয়েছি, এবার এসেছি নগণ্য গ্রামে যেখানে আমাদের

প্রয়োজন আরও বেশী। এই যে ছোট প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে এর মধ্যে আপনিই আছেন। একে ছেড়ে যেতে বলেন, আমি যেতে বাধ্য। কিন্তু আমি এখানে একটু শান্তি পাচ্ছি যেটা কোলকাতায় মিল্‌তো না, বোধ হয় আমার পক্ষে এই যোগ্য স্থান। কোলকাতায় লোকের অভাব নাই। সেফালিকার কাছ থেকে আপনি ভাল কাজ পাবেন।

(কয়েকটি ছেলে মেয়ে আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল।)

বিশ্বেশ্বর। তোমরা সবাই ভুল বোঝ।

রমলা। তাই যেন হয়। (ছেলে মেয়েদের প্রতি) তোমাদের খেলা হ'য়ে গেল?

হেড্ মাষ্টার। (ছেলে মেয়েদের প্রতি) ইনি তোমাদের মা'কে নিয়ে যেতে এসেছেন যে। (বিস্মিত ছেলে মেয়েরা রমলার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে অন্যান্য ছেলে মেয়েরা আসিয়া দাঁড়াইল।)

জনৈক মেয়ে। মাকে নিয়ে যাবে?

হেড্ মাষ্টার। হাঁ।

সেই মেয়ে। (বিশ্বেশ্বরের সামনে আসিয়া কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া) তুমি চ'লে যাও এখান থেকে,—যাও!

রমলা। (ভর্ৎসনার সুরে) ছি! ওকি কি কথা?

সেই মেয়ে। আপনাকে নিয়ে যাবে কেন এখান থেকে?

(অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও বিশ্বেশ্বরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।)

অনেকে। তুমি যাও এখান থেকে।

বিশ্বেশ্বর। (হাসিমুখে) চমৎকার সৈনিক তৈয়ারী করেছো, রমলা। অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমারি জয় হোক। (আশীর্ব্বাদের হাত উত্তোলন। রমলা শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করিল।) (ছেলে

মেয়েদের প্রতি) প্রাণে যা চায় না এমনি ক'রেই তা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রো ! তোমাদের মা'কে কেউ তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। চলো, আমরা বাগানে গিয়ে খেলা আরম্ভ করি। রমলা, খরচ কোথায় পাও ?

রমলা। যা অভাব পড়ে হিরুবাবু দেন।

হেড্ মাষ্টার। (বিশ্বেশ্বরকে) তার সঙ্গে দেখা হ'লে ব'লে দেবেন, এই দরিদ্র শিক্ষক তাকে শুভ ইচ্ছা জানাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। (হাসিমুখে) বল্‌বো ; কিন্তু সে দস্যু এবং গাঁটকাটার সর্দার, জানেন ত ?

হেড্ মাষ্টার। জানি। হয়ত সেও আমাকে জানে।

বিশ্বেশ্বর। আপনার নামটা কি বল্‌বো ?

রমলা। হিরু বাবু ওঁরি ছাত্র ছিলেন।

বিশ্বেশ্বর। (সতৃষ্ণভাবে চাহিয়া) আপনি কি তবে সতীশ বাবু ?

হেড মাষ্টার। এ দরিদ্র সেই নামে পরিচিত। (বিশ্বেশ্বর সতীশ বাবুর পায়ের ধুলা লইতে গেল।) আহা ! করেন কি ?

বিশ্বেশ্বর। বাধা দেবেন না। আপনার অনুগ্রহে হিরুকে পেয়েছি। (জোর করিয়া পায়ের ধুলা লইল।)

সতীশ বাবু। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) আমাকে অপরাধী করলেন। শ্রীকৃষ্ণই বিদুরের প্রণম্য।

বিশ্বেশ্বর। ওকথা বল্‌বেন না। দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ এখনও এ জাত ভাল ক'রে কর্‌তে শেখেনি ; যখন শিখ্‌বে তখন দেখ্‌বে দেনা সব চেয়ে বেশী আপনাদের কাছে। আপনারা সবারি প্রণম্য।

রমলা। ওঁকে আপনার সঙ্গে দিতে পারি।

বিশ্বেশ্বর। আমি কৃতার্থ হ'বো। (ছেলে মেয়েদের প্রতি) তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে যে! চলো, চলো, খেল্‌তে হবে, সতীশ বাবু, আসুন্—(বাগানে গিয়া বিশ্বেশ্বর ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ছুটাছুটি ও চীৎকার আরম্ভ করিল। সতীশ বাবু দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন; রমলা বিস্মিতভাবে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।)

চতুর্থ দৃশ্য।

অপূর্ব্ব'র ঘর। অপূর্ব্ব ও অমল।

অপূর্ব্ব তুমি পাগোল না কি? একটা মেয়ের জন্য আহার নাই, নিদ্রা নাই। দুনিয়ায় কি আর মেয়ে মানুষ নাই?

অমল। নূতন কিছু বলার নাই।

অপূর্ব্ব আমি জলধর বাবুর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম সেফালিকার সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব ক'রে। প্রস্তাব একেবারে নামঞ্জুর হয়েছে। সেফালিকাই অমত করেছে। তার মতে তুমি একটা ছেলে মানুষ, বিয়ে করার বয়সই হয়নি তোমার।

অমল। তাই না কি!

অপূর্ব্ব। কথাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যা বলেনি। তা ছাড়া, হ্যাংলা ছেলেদের নিয়ে মেয়েরা আমোদ ক'রে, কিন্তু বিয়ে কর্‌তে চায় না। এটা তোমরা যে বোঝো না এইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়।

অমল। তা হ'লে আর আপনার উপর নির্ভর কর্‌বার কিছু নাই, কি বলেন?

অপূর্ব্ব। নেইও বটে, আবার আছেও বটে। তা তুমি সেফালিকাকে ভালবাসাটা ছেড়েই দাও না। বরং দু'জনে মিলে কর্ত্তার কাছ থেকে আরও কিছু আদায় কর্‌তে পারা যায় কি না দেখা যাক্।

অমল। সেফালিকাকে আমি ছাড়্‌বো না, ছাড়্‌তে পার্‌বো না।

অপূর্ব্ব। আচ্ছা, সেফালিকার জন্য তোমার প্রাণ আটুপাটু ক'রে? বুকটা চড়্‌চড়্‌ ক'রে? দমটা হাঁসফাঁস্ করে? ক'রে, কেমন? আমি বল্‌ছি ওটা একটা ব্যাধিবিশেষ, আজকাল অনেকের হ'চ্ছে। ওর ঔষধ হ'চ্ছে তিন ঘণ্টা লেফট্‌ রাইট্‌ করা, আর অঙ্কুরিত ছোলা খাওয়া। তিন দিন পরীক্ষা ক'রে ছাখো, সব ঠিক হ'যে যাবে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ঐ করিয়ে আমি অনেকের লভে-পড়া রোগ সারিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, মাধুরী দেবীকে জিজ্ঞাসা ক'রো। মাধুরী দেবী, ও মাধুরী দেবী, আপনি আছেন কি? (মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। অমল বাবু যে! নমস্কার! (অপূর্ব্বকে) এখন কোন official duty আছে?

অপূর্ব্ব। একটা urgent duty আছে। (অমলকে দেখাইয়া) এ বেচারীকে তুমি চেষ্টা করে একটু লাভে পড়িয়ে নিতে পারো না? আর না হয়, লাভে পড়াটা যাতে সারে তার ব্যবস্থা কর্‌তে পারো না? ওকে বল্‌ছি, তিন ঘণ্টা লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ আর অঙ্কুরিত ছোলা, তিন দিনে সেরে যাবে। বিশ্বাস কর্‌ছে না আমার কথা।

মাধুরী। ঠিকই করেছে। তোমার কথা বিশ্বাস করে তাই করুক, আর আস্ত একটা অখাদ্য হ'য়ে যাক্! (অমলকে) খবরদার ও সব

ক'রো না। আচ্ছা, তুমি আমাকে ত ভালোবাসতে পারো, ভালবাসছো না কেন ব'লো দেখি? আমার চেহারা ভালো নয়? আমাকে কিন্তু বহুলোক পছন্দ করেছে। তুমি সময় মত এসো, দু'টো গোপনে কথা, কিছু কিছু আড়চোখে চাহনি, মাঝে মাঝে গদ গদ ভাব, চোখ মুখ লাল করা, ও সব হ'বে এখন। (অপূর্ব্বকে দেখাইয়া) ও ছেলে মানুষ! এ সব কিছু বোঝে না।

অপূর্ব্ব। ওকে তোমার গান শুনিয়েছ কখনও?

মাধুরী। সেধে শোনাতে যাবো কেন? খোসামোদ করবে, আমি গাইবো না গাইবো না করবো, শেষে অনুরোধ এড়াতে না পেরে একটা গাইবো। ও বলেছে কখনো?

অপূর্ব্ব। তোমার গান শুনলে হয়তো ও লভে পড়ে যেতে পারে। দ্যাখো না চেষ্টা ক'রে। অমল কি ব'লো? আচ্ছা, শুনেই দ্যাখো না, বাপু! মাধুরী দেবী, বেশ একটা লাভে পড়বার গান গাও দেখি। বরষা কাল, হয়ত পড়েই যাবে।

মাধুরী। ও ছেলে মানুষ বাদলের গান শুনবে কি? (অমলকে) শুনবে?

অমল। গাইতে পারেন।

(মাধুরী গাহিতে লাগিল।)

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বাদল বরষে।
বেয়াকুল যামিনী জাগয়ে কামিনী
নিদ-হীন শয্যা বিনা প্রিয়-পরশে॥
গুরু গুরু ডাকে দেয়া চমকে বিজলি,
বন মন উপবন উঠিছে উজলি।
শূন্য কুটীর মম ভরা শুধু হুতাশে॥

সামনে সবুজ ক্ষেত জলে নাচে থৈ থৈ।
একা ব'সে কাঁদি ঘরে, প্রিয় মোর কৈ কৈ ?
ডাকে ঐ কপোতী সুকরুণ সুরে।
এ হেন বাদলে কেন মোর বঁধু দূরে।
ঝর ঝর ঝরে ধারা, আপন হরষে॥

অপূর্ব্ব। (অমলকে) ভাল বেসে ফেলেছ না কি ?

অমল। মাধুরী দেবীর গান মন্দ নয়।

অপূর্ব্ব। মানে, ভাল বল্‌ছো না ?

অমল। ভালই; কিন্তু গানটা—

অপূর্ব্ব। তবে ভালো বাসোনি, কি বলো ?' তোমার নামে আমি তা হ'লে একটা বিল করতে পারি।

অমল। (চমকিতভাবে) কিসের বিল ?

অপূর্ব্ব। আমার official স্ত্রীর গান শোনার জন্য! কত টাকার কর্‌বো ? (চিন্তা করিয়া) একশো এক টাকার, কি ব'লো ?

অমল। আগে বলা উচিত ছিল।

অপূর্ব্ব। আমার ধারণা ছিল তুমি লাভে পড়ে যাবে। তা যখন পড়োনি, গান শোনার ফি দিতে হবে না ? যেটা প্রেমের পরিশ্রম,—যাকে ব'লে labour of love, একমাত্র তারই জন্য ফি দাবী করা সঙ্গত নয়। অর্থশাস্ত্রের যুগে প্রত্যেক কাজের অর্থ থাকা চাই। এই যে তোমার সেফালিকাকে ভালবাসা,—ওর বাবার অর্থ না থাকলে সম্ভব হ'তো ? হ'তো কি না, ব'লো ?

অমল। নিশ্চয় হ'তো।

অপূর্ব্ব। তা হ'লে তুমি একটা প্রকৃতই বিকৃতমস্তিষ্ক লাভে-পড়া অখাদ্য। তোমার সঙ্গে আমার কোন কারবারই হ'তে পারে না।

অমল। তা হ'লে আমাকে এবার direct action নিতে হ'বে।

অপূর্ব্ব। Direct action! হাঃ—হাঃ—হাসলে তুমি দেখছি। ওসব কথা বাদ দাও। লাভে পড়া থাক্ এখন। সেফালিকা তোমার উপযুক্ত নয়, তুমিও সেফালিকার উপযুক্ত নও। যদি পারো বুদ্ধিমানের মত জলধর বাবুর কাছ থেকে আরও কিছু আদায় করো।

অমল। আচ্ছা, নমস্কার। (প্রস্থানোদ্যত)

অপূর্ব্ব। আরে শোনো না। কাউকে একেবারে হতাশ করা আমার অভ্যাস নয়।

অমল। (ফিরিয়া) আর আঁশা দিয়ে কাজ নাই। (প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য

[শিশুসদনের অফিস্ ঘর। কয়েকজন যুবক কাগজপত্র লইয়া কাজে ব্যস্ত। বিশ্বেশ্বর মাঝখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশের যুবক সেক্রেটারী।]

সেক্রেটারী। সমস্ত প্রায় ঠিক হ'য়ে এলো; এখন শিশুসদনের কাজ আরম্ভ করতে হ'বে।

বিশ্বেশ্বর। (উদাসীনভাবে) হাঁ।

সেক্রেটারী। কাল তা হ'লে একবার চলুন, আর কোথায় কি করতে হ'বে দেখে ব্যবস্থাদি ক'রে দেবেন।

বিশ্বেশ্বর। যাবো।

সেক্রেটারী। ওদের ব'লে দিই সেই মর্ম্মে?

বিশ্বেশ্বর। দাও। আর কি করতে হ'বে?

সেক্রেটারী। (বিস্মিত ভাবে) আমরা আপনাকে ব'লে দেবো কি করতে হ'বে ?

বিশ্বেশ্বর। (সচেতন ভাবে) কেন ? বল্‌তে হ'বে না ? তোমাদেরই সব কর্‌তে হ'বে যে। তোমাদের একটা ভুল ধারণা আছে। আমিও তোমাদের মত যন্ত্র বিশেষ, যন্ত্রী বাজালে বাজে, না বাজালে চুপ্‌ ক'রে থাকে।

সেক্রেটারী। আমরা আপনাকেই যন্ত্রী ব'লে জানি।

বিশ্বেশ্বর। ভুল,—মস্ত বড় ভুল। আমিও অতি সাধারণ, সকলেরই মত একজন! সকলে আমার ভুল দিকটা দেখে।

সেক্রেটারী। আপনি এ কথা বল্‌লে আমরা দাঁড়াই কোথায় ?

বিশ্বেশ্বর। তোমরা ঠিকই আছো ; ভুল করছো নিজেদের ছোট ক'রে দেখে। (তৎপরতার সহিত) অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে, না ? এসো, তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যাক্‌। আস্‌বে না যখন, তখন আমাকেই সব করতে হবে।

সেক্রেটারী। কে আস্‌বে না ?

বিশ্বেশ্বর। ত্বনিযায় কত লোক যায় আসে, কিন্তু লোকের মত লোক কয়টা আসে ? প্রতীক্ষায় থাকৃতে হয়, সাধনা করতে হয় তবে আসে। সহজে যাদের পাওযা যায় তারা আমাদেরি মত সাধারণ। আচ্ছা, আমাদের শিশু-নগরের চার দিকে চারটে বড় তোরণ তৈরী করা হযেছে ? প্রত্যেকটির উপরে বড় বড় সোণার অক্ষরে লিখে দেওয়া হয়েছে "**শিশুনগর**" ?

সেক্রেটারী। হাঁ।

বিশ্বেশ্বর। গিয়ে দেখতে সাহস হচ্ছে না আমার। কেন জানো ? যদি যা চেয়েছিলাম তা না দেখি ! হয় ত' মনটা দ'মে যাবে।

সেক্রেটারী। মনের মত ক'রে নেবেন।

বিশ্বেশ্বর। কখনও তা হ'বে মনে ক'রো? এ নগর চিরকাল গড়বে। বাঁশীর সুরে যে নগর গড়্‌তে থাকে, এ যে সেই নগর। সুরের বিরাম যতদিন না হ'বে ততদিন এ গড়া চল্‌তে থাকবে।

(হিরুর প্রবেশ।)

এই যে হিরু, এসো। বল্‌ছিলাম কি জানো?

হিরু। শুনেছি। কিন্তু সুরের শিথিলতা এলে সব বন্ধ হয়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বর। বন্ধ হ'বে কেন? বন্ধ হ'তে দেওয়া হ'বে কেন? শোনার কাণ যতদিন ঠিক থাক্‌বে, বাঁশী ঠিক বাজবে। কাণ পেতে শোনা চাই, শুন্‌তে শুন্‌তে যদি বা হঠাৎ কেউ শোনার শক্তি হারিয়ে ফেলে তাতেই বা কি যায় আসে? আর যারা শুন্‌ছে তাতেই হ'বে। ব্যক্তি বিশেষ শুনুক বা না শুনুক আমাদের নগর গড়ে উঠা চাই।

হিরু। সেটা হয় ত ব্যক্তি বিশেষের শোনার উপরেই নির্ভর করতে পারে।

বিশ্বেশ্বর। জনসাধারণের যুগ; সাধারণের উপরেই শোনার ভার দিতে হ'বে।

হিরু। যার জন্য প্রয়োজন অসাধারণ সাধনা তা সাধারণের জন্য নয়।

বিশ্বেশ্বর। তুমি মাঝে মাঝে আমাকে বড় চিন্তিত ক'রে তোল, হিরু। কিন্তু বোধ হয় রক্ত মাংসটা সবারি সমান। কিন্তু...কিন্তু.... (সতেজভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল) না, না, ওসব কোন কাজের কথা নয়। এই ত সবে প্রতিষ্ঠা, এখনও দীর্ঘ পথ, বহু সাধনা চাই, বহু পরিশ্রম চাই,—এ দেহ ভস্মীভূত হওয়ার আগে অবসাদ এলে চলবে না। হিরু, অবসাদ এলে চলবে না, কিছুতেই না।

হিরু। আমি একবার রমলা দেবীর কাছে যেতে চাই। সম্ভব হ'লে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে চাই।

বিশ্বেশ্বর। ওর কাজে ব্যাঘাত এনে লাভ নাই। হয়ত ও ঠিক ক্ষেত্রই বেছে নিয়েছে।

হিরু। হ'তে পারে। কিন্তু এখানে ওঁর প্রয়োজন আরও বেশী।

বিশ্বেশ্বর। আমি গিয়েছিলাম, হিরু। তাকে সেখানেই থাকতে ব'লে এসেছি।

হিরু। তাঁকে নিয়ে আসার অনুমতি আপনার কাছে চাচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর। যে কর্ম্মক্ষেত্র সে নিজে বেছে নিয়েছে তাথেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে আসার অধিকার আমারও নাই, তোমারও নাই। প্রয়োজন হ'লে সে নিজেই আসবে।

হিরু। তা হ'লে যাবো না?

বিশ্বেশ্বর। না।

হিরু। আসছে দিনের সভায় তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হ'বে না?

বিশ্বেশ্বর। সে তোমাদের ইচ্ছা।

হিরু। সে সভায় আসতে তাঁকে আমরা নিমন্ত্রণ করবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[অপূর্ব্ব'র ঘর। অপূর্ব্ব ও মাধুরী।]

অপূর্ব্ব। হ্যাণ্ডনোটটা বিশ্বেশ্বর বাবুকে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া যাক্, কি ব'লো? উনি যখন জলধর বাবুকে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে ব'লে এসেছেন, তখন ওঁর সম্মানের জন্য দিয়ে দেওয়াই ভাল।

মাধুরী। হিরু বাবুও চান যে ওটা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হোক। হিরু বাবুর কথা রাখতেই হ'বে।

অপূর্ব্ব। হিরুবাবু বলেছেন না কি?

মাধুরী। হাঁ। আজ সকালে ওঁর লোক এসে চিঠি দিয়ে গিয়েছে। ড্রয়ারে চিঠিটা আছে, ত্থাখো। (অপূর্ব্ব ড্রয়ার খুলিয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।)

অপূর্ব্ব। (পড়া শেষ করিয়া) চিঠিটা দেখেছ ত?

মাধুরী। হাঁ।

অপূর্ব্ব। আচ্ছা, (চিঠি পড়িয়া) "জলধর বাবুর সম্বন্ধে আপনার ব্যবস্থার আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি"—তা না হয় হ'লো, কিন্তু, "অন্য দিক দিয়ে এমন পরিস্থিতি হয়েছে যাতে হ্যাণ্ড নোটটি ফেরৎ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কাজেই ওটা বিশ্বেশ্বর বাবুকে ফেরৎ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতি। আপনার বন্ধু, "হিরু।" "আপনার বন্ধু!"—ভাল! কিন্তু পরিস্থিতিটা খানিকটা বুঝলাম, খানিকটা বুঝ্‌লাম না। রমলা আস্‌বে না বলেছে, না?

মাধুরী। হাঁ।

অপূর্ব্ব। এলে ভাল কর্‌তো।

মাধুরী। আমি লিখেছি, একদিন আস্‌তেই হবে, এখন আসাই ভাল।

অপূর্ব্ব। ভাল করেছো। হ্যাণ্ড-নোটটা তা হ'লে বিশ্বেশ্বর বাবুকে আজ দিয়ে এসো। এটা নিয়ে ওঁকে মাথা ঘামাতে দিয়ে লাভ নাই। (দরজায় আঘাত ও শব্দ "শীঘ্র দরজা খোল") বিশ্বেশ্বর বাবু না? গলাটা কি রকম লাগ্‌ছে যেন! (তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিল। বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ; রুদ্র মূর্ত্তি, মাথার চুল খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে, হাত মুষ্টি-বদ্ধ।) এ কি? আসুন—

বিশ্বেশ্বর। সেই হ্যাণ্ডনোট চাই! না দিলে খুন ক'রে নিয়ে যাবো।

অপূর্ব্ব। আচ্ছা, সে হ'বে। বসুন।

বিশ্বেশ্বর। বসবার অবসর নাই। এখনি খুন করবো।

অপূর্ব্ব। খ'লি হাতে এসেছেন খুন কর্‌তে? একটা অস্ত্র দিচ্ছি, বসুন।

বিশ্বেশ্বর। আমি বস্‌বো না।

অপূর্ব্ব। কি নেবেন? ভুজালি, না রিভলবার? ভুজালিই দিই, গলা কাটার বেশ সুবিধা হয়। (ড্রয়ার হইতে ভুজালি বাহির করিয়া দিতে গেল) নিন,—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন যে? সাহস হ'চ্ছে না ভুজালি ধরতে? আমাকে আগে মেরে তারপর মাধুরীকে মারবেন,—নিন্, (টেবিলের উপর ভুজালি ফেলিয়া দিয়া) দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? জলধর বাবুর কাছ থেকে আমি এক লাখ টাকার হ্যাণ্ড নোট লিখিয়ে নিয়েছি, সম্ভব হ'লে আরও লিখিয়ে নেবো। জলধর বাবুর মত যারা আছে সম্ভব হ'লে তাদের কাছ থেকেও এই রকম হ্যাণ্ড নোট লিখিয়ে নেবো। এই আমার নীতি। নিন্, দয়া ক'রে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে দুনিয়াকে মহা দুর্নীতির হাত হ'তে রক্ষা করুন। রক্তপাত কর্‌তে সাহস হচ্ছে না, কেমন? (ড্রয়ার হইতে রিভলবার বাহির করিয়া) এইটে নিন্। আমার বুক লক্ষ্য ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে ঘোড়াটা টিপে দিন; ছোঁয়া হবে না, চোখ বন্ধ থাক্‌লে রক্তপাত দেখা যাবে না; খুনের চার্জ্জও আস্‌বে না।

বিশ্বেশ্বর। বটে!

অপূর্ব্ব। হাঁ। অবশ্য আমি মাথা দিতেও প্রস্তুত। 'মাথা দেবো, কিন্তু

ধর্ম্ম দেবো না। যারা জলধর বাবুর মত তাদের জব্দ করাই আমার ধর্ম্ম।

বিশ্বেশ্বর। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

অপূর্ব্ব। আশ্চর্য্য কিসের? জোচ্চোরের সৎ-সাহস না থাকতে পারে, কিন্তু সাহস থাকে।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু তোমার এ কি?

অপূর্ব্ব। কেউ বোঝে না, আপনি বুঝ্‌বেন? আপনার গায়ে জোর আছে; আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যেতে পারতেন। মনে জোর নাই, পারলেন না। যাদের গায়ে এবং মনে জোর আছে তারা দিব্যি মাথার পর মাথা কেটে যায়। আমি একা, আপনি একা এসেছেন; যদি অনেক হ'তাম, অনেকে মিলে আস্‌তেন।

বিশ্বেশ্বর। হুঁ।

অপূর্ব্ব। আমার অপরাধটা কি? এমন একটা লোক যে নিজে খায় না, অপরকে দেয় না, অথচ লাখ লাখ টাকার মালিক হ'য়ে ব'সে রয়েছে, অধিকন্তু সব সময়ে চেষ্টা করছে কি ক'রে অপরের কাছ থেকে আরও লাখ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে সিন্দুক ও ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া যায়, তার কাছ থেকে আমি ফাঁকি দিয়ে একটা মোটা টাকার হাত-চিঠে লিখিয়ে নিয়েছি! অন্যায় করেছি?

বিশ্বেশ্বর। (চেয়ারে বসিয়া) ওসব ভূঁড়ি ফাঁসিয়ে দেওয়া উচিত।

অপূর্ব্ব। বহু লক্ষ লোক দেশে না খেয়ে ম'রে গেল, অথচ ব্যাঙ্কে টাকা আর গুদামে খাদ্য সমানে জমা রয়ে গেল। কেন? নিশ্চয় এ

জাতটার শ্রাদ্ধে পিণ্ড দেওয়ার জন্য ! এই রকম একটা জমা থেকে আমি এক লাখ টাকা বার ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করেছি ; সোজা পথে পারিনি, জোচ্চোরির আশ্রয় নিয়েছি। যারা টাকার গদিতে ব'সে অম্লান বদনে একটা জাতকে এই ভাবে মরতে দেখতে পারে, তাদের কাছ থেকে এভাবে টাকা বের ক'রে নেওয়া আমি উচিত মনে করি। এর জন্য যদি মাথা যায় দুঃখিত নই।

বিশ্বেশ্বর। তাই ত !

অপূর্ব্ব। আমাকে নিশ্চয় জোচ্চোর বল্‌বেন। আজ যদি আমার জন-বল থাক্‌তো উল্টে আমিই প্রমাণ ক'রে দিতাম যারা আমাকে জোচ্চোর বলে তারাই জোচ্চোর ! কিন্তু আমি একা। তবুও বলছি যারা আমাকে জোচ্চোর বলে তারাই জোচ্চোর। এর জন্য আপনাদের আইন ও শৃঙ্খলার কেতাদুরস্ত ক্ষেত্রে মহামারী লেগে যেতে পারে, এবং ফলে আমাকে মাথা হারাতে হতে পারে। আমি তাতে দুঃখিত নই।

বিশ্বেশ্বর। একদিকে সত্য, আর একদিকে প্রতিশ্রুতি।

অপূর্ব্ব। সত্য আবার কি ? যেটা জোর ক'রে অনেকের দ্বারা বলানো যায় সেটাই সত্য। ব্যক্তিগত কারণের জন্য আমার সঙ্গে আপনার ঝগড়া ; আমার গায়ে যদি জোর থাকে আমি বলবো এবং আরও পাঁচজনের দ্বারা বলাবো আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া বা যুদ্ধ কর্‌ছি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য। টাকা এবং একটু গলার জোর থাক্‌লে আমার দলে লোকের অভাব হ'বে না। আপনি যদি হেরে যান, আমি তখন আপনার মাথা নেবো ; আর আমি যদি হারি, আপনি আমার মাথা নেবেন।

অবশ্য আমি মাথা দিতে দুঃখিত নই। কিন্তু আমি শেষ পর্য্যন্ত বল্‌বো, আমি যুদ্ধ করেছি মানবের মঙ্গলের জন্য, স্বাধীনতার জন্য,—Mine has been a war of freedom." War of freedom বোঝেন ?

বিশ্বেশ্বর। বলে যাও।

অপূর্ব্ব। কিচ্ছু বোঝেন না। অভিধান দেখে War of freedom এর, মানে ঠিক করবেন। "Law and order".—আইন ও শৃঙ্খলার মানে বোঝেন ? অভিধান দেখে মানে ঠিক করবেন। আমি ছলে বলে কৌশলে একবার যদি আপনাকে হারাতে পারি, আমার প্রতিষ্ঠা হবে Law and order,—আইন ও শৃঙ্খলার উপর ; আপনি টুঁ করে কথা কইলেই মাথা নেবো। অবশ্য প্রকাশ্য দরবারে আপনার বিচার করবো আমার লোক দ্বারা লেখা আইনের সূত্র অনুসারে ; বিচারক থাকবে ; বুদ্ধির আগুনে ভাজা কথার খৈ'এর চটপটানির চোটে সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে, সূত্র ব্যাখ্যা করার কসরতে সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে। শেষে বিচারকের রায় অনুসারে আপনার মাথাটা পরিষ্কারভাবে যাবে। সবাই বুঝবে মাথাটা গেল আইন ও শৃঙ্খলার জন্য। অবশ্য আমি হারলে আমার মাথাটাও যাবে, কিন্তু আমি তাতে দুঃখিত নই। এই Law and order আপনাদের পেয়ে বস্‌তে পারে, কিন্তু আমাকে পায়নি। কেন পায়নি জানি না। ঠিক ভাবে জোচ্চোরি করতে পার্‌লে আমার বড় ভাল লাগে।

বিশ্বেশ্বর। যা জোচ্চোরি তা চিরকাল জোচ্চোরি।

অপূর্ব্ব। আগেই বলেছি, আপনি অনেক কিছু বুঝেন না।

পলাশির যুদ্ধ জেতা হয়েছিল একেবারে খাঁটি ধর্ম্মের আইন অনুসারে। কেমন? তাথেকে একটা বিবাট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয় বাইবেলের খাঁটি প্রেমধর্ম্ম অনুসারে। কি বলেন? তার প্রতিষ্ঠা যে Law and order'এর উপর, সেটা কোন অশ্বডিম্ব ফেটে বেরোলো বলুন দেখি? কিন্তু এর অনুগ্রহে একটা জাতেব এত বড় হ'যে যাওয়াটা জোচ্চোরি? বলুন। যে জয় করতে জানে সে যা বলে তাই সত্য, তার কথা মানাটাই হ'চ্ছে Law and order। আমি জয়ী নই, সেইজন্য আমি যা বল্‌ছি তার জন্য আমাব মাথা যেতে পারে; কিন্তু আমি তাতে দুঃখিত নই। মোটের উপর, যতদিন ভুঁড়ি মোটারা সাধারণকে অগ্রাহ্য করবে, যতদিন ব্যাঙ্কে মোটা মোটা টাকা জমা থাক্‌বে অথচ মানুষ না খেয়ে মরবে, যতদিন মোটর-চড়া প্রভুরা পথে নামতে ভয় পাবে কেন না তাদের লতানো শান্তি-পুরী কোঁচায় ধুলো লাগবে, আর গরীবের তিন হাতের কাপড় জুটবে না লজ্জা নিবারণের জন্য, ততদিন আমি জোচ্চোরি করবোই।

বিশ্বেশ্বর। তুমি সত্যি ভাবিয়ে তুল্‌লে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি যে।

অপূর্ব্ব। রাজনীতি একদম জানেন না তাই আপনার এই অবস্থা। প্রতি-শ্রুতি দিতে হবে কিন্তু সে অনুসারে কাজ কর্‌তে বিলম্ব কর্‌তে হবে; দরকার হ'লে ঠিক উল্টো কাজও ক'রে যেতে হ'বে, বল্‌তে হবে, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারেই এটা হ'চ্ছে। অর্থ নীতির তিন নীতি—ভিক্ষা, ধার, চুরি,—Beg, borrow or steal, রাজনীতির তিন নীতি,—ছল, বল, কৌশল; ব্যবসা'র তিন নীতি,—Black marketing, ব্যাঙ্কে জমা, কিছু কিছু

Relief work, ধর্ম্মের তিন নীতি-অবতার সেজে সুবিধামত শাস্ত্র ব্যাখ্যা, শিষ্যসংগ্রহ, শিষ্যদের মাথায় পা চাপিয়ে দিব্যি আরামে বসে থাকা; কৃতকার্য্যতার তিন নীতি-সময়োপযোগী আবিষ্কার, মানবতার নামে প্রচার, আরামে আরামকেদারায় পা ফাঁক করে ব'সে সিগারেট টানা। অর্থনীতির মাত্র একটা আমি নিয়েছি, ধার; তবে আমার পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে নিজে ধার না করে অপরকে করাচ্ছি। এ আমায় কর্‌তেই হবে। তবে এখনও মাথা নিলেন না দেখে আমায় একটু চিন্তিত হয়ে পড়্‌তে হ'চ্ছে, বোধ হয় ওটা আপনাকে ফেরৎ দিতেই হবে। মাথা নিলে কিন্তু কিছুতেই দিতাম না। মাধুরী দেবী, হ্যাণ্ড-নোটটা ওঁকে দিয়ে দাও।

(মাধুরী হ্যাণ্ড-নোটটা বাহির করিয়া দিতে গেল।)

মাধুরী। নিন্‌।

বিশ্বেশ্বর। নেবো না।

মাধুরী। আর রাগ ক'রে দরকার নাই; নিন্‌। (ভাল করিয়া মুখ দেখিয়া) কিন্তু এ কি হয়েছে আপনার? (অপূর্ব্বকে) এখানে এসো। (অপূর্ব্ব ছুটিয়া আসিল।)

অপূর্ব্ব। (ভাল করিয়া দেখিয়া টেবিলের কাছে মাধুরীকে ডাকিয়া) তাতেই উনি এত অসুস্থ হয়েছেন। বসন্ত হয়েছে!

(অমলের প্রবেশ।)

অমল। ও জোচ্চোরটা এখানে কি করছে? (দ্রুতগতিতে টেবিলের উপর হইতে ভুজালি লইয়া বিশ্বেশ্বরকে আঘাত করিয়া) কেমন, আর অমলের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে?

অপূর্ব্ব। (ভুজালি কাড়িয়া লইয়া অমলকে মারিতে মারিতে) হতভাগা,

করলি কি? এই কে আছিস? শিগ্রি ডাক্তার ডাক, মাধুরী, ধরতে পারবে? চলো ওঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যাই।

বিশ্বেশ্বর। অমল, ভুল বুঝেছ। (অপূর্ব্বকে) কিন্তু এটা ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন না জানে। কাজ যাতে বন্ধ না হয় সে ভার তোমাদের উপর রইলো। (দ্রুত হিরুর প্রবেশ।)

হিরু। সর্ব্বনাশ! আধ মিনিট দেরীর জন্য—

বিশ্বেশ্বর। যা হয় ঠিক হয়। হিরু, ব্যস্ত হওয়ার কিছুই নাই। অমলের কোন ক্ষতি হ'তে তোমরা দিও না। আমি তোমাদের মধ্যেই আছি, থাকবো; কাজ যেন বন্ধ না হয়।

(হিরু বিশ্বেশ্বরকে কোলে তুলিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল, অপূর্ব্ব ও মাধুরী পিছনে পিছনে গেল। অমল রিভলভার ও হ্যাণ্ডনোটটা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।)

সপ্তম দৃশ্য।

[সেফালিকার ঘর। অমল ও সেফালিকা।]

অমল। আজই এখানে থেকে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। জানো ত আজ বিকেলে বিশ্বেশ্বর বাবুকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সভা হ'বে? ঐ সভার সমস্ত লোক নিয়ে তিনি আসবেন তোমাদের এখানে লুট করতে। এখন থেকে' না কি ঐ রকম লুটই চলবে। অনেক দিন থেকে ঐ কথাই ব'লে বেড়াচ্ছেন, শুনেছ বোধ হয়;

সেফালিকা। কোথায় এ সংবাদ পেলে?

অমল। সেটা না বলাই ভাল। শুনলে তুমি সুখী হবে না। রমলা এখানে

না থেকেও তোমার এত বড় শত্রুতা করতে পারে তা ভাবতে পারিনি।

সেফালিকা। বটে! তুমি জানলে কি ক'রে?

অমল। সেটা বলতে পারবো না। এই কোলকাতায় কোথায় কি হ'চ্ছে সব খবর আমরা রাখি। মঙ্গল চাও, আজই কোল্‌-কাতার বাহিরে কোথাও চ'লে যাও।

সেফালিকা। ঠিক বলছো?

অমল। তোমার কাছে অন্ততঃ আমি বাজে কথা বলি না। এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। আমিও সঙ্গে যেতে পারতাম; কিন্তু আজ আমাকে এখানে থাক্‌তেই হবে।

সেফালিকা। তা হ'লে উপায়?

অমল। তোমার কোন ক্ষতি বিশ্বেশ্বর বাবু হ'তে দেবেন না এ বিশ্বাস আমার আছে। মুস্কিল তোমার বাবাকে নিয়ে।

সেফালিকা। আমার ক্ষতি হোক। বাবাকে বাঁচাতে হবে।

অমল। যা বললাম তা ছাড়া উপায় নাই। এখনও সময় আছে। ক্ষিপ্ত জনতা এসে পড়লে আর কোন উপায় থাক্‌বে না। ওদের যাতে লোভ, সেগুলো যতদূর পারো সঙ্গে নিয়ে চলে যাও। আমি বরং যতক্ষণ পারি বিশ্বেশ্বর বাবুকে আটকে রাখার চেষ্টা করবো। কিছুক্ষণ আটকে রাখার শক্তি নিশ্চয় রাখি; পরে যা হয় দেখা যাবে। কোথায় যাবে? মধুপুর? হাজারিবাগ? রাঁচি? দার্জ্জিলিং'এ তোমার পিসীমা থাকেন না?

সেফালিকা। বাবাকে ডাকি। ওঁকে কিন্তু এ সব কিছু বলা চলবে না। Heart weak, শুন্‌লেই একেবারে— (প্রস্থানোদ্যত)

অমল। থামো, যেয়ো না। তোমার পিসীমা'র নামে একটা চিঠি

লেখো ; তিনি যেন তোমাকে লিখ্‌ছেন তুমি পত্রপাঠ তোমার বাবাকে নিয়ে দার্জ্জিলিং চ'লে এসো। আজকার ডাকে তোমার যদি কোন খাম এসে থাকে সেই খামে চিঠিটা পুরে বাবাকে দেখাও। ওঁর হাতে দিয়ে কাজ নাই—তুমি প'ড়ে শোনাও। তোমার কথা উনি অবিশ্বাস করবেন না।

সেফালিকা। (কাগজ ও কলম লইয়া) কি লিখ্‌বো ?

অমল। লেখো, কোনও জরুরি কারণে—

সেফালিকা। (লিখিতে লিখিতে) তারপর।

অমল। তোমার ও দাদার পত্রপাঠ এখানে আসা দরকার। এই চিঠি পেয়েই তোমরা চলে আস্‌বে। ইতি— পিসীমা। ভাখো, আজকার ডাকে তোমার কোন খাম এসেছে কি না।

(সেফালিকা চিঠির বাক্স হইতে কয়েকটা চিঠি আনিল।)

সেফালিকা। তিনটে খাম আছে।

অমল। একটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের ক'রে এইটে ওর মধ্যে পূরে দাও।

সেফালিকা। (একটা চিঠি খুলিতেই চমকিয়া উঠিয়া) এ যে—

অমল। কি ? কার চিঠি ?

সেফালিকা। সেই জোচ্চোরটার।

অমল। কার বললে ?

সেফালিকা। তোমার বিশ্বেশ্বর বাবুর।

অমল। 'জোচ্চোর"টা ঠিক, কিন্তু তোমার না ব'লে আমার বললে ভাল হ'তো।

সেফালিকা। বটেই ত। কি লিখছে, শোন। সেফালিকা, তোমাকে চাই। দেশ প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। যদি পারো, আজকার সভায় আস্‌বে। ইতি—বিশ্বেশ্বর।

অমল। (ঈষৎ হাসিয়া) ভালই ত। চাই যখন, তখন হ'য়ে পড়াই ভাল। তা ছাড়া দেশ যখন প্রতীক্ষায় ব'সে আছে তখন ত কথাই নাই। থাক্, আমি চলি। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া) তা হ'লে বিশ্বেশ্বর বাবুকে আর আটকে রাখার চেষ্টা কর্‌বো না, কি ব'লো?

সেফালিকা। যেয়ো না, ব'সো।

অমল। সভাতে গিয়েই ছাখো না ব্যাপারটা। কিন্তু উদ্দেশ্য? তোমাকে সেখানে আটকে রেখে অভিষ্ট সিদ্ধ করা! হ'তেও পারে। গেলে, ওদের যত আগে পারো চ'লে এসো। কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতা। তুমি একা কি কর্‌বে? তুমিও যাবে, বুড়ো বাপ্‌টাও যাবে।

সেফালিকা। আমার একটা কথা রাখ্‌বে?

অমল। কি?

সেফালিকা। তুমি বাবাকে দার্জ্জিলিংএ রেখে এসো।

অমল। তুমি একা এখানে থাকবে?

সেফালিকা—হাঁ।

অমল। পার্‌বে থাক্‌তে? একা বিশ্বেশ্বর বাবুকে রুখতে পারবে?

সেফালিকা। আর ভয় করি না। দেখবো ওঁর কত শক্তি।

অমল। পাগোল? কামান, বন্দুক, জেল,—কিছুই ওকে এতদিন এঁটে উঠ্‌তে পারেনি, তুমি পারবে?

সেফালিকা। যখন সত্যভ্রষ্ট হ'য়েছে' তখন ভয় করি না।

অমল। তোমার মাথার একটু ছিট্ আছে তা আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রটি কিন্তু ছিটগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

সেফালিকা। সে দেখা যাবে। যা বলছি ক'রো।

অমল। তোমাকে ফেলে যেতে পারি না। সঙ্গে গেলে বরং দেখা যেতে

পারে, যদিও আজ আমার এখানে থাকার কথা। কেন মিছা-মিছি একটা গোঁয়ারের পাল্লায় প'ড়ে সর্ব্বস্ব খোয়াবে? তোমার বাবাকে এটা জানানো আমার কর্ত্তব্য; আমি জানিয়ে চলে যাই। তারপর যা হয় ক'রো। (প্রস্থানোদ্যত)

সেফালিকা। যেয়ো না। (অমল ফিরিয়া আসিল) আমি বাবাকে ডেকে আন্‌ছি। (প্রস্থান) (অমল উত্তেজিতভাবে দ্রুত পদচারণ করিতে করিতে সামনের টেবিলে এক ঘুঁসি মারিয়া দাঁড়াইয়া গেল ও পরে বিশ্বেশ্বরের চিঠিটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া জুতা দিয়া বেশ করিয়া মাড়াইল।)

অমল। (স্বগত) হ'য়েও হ'লো না। জোচ্চোর কোথাকার! আবার অমলের কোন ক্ষতি হ'তে তোমরা দিও না। যাবে কোথায়? (পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া আবার পকেটে রাখিল।)(পরে জলধর ও সেফালিকার প্রবেশ।)

জলধর। কি, বাবা অমল! আজকাল তোমাকে দেখতেই পাওয়া যায় না! শুন্‌লাম না কি কোথায় চাকরি নিয়েছো। বেশ—বেশ।

অমল। আজ্ঞে, হাঁ। তাই সময় করে উঠ্‌তে পারি না।

জলধর। কি চাকরি?

সেফালিকা। ও সব কথা পরে হ'বে, বাবা। একটা জরুরি খবর আছে। দার্জ্জিলিং'এর পিসীমা তোমাকে ডেকেছেন। আজই যেতে হ'বে। এই শুনো তাঁর চিঠি।

জলধর। পড়।

সেফালিকা। লিখছেন (চিঠি পড়িতে লাগিল)

স্নেহের শেফালি,

কোন জরুরি কারণে তোমার ও দাদার পত্রপাঠ এখানে আসা দরকার। এই পত্র পাইয়াই চলিয়া আসিবে।

ইতি—পিসীমা।

জলধর। নিশ্চয় তোর বিয়ের কোন সম্বন্ধ ঠিক করেছে।

সেফালিকা। যাও; তুমি কি যে বলো!

জলধর। আমি ত তাই বলি, মা। এ বুড়ো ছেলেকে ছেড়ে তুই গেলে আমি থাকতে পারবো না। দেখিস্ তুই, আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। সবাই কেবল বিয়ে বিয়ে ক'রে; শুনলে আমার চোখে জল আসে।

সেফালিকা। ও সব কথা থাক্। যখন লিখেছেন, যেতে হবে।

জলধর। (ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া) হাঁ!

সেফালিকা। এর পরের ট্রেনেই তাহ'লে চ'লে যাও।

জলধর। মানে?

সেফালিকা। একা যেতে তোমরা অসুবিধা হবে। অমলদা সঙ্গে যাক্।

জলধর। একা যাবো?

সেফালিকা। হঁ্যা।

জলধর। তার মানে?

সেফালিকা। মানে আর কি? পিসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে কয়েকদিন থেকে চলে আসবে। একটু স্থানপরিবর্ত্তনও হ'বে। মন্দ কি?

জলধর। তুই যাবি না?

সেফালিকা। আমি গিয়ে কি করবো?

জলধর। শোনো কথা! তুই না গেলে চলবে কি ক'রে? আমি বুড়ো মানুষ; অত সব কি বুঝি? কি বলো বাবা অমল?

অমল। আজ্ঞে হঁ্যা, তাই ত। আপনি বুড়ো মানুষ, ও সব কি বোঝেন?

জলধর। ব'লো ত বাবা! ও যাবে না, আমি যাবো? তাই হয়?

সেফালিকা। (অমলকে চোখ টিপিয়া) তুমি একাই যাও, বাবা।

অমল। আমাকে চোখ টিপ্‌লে কি হ'বে? উনি সে রকম বাবা নন্ যে নিজে দেখে শুনে ঠিক ক'রে বল্‌বেন বিয়ে করতে হবে। আমিই বা যাবো কেন? তুমি বিয়ে করবে না আমি?

সেফালিকা। যত সব বাজে কথা! আমি সব ঠিক করছি, বাবা আজকেই যেতে হ'বে। (প্রস্থানোদ্যত)

জলধর। ওরে শোন। তুই না গেলে আমি যাবো না। তা ছাড়া টাকা কড়ির ব্যবস্থা না ক'রে আমি নড়তে পারবো না।

সেফালিকা। (ফিরিয়া) সে সব হ'বে এখন। তোমাকে যেতেই হ'বে।

জলধর। আমি একা যাবো না।

সেফালিকা। আমি চিরকাল তোমার সঙ্গে থাক্‌বো বুঝি?

জলধর। (ছল ছল চোখে অবনত মস্তকে) তা বটে।

সেফালিকা। আমি সব ব্যবস্থা করছি। তুমি অমত ক'রো না। (প্রস্থান)

জলধর। আচ্ছা, অমল, মেয়ে হ'লেই বিয়ে দিতে হ'বে? দিতেই হ'বে?

অমল। না দিয়ে পারবেন না। দিতেই হ'বে।

জলধর। আচ্ছা, তুমিও ত ওকে বিয়ে করতে পারো। আমার মেয়ে তা হ'লে আমার কাছেই থাকে।

অমল। (চরিতার্থ ভাবে) সে আপনার দয়া।

জলধর। দয়া কিসের, বাবা? তুমি আমাকে বাঁচাও। কি ব'লো?

অমল। কিন্তু আপনি বিশ্বেশ্বর বাবুকে যে কথা দিয়েছেন?

জলধর। দিয়েছিলাম বটে। কিন্তু ওর নাগাল পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন। তা ছাড়া আমার মেয়ে ওর উপযুক্ত হ'তে পারবে কি না বুঝ্‌তে পারছি না। ওর সঙ্গে বিয়ে দিলে মেয়েটাকে বঞ্চিত

বস্তিতে ঘুরে বেড়াতে হবে ! ও আমাকে একটা কথা দিয়েছিল, সেটা এ পর্য্যন্ত রাখ্‌লে না ; আমিই বা কেন রাখ্‌তে যাবো ?

অমল। ঠিক বলেছেন। আমি যদিও কোন কথা দিই নি, তবুও বল্‌ছি সে হাত-চিঠে আপনাকে ফেরৎ এনে দেবো, যেমন ক'রে হোক্ নিশ্চয় এনে দেবো।

জলধর। পার্‌বে তুমি ?

অমল। নিশ্চয় পারবো। আপনার মেয়েকে রাজি করুন, এখনই ফেরৎ দিচ্ছি। ফেরৎ দেওয়ার জন্যই আমি সেটা এনেছি। (দূর হইতে দেখাইল।)

জলধর। (লাফাইয়া উঠিয়া) নিশ্চয় হ'বে। সেফালিকে আমি রাজি করাবো। সেফালি, ও সেফালি,—(অমলকে) তুমি ব'সো, বাবা, আমি আস্‌ছি। সেফালি, ও সেফালি—

অমল। ওকে এখন বরং কিছু না বলাই ভাল। চলুন সবাই মিলে দার্জ্জিলিং যাই, সেখানে গিয়ে যা হয় হ'বে।

জলধর। আবার দার্জ্জিলিং কেন ? যত সব ছেলে মানুষ। ব'সো, আস্‌ছি। পরে না হয় যাওয়া যাবে দার্জ্জিলিং। (প্রস্থান) (অমল উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে করিতে দরজার বাহিরে নজর পড়িতেই সন্ত্রস্তভাবে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। জানালায় একটা মুখ দেখা গেল। অমল পাশের দেওয়ালে লাগিয়া রহিল।)

জানালার মুখ। চিন্‌তে পারো ? আমি সেই যাকে লাগিয়েছিলে বিশ্বেশ্বর বাবুকে খুন কর্‌তে। একবার বেরিয়ে এসো, দেখছি তোমাকে। জোচ্চোর কোথাকার ! (অমল পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া জানালা লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল।)

জানালার পাশ হইতে শব্দ। তুই বেরিয়ে আয়না, দেখ্‌ছি।

জানালার পাশ হইতে অন্য একটি শব্দ। বিশ্বেশ্বর বাবুর আদেশ, অমল বাবুর কোন ক্ষতি যেন না হয়। চলে এসো।

অমল। কে?

সেই অন্য শব্দ। আমি হিরুবাবুর লোক। বিশ্বেশ্বর বাবুর আদেশ অনুসারে তুমি নিরাপদ। নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো।

(জলধর ও সেফালিকার দ্রুত প্রবেশ)

জলধর। শব্দ কিসের?

অমল। আমাদের চারিদিকে শত্রু। চলুন, শীঘ্র পালিয়ে যাই। জানালা থেকে একটা গুণ্ডা এখনি আমাকে গুলি করেছিল। পাশে সরে গিয়েছিলাম ব'লে লাগে নি।

জলধর। (ভীত ভাবে) সে কি।

সেফালিকা। দেখেছ লোকটাকে?

অমল। হাঁ।

জলধর। এ নিশ্চয় হিরু। আর উপায় নাই। সব গেল এবার, সব গেল। (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।)

সেফালিকা। অত অধীর হ'লে চল্‌বে না, বাবা। সাহস করো। আসুক্ না হিরু বাবু। ভয় কিসের? (দরজা খুলিয়া বাহিরে উঁকি মারিল।) কৈ? কেউ নেই। (বাহিরে গেল।)

জলধর। সেফালি, বাহিরে যাস্‌নে,—চ'লে আয়। গুণ্ডাদের অসাধ্য কিছু নাই।

সেফালিকা। (বাহির হইতে) কিছু ভয় নাই, বাবা। আমি একটু আসি।

জলধর। না, তোকে যেতে হ'বে না। (একটু পরে সেফালিকা ফিরিয়া আসিল।)

সেফালিকা। কোথাও কেউ নেই। অমল দা', তোমার উপকার আমি ভুলতে পারবো না।

অমল। চারিদিকে বিপদ। শীঘ্র চ'লে যাই, চ'লো।

সেফালিকা। ব্যবস্থাদি ক'রে নি। আমিও যাবো।

অমল। (চরিতার্থ ভাবে) বেশ। (পকেট হইতে হ্যাণ্ডনোটটি বাহির করিযা সেফালিকাকে দিয়া) এই নাও। তোমার বাবা এবার নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন।

সেফালিকা। (হ্যাণ্ড নোট লইয়া ও বাবাকে দিয়া) বাবা, এই নাও সেই হ্যাণ্ড-নোট। নিশ্চিন্ত হ'লে ত এবার ?

জলধর। (হ্যাণ্ডনোট লইয়া ও ভাল করিযা দেখিয়া) বাঁচালে বাবা ! কি জোচ্চোর ?

অমল। (বিবর্ণ হইয়া) এর মধ্যে জোচ্চোরি কি আছে ?

জলধর। জোচ্চোরি নয় ? কি বল্‌ছো, বাবা ? (Phone'এ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।)

সেফালিকা। (Phone ধরিযা) Hallo। কি ? বলুন, আমি সেফালিকা। কি বলছেন ? আপনি কে ? হিরু বাবু ?........ আচ্ছা, যাবো। ফোন রাখিয়া দিয়া হতবুদ্ধি হইযা বসিয়া রহিল।)

অমল। কি হ'লো ? কোন জোচ্চোর কিছু বল্‌লে বুঝি ? খুব সাবধান। ওদের কথায় কান দিলেই চরম মুস্কিলে পড়ে যেতে হ'বে।

সেফালিকা। বাবা, যাওয়ার আগে একবার বালিগঞ্জের মাসী মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে গেলে হ'তো না ? টাকা কড়ি ওঁদের কাছে রেখে গেলেই চল্‌বে।

অমল। সঙ্গে কিছু নিতে হ'বে ত?

সেফালিকা। নিতে হ'বে বৈ কি! অমল দা, সাতটায় ট্রেন,—ছটায় বেরোতেই হ'বে। তুমি ঠিক ছটায় এসো। কি ব'লো?

অমল। ততক্ষণ যে সভা হ'য়ে যাবে!

সেফালিকা। হোক না। এখন থেকেই কি ষ্টেশনে গিয়ে ব'সে থাকা যায়? তুমি ঠিক ছ'টায় এসো। কি ব'লো? বাবাকে ওখানে রেখে আমি একটু ঘুরে আস্‌বো।

অমল। একা?

সেফালিকা। কি হ'য়েছে তাতে? তোমার ভয় করছে বুঝি?

অমল। ভয় নয়; তবে কি জানো? গুণ্ডারা—

সেফালিকা। গুণ্ডাকে ভয়! "যার ভয়ে ভীত তুমি সে ভীরু তোমা চেয়ে।"

অষ্টম দৃশ্য।

কলিকাতার কোনও পার্ক।

[বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। সকলে চীৎকার করিতেছে, "বিশ্বেশ্বর বাবুকি জয়।" মেয়েরা একদিকে বসিয়া আছে; তাহাদের সামনে রমলা। একজন যুবক ভিঁড় ঠেলিয়া মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া সকলকে চুপ্‌ করিতে বলিল। সকলে চুপ্‌ করিল।

সেই যুবক। বিশ্বেশ্বর বাবুর আস্‌তে বিলম্ব হ'বে। ততক্ষণ সভার কাজ আরম্ভ হোক্‌।

জনতার মধ্যে একজন। না, না, তিনি আসুন। আমরা অপেক্ষা করছি।

সেই যুবক। এখনি আসতে পারবেন কি না সন্দেহ।

জনতার মধ্যে একজন। আমরা তাঁকে বেশীক্ষণ আটকাবো না, মাত্র দশ মিনিটের জন্য আসতে বলুন।

অন্য একজন। আমরা শুধু তাঁর মুখের দু'টো কথা শুনতে চাই।

অন্য একজন। কিছু টাকা সংগ্রহ করেছি আমরা শিশু-সদনের জন্য। সেটা তাঁর হাতে দেবো।

সেই যুবক। আপনারা শান্ত হউন। তিনি আসবেন। কিন্তু ইত্যবসরে সভার কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে ভাল হ'তো। একটা শাল-গ্রাম শিলা সামনে রেখে তাকে ভগবানের প্রতীক্ মনে ক'রে গোটা জীবনটা নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করার অভ্যাস এ দেশে অনেকের আছে। তিনি যদি নাই আসতে পারেন, তাঁর একটা ছবিকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কাজ ক'রে যেতে পারি। নিশ্চয় তিনি খুব জরুরি ব্যাপারে আটকে আছেন। যিনি যা দিতে চান টেবিলের উপরে দিয়ে যান। (গহনা, টাকা প্রভৃতি সকলে দিতে লাগিল। সেফালিকা আসিয়া রমলার পাশে বসিল। উভয়েই পরস্পরের সম্বন্ধে উদাসীন) আমরা জানি তিনি আমাদের নিন্দা বা স্তুতির বহু উর্দ্ধে। মহৎকে সম্মান দেখাই আমরা, নিজেদের পরিতৃপ্তির জন্য, নিজেরা মহৎ হওয়ার জন্য।

সেফালিকা। আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

সেই যুবক। বেশ। আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে এখানে এসে বলতে পারেন।

সেফালিকা। (মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া) ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, আপনারা শুন্‌লে বিস্মিত হ'বেন না যদি আমি বলি' কুকুর যত বড়ই হোক্ চামড়া খাবেই। (জনতার চাঞ্চল্য) আপনারা চঞ্চল হবেন না। আমি আপনাদের শত্রু নই; প্রমাণ-স্বরূপ আমি আমার গলার এই হার আপনাদের শিশুসদনের জন্য দান কর্‌লাম। এর দাম অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা। (সকলের হাততালি) কিন্তু আবার বলছি, কুকুর যত বড়ই হোক্‌ চামড়া খাবেই। লুট করা সোজা, লুট করানোও সোজা। ইতিহাসে অনেক জাতের নাম পাওয়া যায় যাদের সম্বল ছিল লুট; কিন্তু আজ তারা কোথায়? একটা জাতির মধ্যে যখন ঢুকে লুটের প্রবৃত্তি, সে জাত বেশী দিন টিকে না। কাজেই লুট কর্‌লে বা লুট করাব প্রশ্রয় দিলে জাতটাকে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে দেওয়া হ'বে।

জনতার মধ্যে একজন। এই লুটের জন্যই ত এই জাতটা আজ মরতে চলেছে। এরা নিজে লুট করে না, অপরকে নিজেদের সর্ব্বস্ব লুট কর্‌তে দেয়। তাই যুগে যুগে এদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হ'চ্ছে। (সকলের হাততালি।)

সেফালিকা। কিন্তু কতদিন চল্‌বে এই লুট? কতদিন চল্‌তে পারে এই অরাজকতা, এই স্বেচ্ছাচারিতা? এই যে এত লোক ম'রে গেল, কেন?

জনতার মধ্যে একজন। এই লুটের জন্য। সুবিধা বুঝে যে যা পেরেছে দু'হাতে লুট করেছে।

সেফালিকা। তাই বল্‌ছিলাম, কুকুর যত বড়ই হোক্‌ চামড়া খাবেই। যারা এই লুটের দলে আছে তাদের যথোচিত ব্যবস্থা করতে

হবে। আপনাদের যদি কেউ এই রকম লুট করতে বলে বা আপনাদের দ্বারা লুট করিয়ে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করতে চায়, আপনারা তাতে রাজি হবেন ?

অনেকে। নিশ্চয় না।

সেফালিকা। তবে আপনারা প্রস্তুত হোন্ একটা অদ্ভুত জিনিষ শুনবার জন্য। প্রস্তুত হোন্, শুন্‌লে চমকে উঠ্‌বেন।

অনেকে। বলুন, বলুন।

সেফালিকা। আপনাদের বিশ্বেশ্বর বাবু এই রকম একটা লুটের সর্দ্দার। (সকলের হো হো করিয়া হাস্য ও হাততালি)।

অনেকে। ঠিক বলেছেন।

সেফালিকা। Hopeless ! আমি ঠিক্ বোঝাতে পারছি না, কিন্তু—

মঞ্চের পিছন হইতে একজন। আশ্চর্য্য ব্যাপার ! আমি একটা নামজাদা গাঁট কাটা। উনি লুটের সর্দ্দার ! (সকলের প্রচণ্ড হাততালি ও চীৎকার "সামনে আসুন, সামনে আসুন।" সে ব্যক্তি অদৃশ্য হইল।)

জনতার মধ্যে একজন। হিরুবাবু, বোধ হয় ?

অন্য একজন। সম্ভব। (একজন যুবক মঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।)

সেই যুবক। একটু দরকারি কথা আছে। শুনুন সকলে। বিশ্বেশ্বর বাবু লিখছেন, আমার চেয়েও যোগ্যতর ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আছেন। তাঁকে সম্মান দেখাও। আমার মনে হয় এটা প্রাপ্য শ্রীমতি সেফালিকা দেবীর। ইতি। বিশ্বেশ্বর।

(কয়েকটি বালিকা ও অন্য দিক হইতে কয়েকটি বালক আসিয়া সেফালিকার গলায় মালা পরাইয়া দিল। সেফালিকা বসিয়া পড়িল।

জনতার মধ্যে একজন। সত্যি বিশ্বেশ্বর বাবু লুটের সর্দ্দার।

জনৈক যুবক। (মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া) আমরা সেফালিকা দেবীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশ্বেশ্বর বাবু বলেন, এ জাতির যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদের যা হওয়ার হ'য়ে গিয়েছে; এখন আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের গড়ে' তোলা। তাই এই শিশুসদনের পরিকল্পনা। সেফালিকা দেবীর উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমরা আর একটু দাবী জানাতে সাহস করছি। শুধু গলার হার না দিয়ে তাঁর হৃদয়টুকুও দান ক'রে এ শিশু-সদনের আংশিক ভার নিলে আমরা খুব উপকৃত হবো। ভবিষ্যতের যে পূর্ণতর মানুষ আজ শিশুরূপে আমাদের কাছে এসেছে, তাদের তরফ থেকে এ নিবেদন জানাচ্ছি।

সেফালিকা। (দাঁড়াইয়া) আমি অতি ক্ষুদ্র; এ সম্মানের যোগ্য নই। আমার চতুর্দ্দিকে জটিল পরিস্থিতি, কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।

(জনতা ঠেলিয়া স্বামীজি মঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।)

স্বামীজি। তুমি ও সব বুঝ্‌বে না। ব'সো, আমি বুঝিয়ে বল্‌ছি। (জনতার প্রতি) দেখুন, মায়া,—মায়া,—সব মায়া। সেফালিকার পরিস্থিতি প্রকৃতই বড় জটিল। ওখানে এক মহিলা ব'সে রয়েছেন,—রমলা দেবী, তাঁর পরিস্থিতি মোটেই জটিল নয়। বেচারী বাবার সঞ্চিত অর্থ পায় নি; তারপর বেছে নিয়েছে মাষ্টারি!—কাজেই মায়া কাটিয়েই আছে। ও অনায়াসে সর্ব্বস্ব আপনাদের শিশু-সদনের জন্য দিতে পারে। কিন্তু সেফালিকার পরিস্থিতি অন্য রকম। অগাধ টাকার মালিক!—মায়া কাটানো বড় কঠিন। যদি পারে, ওর ত্যাগ রমলার চেয়ে ঢের বড় হ'বে। (সেফালিকার প্রতি) পারবে তুমি?

সেফালিকা। (সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া) আমি অযোগ্য। তবুও যথাসাধ্য এ ভার বহন কর্‌তে প্রস্তুত।

স্বামীজি। পারবে তুমি?

সেফালিকা। হাঁ।

স্বামীজি। অবাক্ কর্‌লে। মেয়ে জাত সব পারে দেখ্‌ছি। (সকলের চীৎকার, "জয় বিশ্বেশ্বর বাবুর জয়।") লুটের সর্দ্দারের জয় কি রকম? ব'লো, "সেফালিকা দেবীর জয়।" (সকলের চীৎকার "লুটের সর্দ্দারের জয়, সেফালিকা দেবীর জয়।") দয়া ক'রে শুনুন্ সকলে—(সকলে চুপ করিল। স্বামীজি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন)

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরম্,
গোপাঙ্গনানাং কুলস্য চৌরম্।
শ্রীরাধিকায়াঃ হৃদয়স্য চৌরম্,
এতদ্ভুতং চৌরবরং নমামি॥

যিনি ব্রজের প্রসিদ্ধ ননীচোর, গোপীনীদের কুলচোর, (বক্র-দৃষ্টিতে ও অঙ্গুলীসঙ্কেতে সেফালিকাকে দেখাইয়া) শ্রীরাধিকার হৃদয়-চোর, সেই চোর-চূড়ামণিকে আমি প্রণাম করি। সভা এখানেই ভঙ্গ হোক্। (সকলের হাসি ও প্রচণ্ড হাততালি।)

নবম দৃশ্য।

[রমলার ঘর।]

রমলা বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। স্বামীজি আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমলা কথা না কহিয়া তেমনি বসিয়া রহিল।

স্বামীজি। বস্‌তে যখন বল্‌বে না, তখন নিজে থেকেই বসি। জিজ্ঞাসা

করতে পারি, মুখটা অত ভার কেন? (রমলা নিরুত্তর) মৌনব্রত অবশ্য স্বাস্থ্য ও মনের পক্ষে অনেক সময় উপকারী।

রমলা। বেরোও তুমি এখান থেকে।

স্বামীজি। নিজে থেকেই যখন এসেছি, যাবো নিজে থেকেই। মুখটি অমন শুকনো আমসত্বের মত হ'য়ে আছে কেন?

রমলা। হোক্। তোমার কি?

স্বামীজি। আমার হ'লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো কেন? তোমার হয়েছে বলেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

রমলা। যারা আদর করে তোমার বেদান্ত চর্চ্চা শুন্‌বে তাদের কাছে যাও। আমি গরীব মানুষ, আমার কাছে কেন?

স্বামীজি। বেদান্তবাদী লাভের আশায় ঘোরে না। তা হ'লে তোমার কাছে আসতাম না।

রমলা। আসতে হবে না। এই আসতে দেওয়ার সুবিধা নিয়ে তুমি আজ প্রকাশ্য সভায় আমায় অপমান করতে পেরেছ।

স্বামীজি। নারী চরিত্র বড় অদ্ভুত জিনিষ। সম্মান দেখালে হয় অপমান, অপমান করলে হয় সম্মান। তোমাদের সঙ্গে কথা কওয়ার জন্য নূতন অভিধান থাকা উচিত। অপমান কি করে হ'লো শুনি?

রমলা। প্রকাশ্য সভায় পিণ্ডি চট্‌কে এসে এখানে ন্যাকামি হচ্ছে! বেরোও এখান থেকে।

স্বামীজি। বেরোবো না জেনেই তুমি একথা বল্‌ছো। সভা থেকে সোজা কর্ম্মস্থলে চলে গেলে আস্‌তাম না। বহুদিন আগেই বলেছি, তোমার চেহারখানা দেখতে আমার বড় ভাল লাগে।

অনেকদিন দেখিনি, আজ দেখবার ইচ্ছা হ'লো, চ'লে এলাম।

রমলা। গরীবের চেহারা দেখে কি হ'বে? যারা বড় লোক তাদের কাছে যাও, গিয়ে ভাল ক'রে তেল দাও, কাজ হবে। আমি গরীব আছি, গরীব থাকবো, বড় লোক হ'তে চাই না।

স্বামীজি। ত্যাখো, ভগবান তোমাদের মুখখানা সুন্দর করেছেন বটে, কিন্তু মাথায় দিয়েছেন গোবর ভ'রে। একটু বুদ্ধি থাক্‌লে দেখ্‌তে তুমি যে বর্ত্তমানে সেফালিকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ও যে ভার নিতে চাইলো, তা যদি প্রকৃতই নিতে পারে, তখন তোমার চেয়ে বড় হয়ে যাবে। তারপর তোমার কাজ হবে ওর চেয়ে বড় হওয়া। সেই সুযোগ আমি আজ তোমাকে দিয়েছি। তার জন্য পুরস্কার হ'ল দাঁত-খিঁচুনি। গোড়ায় বলেছি নারী চরিত্র অদ্ভুত। যেখানে পাওয়া উচিত অভ্যর্থনা, সেখানে পাওয়া গেল গলা ধাক্কা। উঠি তা হ'লে এবার। (উঠিবার উপক্রম)

রমলা। ব'সো।

স্বামীজি। ঠিক। যখন থাক্‌তে চাচ্ছিলাম তখন হচ্ছিল "বেরোও"; এখন যেতে চাচ্ছি বলা হচ্ছে 'বোসো'। যেহেতু তুমি তোমাদের জাতের একটা সুন্দর নমুনা, এটা ঠিকই হয়েছে। কি ক'রে বড় হ'তে পারো তাই ভাবছো বোধ হয়?

রমলা। তোমার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না।

স্বামীজি। বলেছি না তোমাদের মাথা গোবর ভরা? ত্যাগ বোঝো? যাকে ভাল লাগে না তাকে ছাড়া আর কিছু ত্যাগ করবার চেষ্টা কখনও করেছো? তোমার সব চেয়ে যে প্রিয় তাকে দান করতে পারবে অপরের কাছে?

রমলা। তোমাকে তা হ'লে দান করতে হয়।

স্বামীজি। সন্ন্যাসী অদেয়। আমরা দান গ্রহণ করি।

রমলা। ঠিক কথা। সন্ন্যাসী ত্যাগ কর্‌তে যাবে কোন্ দুঃখে?

স্বামীজি। ঠিক বলেছ। এবারে কাজের কথা শোনো। বিশ্বেশ্বরবাবুর অবস্থা শুনেছ ত? তোম'কে এখন এখানেই থাকতে হবে।

রমলা। তারপর?

স্বামীজি। তারপর একটা সাংঘাতিক কাজ কর্‌তে হবে। পার্‌বে?

রমলা। তোমার মাথাটা ভুজালি দিয়ে ভাঙ্গতে হবে বুঝি?

স্বামীজি। অত সোজা নয়। পারবে ব'লে মনে হয় না। সেফালিকা সেজে বিশ্বেশ্বর বাবুর সেবা করতে হবে। পারবে? ওঁর সেবা তোমাকে কর্‌তেই, হবে। তবে এ ভাবে পারবে কি না ভেবে দেখ। (হাতঘড়ি দেখিয়া) কিন্তু আর আমার সময় নাই; যেতে হবে। পারবে কি না ভেবে দেখ। (প্রস্থান)

দশম দৃশ্য।

[সেফালিকার ঘর। হিরু ও সেফালিকা।]

হিরু। আপনার বাড়ী তা হ'লে লুট হয় নি। কেমন?

সেফালিকা। দেখছি তাই।

হিরু। সে উদ্দেশ্য থাক্‌লে কেউ রুখতে পারতো? উদ্দেশ্য যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে একমাত্র বিশ্বেশ্বর বাবুর জন্য আপনারা অব্যাহতি পেয়েছেন। সব কথা এমন খুলে বললাম আপনাকে, আশা করি এবারে জটিল পরিস্থিতির সমাধান হ'লো। অমল অক্ষত অবস্থাতেই থাকবে, কেন না বিশ্বেশ্বর বাবুর আদেশ তার যেন কোন ক্ষতি না হয়। ও রকম শয়তানের কি ব্যবস্থা তা হিরু জানে, কিন্তু উপায় নাই। সাবধান ক'রে গেলাম;

অতঃপর ওর কাছ থেকে আপনাদের যদি কোন ক্ষতি হয় সে আপনারা বুঝবেন।

সেফালিকা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। অমলদা' এ রকম করলো ?

হিরু। এখনও সন্দেহ আছে না কি ?

সেফালিকা। আপনাকে অবিশ্বাস করলে সন্দেহ থাকতে পারতো। এখন তার অবসর নাই। আমাদের জন্য বিশ্বেশ্বর বাবুর এই হলো !

হিরু। বসন্তটা আমাদের অনাবধানতার জন্য ; আঘাতটা আপনাদের জন্য।

সেফালিকা। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) যত ভাল চিকিৎসা সম্ভব ব্যবস্থা করুন। যত টাকা লাগে দেবো। ওঁর সেবা আমি নিজে করবো।

হিরু। সে আপনি বুঝবেন। কিন্তু এ সমস্ত সম্পূর্ণ অপ্রকাশ থাকবে। আশা করি প্রকাশ ক'রে তাঁর কাজের কোন বিঘ্ন আনবেন না।

সেফালিকা। হিরুবাবু, আমাকে আপনি একেবারেই অপদার্থ ভাবেন, না ?

হিরু। কি ভাবি তা বলবার সময় এ নয়। আমিও বেকুব হ'য়ে গিয়েছি। ভাবলাম এক, হ'লো আর এক।

জানালায় শব্দ। অমল আসছে। (হিরু তাড়াতাড়ি আলমারির পিছনে লুকাইল। একটু পরে অমলের প্রবেশ।)

অমল। সময় হ'য়ে এলো। চলো, এবারে বেরিয়ে পড়া যাক্।

সেফালিকা। (তীক্ষ্ণভাবে অমলের দিকে চাহিয়া) অমল দা !

অমল। (বিচলিত ভাবে) কি ?

সেফালিকা। জোচ্চোরিরও একটা সীমা আছে। মনে আছে, একদিন বিশ্বেশ্বর বাবু বলেছিলেন তোমার মত একটা অখাদ্য ছেলেকে আমি চঁড়িয়ে-মারতে পারি ?

অমল। (শ্লেষের হাসি হাসিয়া) তাই না কি!

সেফালিকা। যাঁকে খুন করেছ তাঁর নিষেধ না থাকলে এখনি হাতে হাতে প্রমাণ পেতে।

অমল। বটে! হ্যাণ্ডনোটটা পেয়ে এখন চালাকি? ফেরৎ দাও ওটা।

সেফালিকা। চুরি ক'রে আনা জিনিষের উপর চোরের কোন দাবী নাই।

অমল। তাই না কি? সে সব বোঝাপাড়া পরে হবে। এসো আমার সঙ্গে। (হাত ধরিয়া টানিল)

সেফালিকা। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, শয়তান! (হাত ছাড়াইল।)

অমল। আসা ছাড়া উপায় নাই। তুমি অমলের,—অমল ছাড়া আর কারও হ'তে পাবে না। এসো। (পুনরায় হাত ধরিয়া টান।)

সেফালিকা। তবে রে শয়তান! (ঠাস্ ঠাস্ করিয়া অমলের গালে চড়)

অমল। বটে। (পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া সেফালিকার দিকে লক্ষ্য করিয়া) এসো।

সেফালিকা। (পিছাইয়া গিয়া) আমায় মারবে তুমি?

অমল। (সেফালিকার হাত ধরিয়া) এসো—তোমার বিশ্বেশ্বর বাবুকে ঠিক করে এসেছি—এসো—(হিরু আলমারির পাশ হইতে বাহির হইয়া রিভলভার কাড়িয়া লইয়া অমলের সামনে দাঁড়াইল। অমল তাহাকে দেখিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। হিরু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।) তুমি কে?

হিরু। বিশ্বেশ্বর বাবুর ছায়া! হাঃ হাঃ হাঃ—(রিভলভার অমলের দিকে লক্ষ্য করিয়া) ইষ্টনাম জপতে চাও? এক মিনিট সময় দিচ্ছি।

অমল। সেফালি, আমায় বাঁচাও।

হিরু। মরা বড় কঠিন, না? মারা কিন্তু ভারি সোজা। দেখবে?

অমল। আমায় বাঁচান।

হিরু। মরতে এত ভয়? আবার এধারে বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী! আচ্ছা, তবে এক কাজ করুন, সেফালিকা দেবী। একটা ভুজালি নিয়ে এসে বিশ্বেশ্বর বাবুকে যে রকম আঘাত করেছে সেই রকম আঘাত ক'রে ছেড়ে দিন। যান, একটা ভুজালি নিয়ে আসুন। (চোখের ইসারায় যাইতে বলিল। সেফালিকার প্রস্থান।) বাঁচতে চাও? তবে শোনো। মানে বলো—

অসুরে অমৃতভাণ্ড করিবে ভক্ষন।
কুকুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন!!

বলো, মানে বলো—

অমল—(জোড় হাতে) আমায় বাঁচান।

হিরু। সেফালিকা দেবী তোমার কে? জানো না? অমলদা' হ'তে পারো, এ জানো না? বলো—(বিভলভার ভাল করিয়া সামনে ধরিল।)

অমল। বোন।

হিরু। বেশ। আর বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে?

অমল। না।

হিরু। এবারে বোনের কাছে প্রাণভিক্ষা চাও,—যদি ক্ষমা করেন, বাঁচবে। সেফালিকা দেবী, ও সেফালিকা দেবী, অমল বাবু ডাকছেন আপনাকে। (সেফালিকার প্রবেশ।)

অমল। আমায় বাঁচাও, বোন।

সেফালিকা। তোমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

হিরু। কিন্তু বিশ্বেশ্বর বাবুর আদেশ অনুসারে ও অবধ্য।

সেফালিকা। চলে যাও এখান থেকে। আর কখনও মুখ দেখিও না।

(অমল হিরুর দিকে চাহিয়া রহিল।)

হিরু। নির্ভয়ে চলে যাও। তুমি অস্পৃশ্য। (রিভলভার পকেটে রাখিল। অমল মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সেফালিকার ঘর। সেফালিকা ও জলধর।

সেফালিকা। বাবা, তুমি আমায় বাধা দিও না।

জলধর। খ্যাপা মেয়ে, কথাটা বোঝ ভাল ক'রে। বসন্ত হয়েছে। ও রোগের সেবা কখনো করেছিস্? সেবা করতে গিয়ে শেষে রোগীর ক্ষতি ক'রে বসবি সেটা ভাল হ'বে? ভাল ভাল নার্স পাওয়া যায়, য'টা দরকার আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। তারা জানে কোন রোগে কি ভাবে সেবা করতে হয়,—তাদের দ্বারাই এ কাজ ভাল হ'বে।

সেফালিকা। আমি ওঁকে দেখে আসি একবার।

জলধর। তাতেই বা কি লাভ হ'বে? জানিস্ ত ও একটু খ্যাপা গোছের। অসুস্থ অবস্থায় তোকে দেখে যদি উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে, brain'এর blood Vessel rupture হ'য়ে মারা যাবে যে! তোর সেখানে গিয়ে দরকার নাই; বরং বাহিরে থেকে যা পারিস্ কর। তা ছাড়া রোগটা বড় ছোঁয়াচে তা জানিস্ ত? ডাক্তারেরাও চায় না আমরা সেখানে যাই।

সেফালিকা। অত প্রাণের ভয় আমি করিনে। আমাদের জন্যই ওঁর আজ এই অবস্থা।

জলধর। আঘাতটা কিছু পরিমাণে আমাদের জন্য বটে। অবশ্য আমাদের হাতচিঠের ব্যাপারটা এর মধ্যে না থাকলেও এ রকম যে হ'তে পারতো না তা বলা যায় না। অমলটা এমন কাঁচা কাজ ক'রে ফেললে যে এর জন্য সাধারণের কাছে আমাদের একটু লজ্জিতই

হতে হ'বে। অবশ্য তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।

সেফালিকা। কিছু যায় আসে না, বাবা?

জলধর। ও রকম খুনোখুনি দুনিয়ায় মেলা হয়। এক কালে হরদম হ'তো। বিশ্বেশ্বর ছেলেটা ভাল; মাথার ছিটের জন্যই না গোলমাল বাধালে। আমাদের কথা শুনলে কি আজ ওর ঐ হাল হয়? আমাব যথাসর্ব্বস্বের মালিক হয়ে আরামে জীবন কাটাতে পারতো। বুড়োদের অবাধ্য হ'লে ভুগতে হ'বেই।

সেফালিকা। আচ্ছা, বাবা, সত্যিই কি দুনিয়ায় আমাদের দরকার আছে?

জলধর। আছে কি না আছে তা নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকার কি? দরকার না থাকলে আমরা থাকবো কেন? আমাদের বাদ দেওয়ার জন্য দুনিয়ায় আন্দোলন চল্‌তে পারে,—কিন্তু তাতে প্রকৃত কাজ কিছু হ'বে না। হোক দেখি ঐ শিশুসদন আমাদের বাদ দিয়ে। হবে? টাকা দিচ্ছে কারা?

সেফালিকা। ওরা বল্‌ছে আমরা অন্যায়ভাবে অধিকার ক'রে বসে রয়েছি; কাজেই ন্যায়তঃ আমরা ত্যাগ করতে বাধ্য।

জলধর। ওদের ওকথা বলা ছাড়া উপায় আছে? (স্বামীজির প্রবেশ)

স্বামীজি। কাদের কি হয়েছে?

জলধর। স্বামীজি! আসুন। বসুন। (স্বামীজির উপবেশন) আচ্ছা, স্বামীজি, আপনার এই বয়স, এমন চেহারা, সুন্দর বিদ্যাবুদ্ধি, আপনি সন্ন্যাসী হ'তে গেলেন কেন?

স্বামীজি। পাছে আপনার মেয়েটি গছিয়ে দেন ঐ ভয়ে আগে থেকেই সন্ন্যাসী হয়েছি। সাংঘাতিক মেয়ে আপনার; ওর জন্য বিশ্বেশ্বর বাবুর মত লোক খুন হ'য়ে গেল!

সেফালিকা। (রাগের ভঙ্গিতে) বটে!

স্বামীজি। বটে না ত কি? তোমার জন্যই এ কাণ্ডটা হ'লো না? অমলটাকে আগে বিয়ে ক'রে ফেললেই পারতে। তোমরা বেওয়ারিস্ হ'য়ে থাকলেই বিপদ। কাল সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠে পথে বেরিয়ে ঘোড়া গাধা যাকে সামনে পাবে বিয়ে ক'রে ফেল্‌বে। বুঝেছ?

জলধর। আমি আসছি। বসুন আপনি। আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাবেন না যেন।

স্বামীজি। কেন? মৎলবটা কি? (পকেট হইতে টাকার ব্যাগ বাহির করিয়া ও খুলিয়া) এই দেখুন নগদ তিনটি টাকা আছে; বিশেষ সুবিধা হ'বে না।

জলধর। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) হাত-চিঠে লিখে দেবেন, ভয় কি?

স্বামীজি। পঞ্চাশ গণ্ডা হাত-চিঠে লিখে দিলেও এই পাগড়ি আর গেরুয়ার বেশী কিছু মিলবে না। নিতে পারবেন? নিন না, বাঁচা যায় তা হ'লে।

জলধর। ও ভার কি আমরা বইতে পারি, স্বামীজি! [প্রস্থান।

স্বামীজি। (সেফালিকাকে) দাও না তোমার বাপটাকে একটা গেরুয়া পরিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে। আর কেন?

সেফালিকা। পাগড়ি আর গেরুয়াটা আমার কাছে বাঁধা রাখবেন? যা চান, দেবো।

স্বামীজি। তুমি ত সত্যি সাংঘাতিক মেয়ে। একেবারে আঁতে ঘা দিতে চাও! এর কল্যাণে কোন রকমে দুটো ক'রে খাচ্ছি, সেটা সইছে না বুঝি?

সেফালিকা। না। রমলা আর আপনার গেরুয়া,—দুটোকেই আমি এক চোখে দেখি।

স্বামীজি। যেমন পোড়া কপাল, তেমনি দৃষ্টি! শকুনী ভাগাড় ছাড়া আর সব এক চোখে দেখে। কিন্তু আমার গেরুয়া তোমার কি করলে?

সেফালিকা। ইহলোকে যেখানে সেখানে যাওয়ার অমন নিরাপদ passport আপনার থাকা সকলের পক্ষে নিরাপদ নয়; পরলোকেও নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

স্বামীজি। বিশ্বেশ্বর বাবুর মাথা ভাঙ্গার পর তুমি একেবারেই নিরাপদ। অপরের ভাবনা ভাবার বদ অভ্যাস তোমার নাই বলেই আমার ধারণা ছিল।

সেফালিকা। ভাবতে হয় বৈ কি! এখন ত ভাবতেই হ'বে দেখছি।

স্বামীজি। দুঃসংবাদ। আরও মাথা ভাঙ্গাবার ইচ্ছা আছে দেখছি। এইবেলা ত' হ'লে সরে পড়াই ভাল। (প্রস্থানোদ্যত)

সেফালিকা। ঘড়ি দেখুন; এখনও সময় হয়নি।

স্বামীজি। (বসিয়া) রমলা বিশ্বেশ্বর বাবুর সেবা করছে শুনছো বোধ হয়?

সেফালিকা। সেইজন্য ওঁকে একবার দেখতে যেতেও পারিনি।

স্বামীজি। তার জন্য যদি যেতে না পেরে থাকো তবে তোমাকে আমি যেমন অখাদ্য মনে করতাম, তুমি প্রকৃতই তাই। অবশ্য ছোঁয়াচে রোগ ব'লে যদি না গিয়ে থাকো সে আলাদা কথা।

সেফালিকা। বাবা কিছুতেই যেতে দেবেন না।

স্বামীজি। আর গিয়েও লাভ নাই। চোখটি বোধ হয় যাবে। বাঁচলেও তোমাদের লোভ করার মত কিছু থাক্‌বে না।

সেফালিকা। (ব্যস্তভাবে) তাই না কি?

স্বামীজি। ওঁর কদাকার রূপটা দেখনি ভালই হয়েছে। ফিরে এসে

হয়ত বমি করতে করতে কলেরা ধ'রিয়ে ফেলতে। যাক, সে দিন যে ভারটা নিয়েছ, সেটা যদি প্রকৃতই মনে প্রাণে নিতে পারো, তুমি খুব বড় হয়ে যেতে পারবে; না পারো, যেমন আছ তেমনি থাকবে; হয় ত এর চেয়েও নীচে নেমে যাবে।

সেফালিকা। যখন ভার নিয়েছি, যা পারি করবো।

স্বামীজি। করবে? ঠিক বল্‌ছো?

সেফালিকা। হাঁ।

স্বামীজি। তুমি পারবে ব'লে মনে হয় না। তা ছাড়া তোমার অমন বাবা রয়েছে!

সেফালিকা। বাবা যাই হোন্‌, আমার কথা না শুনে পারবেন না। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলুন দেখি, আমাদের কি প্রয়োজন নাই?

স্বামীজি। যতদিন গরীব আছে, ততদিন বড লোকের প্রয়োজন আছে; যতদিন অনুন্নত আছে, ততদিন অভিজাতের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে দেখা চাই।

সেফালিকা। তবে আমাদের উপরে এত আক্রোশ কেন?

স্বামীজি। উত্তর আগেই দিয়েছি কিছুদিন গরীব হয়ে দেখো; ভাল করে বুঝতে পারবে।

সেফালিকা। কিসের দায় পড়েছে আমার? তবে বিশ্বেশ্বর বাবু একদিন আমার ভার নিয়েছিলেন; এখন তাঁর ভার নেওয়ার চেষ্টা করবো।

স্বামীজি। তাঁর চেয়ে তাঁর কাজ বড়। যদি পারো সেই ভার নাও। মনে রেখো, যার বড় হওয়া শোষণের বলে, তার বড় থাকবার উপায় নাই। যার আভিজাত্য অনুন্নতকে দমিয়ে রাখার জন্য তার দিন অনেক আগে থেকেই গোনা হ'য়ে রয়েছে। পরস্পর

পরস্পরকে সেবা করা চাই। এর অভাব হয়েছে ব'লেই আজ সাধারণে তোমাদের চাইছে না। সেবা করতে শেখো, সাধারণের কাজে লাগো, ঠিক থাক্‌বে। (ঘড়ি দেখিয়া) কিন্তু আর সময় নাই. এবারে যেতে হ'বে। বিশ্বেশ্বর বাবুর চোখ বোধ হয়, আর হ'বে না। ডাক্তারেরা বলছে প্রথমে operation ক'রে দেখবে, তাতে না হ'লে অপরের টাটকা চোখ বসিয়ে একবার শেষে চেষ্টা ক'রে দেখবে।

সেফালিকা। বাবার সঙ্গে দেখা করলেন না ?

স্বামীজি। যাত্রাটা নষ্ট ক'রে যাবো কেন ? অন্য সময়ে হবে। (প্রস্থান)

(সেফালিকা চিন্তিত অবস্থায় বসিয়া রহিল। জলধরের প্রবেশ)

জলধর ! স্বামীজি চলে গেলেন ?

সেফালিকা। হাঁ ! তাঁর না কি তাড়াতাড়ি আছে।

জলধর। ওঁর কাছে একটু বেদান্ত টেদান্ত পড়তে পারিস্ ত।

সেফালিকা। কেন ? আমি কি সন্ন্যাসী হ'তে যাবো না কি ?

জলধর। কি যে বলিস্ তুই ! একটু শাস্ত্র আলোচনা করা ভাল। সাধারণের সামনে মাঝে মাঝে ধর্ম্ম আলোচনা করলে তোকে সবাই আরও শ্রদ্ধা করবে।

সেফালিকা। যদি করি ভাল ক'রেই করবো ; গোঁজামিল দিতে পারবনা

জলধর। ওটা গোঁজামিলেরই জিনিষ। এটুকু বুদ্ধি তোর নাই ?

সেফালিকা : আর গোঁজামিলে কাজ নাই, বাবা। সত্যিকার মিলটাই এবার একটু খুঁজে দেখা যাক্।

জলধর। (বিস্মিত ভাবে) তোর এ আবার কি হ'লো ?

সেফালিকা। কিছু না। বিশ্বেশ্বর বাবুকে আমি একবার দেখতে যাবো

জলধর। অ্যাঁ ! সেই বসন্ত রোগীকে !

সেফালিকা। রমলা যদি ওঁর সেবা করতে পারে' আমি পারি না?

জলধর। আচ্ছা, আমি দেখে আসবো। তোর গিয়ে দরকার নাই।

সেফালিকা। তোমাকে যেতে দেবো না।

জলধর। তবে আমি তোকে যেতে দিই কি করে? তা ছাড়া রমলা আর তুই সমান? ওর কাজই হ'লো ঐ। কাল আমার অসুখ হোক, টাকা পেলে আমারও সেবা করবে।

সেফালিকা। তুমি ওকে যা ভাবছো তা ও নয়, বাবা।

জলধর। এ বয়সে অনেক দেখলাম, পাগলী। তুইত ছেলে মানুষ। তোর সেখানে যাওয়া কিছুতেই চলবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[একটি ঘর। বিশ্বেশ্বর শুইয়া আছে; মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; পাশে রমলা বসিয়া আছে।]

বিশ্বেশ্বর। চারিদিক অন্ধকার। আলো চাই, আলো। রমলা, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

রমলা আমি রমলা নই, সেফালিকা।

বিশ্বেশ্বর। আমার কেবলই ভুল হয়ে যায়। তোমার গলাট অবিকল তার গলার মত কিনা।

রমলা। ঘুমোন চুপ করে।

বিশ্বেশ্বর। ঘুমোবো! ঘুম বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। আগে দিন ছিল বলে রাতে ঘুমোতাম, এখন শুধু রাত, কেবলই রাতের অন্ধকার। অব্যক্ত যন্ত্রণা! মাথার অণু পরমাণু গুলো তেল ফুরানো প্রদীপের মত দপ্ দপ্ করছে। রমলা, বড় কষ্ট!

রমলা। আমি সেফালিকা।

বিশ্বেশ্বর। তুমি সেফালিকা হবে কেন? তুমি রমলা; রমলা। আমি বল্‌ছি তুমি রমলা।

রমলা। রমলা আসেনি। আপনার অসুস্থতার কথা সে জানে। তার কথা আর ভেবে লাভ নাই।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু তাকে যে একবার আসতেই হবে। আমার অনেক কিছু বলার আছে। তাকে বো'লো আমার হুকুম, একবার আসতে হবে।

রমলা। সে আসবে না। যা বলার আছে আমাকে বলতে পারেন।

বিশ্বেশ্বর। তুমি বুঝতে পারবে না। কিছু কিছু বলা যাবে. অনেক কিছু বলা যাবে না,—সে সব বুঝে নেবে রমলা, তুমি পারবে না।

রমলা। ডাক্তার কথা কইতে বারণ করেছে। এই ওষুধটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।

বিশ্বেশ্বর। ও ঝিমিয়ে পড়ে থাকার ওষুধ খাবো না। সময় যদি না পাই তবে বলা হবে না। কিন্তু বলে আমাকে যেতেই হবে। আলোতে আলো জ্বলে। তোমার আলো থাকে' তুমি অন্য আলো জ্বালবে। কিন্তু আলো চাই। চারিদিক থেকে আমায় যে আঁধারে ঘিরে ফেলেছে! কৈ তুমি? (হাত বাড়াইল)

রমলা। (জড়িত কণ্ঠে) এই ত আমি আছি। (বিশ্বেশ্বর হাত ধরিল)

বিশ্বেশ্বর। তোমার হাতটি বেশ গরম লাগছে! তোমাকেই বলি। বুঝবে আমার কথা? হিরু এলো না?

রমলা। একটু পরে আসবেন।

বিশ্বেশ্বর। তোমাকেই বলে যাই।

রমলা। আমি সেফালিকা হলেও বলতে পারেন; হয়ত বুঝতে পারবো।

বিশ্বেশ্বর। প্রাণ চাই, সেফালিকা। তোমার সে প্রাণ আছে? কাউকে কখনও ভাল বেসেছ?

রমলা। আপনি কখনও কাউকে ভালবেসেছেন যে আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করছেন?

বিশ্বেশ্বর। সেফালিকা, আর কিছু পারিনি বটে; কিন্তু সবাইকে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছি। আমার সমাধির উপর তোমরা কবির এই লাইন দুটি লিখে রেখো—

"আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো।
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো॥

আমার সম্বন্ধে আর সব মিথ্যা; শুধু এই টুকু সত্য

রমলা। কি বলবেন বলুন।

বিশ্বেশ্বর। মাথাটা কেমন করছে। ফেটে যাবে নাকি?

রমলা। কাল বলবেন।

বিশ্বেশ্বর। 'কাল' আর নাই রমলা। 'কাল' কি আর হবে? কিন্তু কি বলছি! আমার বসন্ত হয়েছে; তুমি আমাকে ছুঁচো কেন, রমলা? ছুঁয়ো না। আমার ছোঁয়াচ তোমায় লাগতে পারে।

রমলা। সে সৌভাগ্য আমার নাই। আমি কিন্তু সেফালিকা; ব্যস্ত হবেন না, আমি ঠিক আছি।

বিশ্বেশ্বর। দূর, তুমি সেফালিকা নও, রমলা। রমলাকেই চাই। তবু বলে যাই, যদি আর সময় না হয়। দ্যাখো, শিশু-সদনের নামটা বদলে দিও। এর নাম থাকবে **"উদ্বোধন-মন্দির"**। কুঁড়ি যেমন বিকশিত হয়ে হয় ফুল, আজকের শিশুরা তেমনি এখানে বিকশিত হয়ে হবে পূর্ণ-মানব। এস্থান সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ। তাই এটা মন্দির, বুঝলে?

রমলা। বলুন।

বিশ্বেশ্বর। এ দেশটায় কত ফুলের কুঁড়ি নষ্ট হচ্ছে তার খবর কেউ রাখে? কত গোলাপ, কত পদ্ম, কত রক্তজবা, কত যুঁই চামেলী রজনীগন্ধা কুঁড়ি অবস্থাতেই শু'কিয়ে যাচ্ছে—যদি বা কখনো নির্ম্মম আবেষ্টনীর চাপকে অতিক্রম ক'রে একটু ফোটে, হয়ে পড়ে ভাঁট ফুলের মত, গন্ধহীন পলাশের মত, এর সংবাদ কেউ রাখে? এই যে ভবিতব্য মানবতার অঙ্কুরেই বিনাশ বা মর্ম্মন্তুদ বিকৃতি,—এর দিকে কারও নজর নাই। অথচ কত বড় বড় আন্তর্জাতিক প্রশ্নের আলোচনা হচ্ছে, মানবতার কত চমকপ্রদ তথ্য সকলকে শোনানো হচ্ছে! এদের নিজেদের ঘরে চরম দৈন্য, দারুণ দুর্ভিক্ষের হাহাকার, অথচ এরা অপরকে বড় বড় কথা শুনিয়ে বেড়াচ্ছে।

রমলা। আপনি সেরে উঠুন। আবার নূতন করে সংস্কারের চেষ্টা করতে হবে।

বিশ্বেশ্বর। আমি যদি ভাল না হই? আমার জন্য কি যায় আসে? কাজ চলবে। আমার যা বলার আছে সে টুকু বলে দিয়েই খালাস। এই জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির এই যে অঙ্কুরেই বিনাশ, একেই আগে বন্ধ করতে হবে। ১৯০৪ সাল থেকে আমরা এ বিষয়ে চিন্তা আরম্ভ করেছি। কিন্তু এত দিন কেটে গেল, অনায়াসে দু'তিন পুরুষ মানুষ হয়ে যেতে পারতো। থাকতো আজ এই দৈন্য? এ জাতটা ঘর বাদ দিয়ে বৈঠকখানা গুছাতে ব্যস্ত। আগে ঘর গুছাতে হবে। আর সব পরে হবে। ত্যাখো, রমলা কিন্তু ঘর সাজাতে জানে।

রমলা। আপনার ঘর একদিন গুছিয়ে দিয়ে এসেছিল বলে ওর সম্বন্ধে এ রকম ধারণার কোন মানে হয় না।

বিশ্বেশ্বর। তুমি জানলে কি ক'রে ?

রমলা। সে যাক্। বলুন।

বিশ্বেশ্বর। আমি মানুষ চিনি। হাঁ, কি বলছিলাম ? দেশে শিক্ষার একটা ভাল প্রতিষ্ঠান দেখেছ। সবগুলো যেন গ্রামোফোন তৈয়ের করার কারখানা। এদেশে প্রথমে কতকগুলো স্কুল হয়েছিল কেরাণী সৃষ্টির জন্য ; সেই স্কুল গুলোই বেড়ে চলেছে। ফলে এ জাত হয়েছে কেরাণীর জাত। আমাদের কি করতে হবে জানো ? এই বিংশ শতাব্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যা কিছু সব এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে। গাছপালা ফুল ফল শস্য শাক শব্জিতে ভরা একটা অঞ্চল, তার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে জীবনেব প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিভাগ। এইখানে ছেড়ে দিতে হবে ছেলেমেয়েদের। সবাই বলছে, তোমরা সামান্য আবেষ্টনীর সঙ্গে ছেলেদের খাপ খাওয়াতে শেখাও। আমি বলছি, একটা বিরাট আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে তার প্রভাবে ছেলে মেযেদের প্রভাবান্বিত হ'তে দাও। ক্ষুদ্রকে ধরে এত কাল আমরা ক্ষুদ্র হয়েই পড়ে আছি। একটু জল দাও আমাকে।
(রমলা জল দিল।)

রমলা। এখন থাক, পরে আবার বলবেন।

বিশ্বেশ্বর। অবসর নাও পেতে পারি। ভাল করে চাষ করতে হবে, যথেষ্ট শস্য ফল প্রভৃতি তৈয়ের করতে হবে। অনেক গরু পুষতে হবে। ছেলে মেয়েদের পেট পুরে খেতে দিতে হবে। সব না খেয়ে মরে গেল, গোটাজাতটা ধ্বংস হয়ে গেল। ওঃ !
(উঠিয়া বসিবার চেষ্টা।)

রমলা। (জোর করিয়া শোয়াইয়া) উত্তেজিত হবেন না।

বিশ্বেশ্বর। উত্তেজিত হবো না! এ আত্মঘাতী জাত! দেশে খাঁটি-দুধ মেলেনা। এদের এতটুকু সততা নেই যে যা খেয়ে দেশের শিশুরা বাঁচবে, সেটা অন্ততঃ খাঁটি রাখে। যে আইন ও শৃঙ্খলার দাপটে চতুর্দ্দিক কম্পিত তার যে এনিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু আছে তা মনে হয় না। এ জাত উচ্ছন্নে যাবে না?

রমলা। আপনি চুপ করুন।

বিশ্বেশ্বর। চুপ করবো কেন? এ আত্মঘাতী জাত নয়? কি বলছিলাম? হাঁ, সব চেয়ে বড় করে ধরতে হবে বিজ্ঞানকে। বাষ্প ও বিদ্যুৎ বর্ত্তমান জগতে যে অভূত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এনেছে সে সমস্ত থাকবে এখানে। ছেলে মেয়েরা গোড়া থেকে এ সব জানুক। আমার কি মনে হয় জানো? আমাদের কৃষ্টি যেন একটা প্রকাণ্ড গাছ যার একটা ডাল বেড়ে গিয়েছে অতিরিক্ত মাত্রায় অন্য ডালগুলো বাড়তে না পেয়ে পড়ে রয়েছে সঙ্কুচিত হয়ে। জীবনের শুধু একটা দিক বাড়তে দিয়ে অন্য দিকে আমরা হয়ে আছি রিক্ত, এবং সেইজন্য অপরের দয়ার পাত্র। তাই এই বিংশ শতাব্দিতে আমাদের স্থান নাই।

রমলা। এ মন্দির তা হলে হবে বিজ্ঞানের মন্দির?

বিশ্বেশ্বর। হাঁ। তা বলে যে সাহিত্য, দর্শন, চারুশিল্প প্রভৃতি স্থান পাবে না তা নয়।

রমলা। অনেকে বলে, আপনি না কি এদের পাত্তা দিতে চান না।

বিশ্বেশ্বর। তারা জানে না, রমলা।

রমলা। আবার ভুল করছেন, আমি সেফালিকা।

বিশ্বেশ্বর। ভুল করছি, না? এর পর হয়ত সবই ভুল বলতে আরম্ভ করবো।

রমলা। ওভাবে নিজের উপর আস্থা হারাবেন না।

বিশ্বেশ্বর। যাক্, কি বলছিলাম? শুধু বিজ্ঞানে চলে না, সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি চাই, সৌন্দর্য্যের অনুভূতি চাই। যারা মারামারি ক'রে বেড়ায় তাদের সৌন্দর্য্য অনুভূতি যদি জাগিয়ে দেওয়া যায়, পারবে তারা আর মারামারি করতে? আজ দুনিয়াময় দেখা যাচ্ছে ধ্বংসের লীলা। মানুষকে নূতন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে মানুষ মানুষকে মানুষ বলে চেনে, যাতে যা কিছু সুন্দর মঙ্গলকর তাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, যাতে জীবনকে সংকীর্ণভাবে না দেখে, অখণ্ড দৃষ্টিতে তার মহানরূপ দেখতে শেখে, সেই শিক্ষা। এর জন্য জগৎময় আন্দোলন দরকার। এই ভারতবর্ষকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হ'তে হবে।

রমলা। আপনার সৌন্দর্য্যবোধ অনেকে সন্দেহ করে।

বিশ্বেশ্বর। যেখানে সুন্দরের স্থান নাই সেটা মরুভূমি। মরুভূমি ছিলাম না, তবে এখন হবো কিনা বলতে পারি না।

রমলা। যেমন ছিলেন আবার তেমনি হবেন।

বিশ্বেশ্বর। শেষ অধ্যায়টা না হয় খাপ ছাড়াই হবে, দুঃখ কিসের? কবি বলেন, শেষের জন্যই নাকি প্রথম,—"The last of life for whicn the first was made."—দেখা যাক। ছাখো, রমলা, কি বলছি, সেফালিকা, দুনিয়ায় মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা নিয়ে এত গোলমাল এইটেই বড় অদ্ভুত ব্যাপার। হিন্দুর ছেলে মসজিদে যেতে সঙ্কোচ বোধ করে, মুসলমানের ছেলে মন্দিরে আসতে ভয় পায়। কেন? শিক্ষা এদের অখণ্ড দৃষ্টি দেয়নি। আমরা এত দিন ধরে গোলমালকে শুধু এড়িয়ে আসছি, ফলে গোলমাল আরও বেড়ে উঠেছে। কদর্থের

জোরে আজ খোলসটাই হয়ে পড়েছে আদৎ জিনিষ। কি আশ্চর্য্য!

রমলা। শুধু আশ্চর্য্য নয়, ভীষণও বটে।

বিশ্বেশ্বর। এখন সাবধান না হলে ভবিষ্যৎ আরও ভীষণ হবে। উর্দ্ধদৃষ্টি চাই, বিবেক বুদ্ধির উদ্বোধন চাই, সত্যনিষ্ঠা চাই। সাহিত্য ও দর্শনের কথা বলছিলে না? যে সাহিত্য ও দর্শন মানুষকে জীবনের আস্বাদ দেয়, জীবনকে উর্দ্ধমুখী ক'রে, পূর্ণমানবতার স্বপ্ন দেখায়, তার স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। শিশু যত বড় হবে তত বেশী করে যাতে এদের আস্বাদ পায় সে ব্যবস্থা চাই। শুধু বিজ্ঞানে চলে না; বিজ্ঞান বাঁচা ও মরার রসদ দিতে পারে, কিন্তু রস দিতে পারে না, সে রস দেয় সাহিত্য ও দর্শন।

রমলা। আর কিছু বলতে চান?

বিশ্বেশ্বর। শিক্ষনীয় বিষয়গুলি শিশুমনের উপযোগী করে স্তরে স্তরে সাজিয়ে নিয়ো, ইংরাজীতে যাকে বলে Psychological grading। আচ্ছা, তুমি ছবি আঁকতে পারো?

রমলা। চেষ্টা করতে পারি।

বিশ্বেশ্বর। দিতে পারবে আমার এ উদ্বোধন-মন্দিরকে রূপ?

রমলা। চেষ্টা করবো।

বিশ্বেশ্বর। আমি কি আর দেখতে পাবো?

রমলা। পাবেন।

বিশ্বেশ্বর। জীবনের বহুমুখী বিভাগকে যত ভাল করে পারো এ মন্দিরে স্থান দাও। ভাল করে চাষ হোক, বাষ্প ও বিদ্যুতের সাহায্যে বিভিন্ন কারখানা বসাও; মারণাস্ত্র পর্য্যন্ত এখানে হোক। আমাদের ছেলে মেয়েরা জানুক কি ক'রে এগুলি ব্যবহার করে

তথাকথিত সুসভ্যেরা ধ্বংসলীলা চালায়। আমরা কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় জোর দেবো সংরক্ষণনীতির উপর, ত্যাগের উপর, সেবার উপর। গুলি করে মানুষ মেরে চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে পাঠাবো না। অনেকে বলছে, স্কুলগুলোর সঙ্গে হাতের কাজ জুড়ে দাও, এর ভিতর দিয়া ছেলে মেয়েরা শিক্ষা পাক। ও দীন দৃষ্টি বাদ দিয়ে বিংশ শতাব্দির দানে পূর্ণ একটা আদর্শ আবেষ্টনীর মধ্যে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দাও, তারা যে যে দিকে পারে ফুটে উঠুক। রমলা, এদেশে এ হওয়া কি অসম্ভব? যার টাকা আছে তাকে বাধ্য করতে হবে এর জন্য টাকা দিতে। টাকার জন্য কাজ আটকাবে?

রমলা　আটকাবে না। কিন্তু আবার আমাকে রমলা বলে ভুল করছেন। আচ্ছা, সত্যিই কি আপনার রমলাকে প্রয়োজন?

বিশ্বেশ্বর　এর উত্তর সেই জানে। থাক্, তুমি রইলে আমার চোখ। যে চোখে এ মন্দির দেখবে, এটা তেমনি হ'বে!

[স্বামীজির ঘর। স্বামীজি সাধারণ পোষাকে বসিয়া বেদান্ত পড়িতেছেন। সেফালিকা প্রবেশ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীজির লক্ষ্য নাই।

সেফালিকা। এইভাবে দাঁড়িয়েই থাকতে হ'বে বুঝি!

স্বামীজি। (মুখ তুলিয়া শান্তভাবে) সেফালিকা! ব'সো।

সেফালিকা। পড়ায় এতদূর তন্ময় যে কে গেল এলো লক্ষ্যই নাই!

স্বামীজি। এ সময়টা আমার গেরুয়া থাকে না; কাজেই স্বামীজিগিরির দিকে নজর দিই না।

সেফালিকা। (বসিয়া বিস্মিতভাবে) আপনার গেরুয়ার আচরণটা তা হ'লে মুখস্থ করা !

স্বামীজি। হতে পারে। তুমি হঠাৎ এসে ভুল করেছ। আমার যে রূপ চাও এ অবস্থায় তা মিলবে না।

সেফালিকা। জানা ছিল না ; তা হলে আস্‌তাম না।

স্বামীজি। গেরুয়ার জগতে বড় কোলাহল ; সেই জন্য যখন শুধু নিজের হ'তে চাই, গেরুয়াটা ছেড়ে দিই। আমি ও আমার বেদান্ত ছাড়া তখন আর কেউ থাকে না। একটু ব'সো, আমি আসছি। (ভিতরের ঘরে প্রস্থান ও একটু পরে গেরুয়া ধারণ করিয়া আগমন।) এবারে কি বল্‌বে ব'লো।

সেফালিকা। সেদিন ভয়ঙ্কর ভুল করেছিলাম আপনার গেরুয়া বাঁধা রাখতে চেয়ে। ঠকে যেতাম দেখছি।

স্বামীজি। এবারে আমি স্বামীজি তা মনে থাকে যেন ?

সেফালিকা। স্বামীজি না ঘোড়ার ডিম !

স্বামীজি। মেয়ে মানুষের বুদ্ধি সম্বন্ধে কোন দিনই আমার উচ্চ ধারণা নাই। কে স্বামী, কে ঘোড়ার ডিম তা বুঝবে কি ক'রে ? তবে রমলার কিছু বুদ্ধি আছে এ কথা বলতে পারি।

সেফালিকা। গেরুয়া-পরা বুদ্ধি ঐ রকমই হ'বে। Democratic taste ! রমলাকে ত ভাল লাগবেই।

স্বামীজি। তোমাকে কি ক'রে ভাল লাগবে ? এতদিন ধ'রে টাকার মোহটুকুই ভুলতে পারলে না ! ইত্যবসরে রমলা কত এগিয়ে গিয়েছে জানো ? একবার খোঁজ নিয়ে এসো। তুমি যাই ব'লো, তুমি একটা অখাদ্য।

সেফালিকা। রমলা কি করেছে ?

স্বামীজি। এখন আর বসন্তর ভয় নাই ; এক দিন গিয়ে দেখে এসো।

সেফালিকা। অনেকদিন থেকে যাবো মনে করছি ; কিন্তু—

স্বামীজি। সাহস ক'রে যেতে পারছো না, এই ত? সাহস হবে কোত্থেকে? রমলাকে তুমি যে হাড়ে হাড়ে ভয় ক'রো তা আমি জানি না মনে ক'রো?

সেফালিকা। আমি আজই যাবো।

স্বামীজি। গিয়ে মজাটা দেখবে। হিতোপদেশ দিচ্ছি, যেয়ো না। উদ্বোধন-মন্দিরের সম্পাদক হ'য়ে যা করছো ক'রো, এর বেশী তোমার সামর্থ্য নাই।

সেফালিকা। বটে! নিশ্চয় যাবো।

স্বামীজি। সাপকে দুধ দিলে বিষ বাড়ে। তোমাদের হিতোপদেশ দিলে গোঁ আরও বেড়ে যায়। যা ইচ্ছা ক'রো গিয়ে। কিন্তু খবরদার, বিশ্বেশ্বর বাবুর সামনে ঝগড়া আরম্ভ ক'রে দিও না যেন। একটু ভাল ক'রে সেজে যেও, বিশ্বেশ্বর বাবু ত দেখতে পান না ; রমলাকেই সাজের ঝাঁঝটা দেখিয়ে এসো, হয়ত একটু দমে যেতে পারে।

সেফালিকা। রমলাকে সাজ দেখাতে যাবো কিসের জন্য?

স্বামীজি। আমার সন্দেহ দ্রৌপদীর প্রসাধন শুধু পুরুষদের জন্য ছিল না, মেয়েদের জন্যও ছিল।

সেফালিকা। গেরুয়ার ঝাঁঝ দেখছি কম নয়। আপনি খুলে ফেলুন গেরুয়া।

স্বামীজি। তাতে লাভ হবে না। কিন্তু শুভাগমন হ'য়েছে কেন?

সেফালিকা। দ্রৌপদী সম্বন্ধে এত নিখুঁত জ্ঞান যখন আছে তখন এ প্রশ্নই অবান্তর।

স্বামীজি। তা হ'লে সেজে আসা উচিত ছিল।

সেফালিকা। গেরুয়ার পাশে গোলাপী শাড়ী মানাতো বেশ, কি বলেন? ভুল হয়ে গিয়েছে।

স্বামীজি। তোমরা কি ভোলার জাত! বরং খেতে ভুলতে পারো, কিন্তু চাঁদমুখখানা পালিশ ও চুণকাম ক'রে কিস্তুতকিমাকার করতে কখনো ভোলো না। এক্ষেত্রে করোনি বোধ হয় গেরুয়ার প্রতি অনুকম্পায়. ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সেফালিকা। আপনার বুদ্ধির দৌড় দেখে সত্যিই আপনার প্রতি অনুকম্পা হয়।

স্বামীজি। বেশী বেশী অনুকম্পা করো না যেন। শনির আশীর্ব্বাদে মায়া উপে জায়, জানোত? অবশ্যি গোলাপী শাড়ীতে ঢাকা পড়লে কি হয় বল্‌তে পারি না।

সেফালিকা। পড়ে দেখুন।

স্বামীজি। আমি গেরুয়া চাপা হয়ে অছুঁৎ হ'যে আছি। আড়াল থেকে মজা দেখি।

সেফালিকা। সাংঘাতিক লোক আপনি! কিন্তু মশায়ের যে এমন বিষধরের জিব আছে তা জানতাম না।

স্বামীজি। মেয়ে সাপেরই বিষ থাকে, পুরুষ সাপের থাকে না সেটা জানা উচিত ছিল।

সেফালিকা। তাই না কি! আচ্ছা, নমস্কার। (প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[বিশ্বেশ্বরের ঘর। বিশ্বেশ্বর শুইয়া আছে। রমলা বসিয়া পা টিপিতেছে।]

বিশ্বেশ্বর। সেফালিকা, তোমাকে এত বলি পা টিপবে না, তুমি শোন না। আমি কখন কাউকে পা টিপতে দিই নি।

রমলা। সুস্থ হ'লে দেবেন না।

বিশ্বেশ্বর। মানুষ মানুষের পা টিপবে কেন? এটা দাসবৃত্তি।

রমলা। এ দাসত্ব কেউ পছন্দ ক'রে এমনও ত হ'তে পারে।

বিশ্বেশ্বর। পছন্দ! (উঠিয়া বসিবার চেষ্টা)।

রমলা। (বিশ্বেশ্বরকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিয়া) আপনার উঠে বসা নিষেধ। অবাধ্যতা চলবে না।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু তুমি পা টিপিবে, আর আমি সেটা পছন্দ করবো কেন?

রমলা। আপনি যখন সুস্থ, তখন আপনার কথা অনুসারে আমরা চলতে বাধ্য; যখন অসুস্থ তখন আপনি আমাদের কথা অনুসারে চলতে বাধ্য।

বিশ্বেশ্বর। অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘকাল শয্যাগত থেকে কেউ যদি তোমার মত শুশ্রূষাকারিণী পায়, সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়বে। আমার ভয় হ'চ্ছে সুস্থ হ'য়ে পুরোদস্তুর আয়াসী হ'য়ে পড়বো।

রমলা। কর্ম্মীর কি আয়াস বলে কিছু থাকতে নেই? দাসখৎ লিখে দিয়েছেন না কি?

বিশ্বেশ্বর। যে প্রকৃত ভালবাসে তার ভালবাসায় ক্লান্তি নাই। দাসখতের কোন প্রশ্নই উঠে না সেখানে।

রমলা। নিজেই ত পা টেপার মধ্যে দাসবৃত্তি দেখছেন।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু এটা যে সত্যই দাসবৃত্তি।

রমলা। (হতাশভাবে জানালার কাছে উঠিয়া গিয়া) তাত হ'বেই।

বিশ্বেশ্বর। (হাতড়াইয়া) তুমি কোথায়? রাগ করলে বুঝি?

রমলা। (কাছে আসিয়া পুনরায় পা টিপিতে টিপিতে) ঘুমোন এখন।

বিশ্বেশ্বর। এভাবে বেশীদিন থাকলে সত্যি আমি অপদার্থ হ'য়ে যাবো।

রমলা। ভাগবৎ অশুদ্ধ হয়ে যাবে কেউ একটু পা টিপে দিলে।

বিশ্বেশ্বর। তুমি এ বুঝবে না। দেশকে যদি কখনো প্রাণ দিয়ে ভালবাসো দেখবে তোমার ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অবসর নাই।

রমলা। আপনিও যদি কখনো কাউকে ভালবাসেন, দেখবেন তার একটুখানি পা টেপায় দাসত্বের কিছু নাই।

বিশ্বেশ্বর। ঠিক কথা। ধরো তোমার যদি কখনো অসুখ হয়, অবশ্যি হোক্ বলছিনা, আমি আনন্দে তোমার পা টিপতে পারি। সেটা কিছুতেই দাসবৃত্তি মনে করবো না।

রমলা। যান। (পা ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল)

বিশ্বেশ্বর। তোমাদের মেয়ে জাতের একটা দোষ, তোমরা কোন জিনিষ তলিয়ে বুঝতে চাও না। তোমার অসুখ হোক একথা বলিনি, একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র।

রমলা। (আবার পা টিপিতে টিপিতে) ঘুমোন এখন।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা, সেফালিকা, আমি আর না থাকলে ক্ষতি কি ?

রমলা। এর উত্তর কি দেবো ?

বিশ্বেশ্বর। বেশ কাজ চলছে। উদ্বোধন-মন্দির প্রায় গড়ে উঠ্‌লো। তুমি কাগজ পড়ে যা শোনাও তাথেকে মনে হয়, দেশে বেশ জাগরণ এসেছে। আমার প্রয়োজনীয়তা আর নাই।

রমলা। এর পরের জন্য আপনার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী।

বিশ্বেশ্বর। এত সাধের মন্দির একবার দেখতে ইচ্ছা হয়। আর হলো না।

রমলা। আর কয়েকটা দিন পরেই দেখতে পাবেন।

বিশ্বেশ্বর। আমার মনে হয় না, সেফালিকা, আর চোখ পাবো। তোমাকেই চোখ করেছি; তুমি যে চোখে একে দেখেছ, এটা তেমনি হ'য়েছে। তুমি সুন্দর, এ মন্দিরও নিশ্চয় সুন্দর হয়েছে।

রমলা। (বিচলিত হইয়া ও পরে সামলাইয়া লইয়া) যা ত্রুটী আছে আপনি সংশোধন ক'রে নেবেন।

বিশ্বেশ্বর। রমলা এলো না ?

রমলা। সে আসবে না। সে আমাকে ও আপনাকে ঘৃণা করে।

বিশ্বেশ্বর। (জোর করিয়া উঠিয়া বসিয়া) ঘৃণা করে !

রমলা। হাঁ। আপনার এই দুর্দ্দিনে একবার দেখতেও এলো না। ওর নাম করবেন না আর কখনও।

বিশ্বেশ্বর। ও আমায় ভুল বুঝলে ?

রমলা। আমাদের মেয়ে জাতের স্বভাবই এমনি ! কেবল হিংসা।

বিশ্বেশ্বর। হবে। (শুইয়া পড়িল।)

রমলা। ঘুমোন এবার। ও সব বাজে চিন্তা বাদ দিন। মনটাকে শক্ত করুন।

বিশ্বেশ্বর। হাঁ। (রমলা পা টিপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বেশ্বর ঘুমাইয়া পড়িল। পরে সেফালিকার প্রবেশ।)

সেফালিকা। রমলা, তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করলাম। পরে দেখা হবে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি,—শুনেছি সব।

রমলা। ভুল বুঝেছো। তুমি জয়ী।

সেফালিকা। নিজে থেকে যে জয়ী হ'তে পারলো না, তাকে জয়যুক্ত করবে তুমি ! তা হয় না, রমলা।

বিশ্বেশ্বর। (হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া) রমলা ! রমলা ! কৈ ?

রমলা। (তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া) কৈ রমলা ? এই ত আমি আছি। এর মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল ?

বিশ্বেশ্বর। ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। কে রমলার নাম করলো না ?

রমলা। ঘুমের ঘোরে ভুল শুনেছেন। ঘুমোন। (বিশ্বেশ্বর শুইয়া

পড়িল। রমলা মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে বিশ্বেশ্বর ঘুমাইয়া পড়িল। সেফালিকা চুপ করিযা দাঁড়াইয়া রহিল।)

সেফালিকা। (রমলার কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে) জয় তোমারই প্রাপ্য। আজ আসি। পরে আবার দেখা হবে।

পঞ্চম দৃশ্য

[কোন পার্কে বিরাট জনতা হইয়াছে। স্বামীজি দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছেন। একদিকে রমলা সেফালিকা ও অন্যান্য মেয়েরা বসিয়া আছে।]

স্বামীজি। তোমরা কেবলি বলছো, বিশ্বেশ্বর বাবুকে চাই। তিনি না হ'লেও আমাদের চলে ; অন্ততঃ তাঁকে না নিয়ে চলতে শিখতে হবে। ও লোকটি কি চিরকাল আমাদের কাছে থাকবে? তোমরা তোমাদের কাজ ক'রে যাও,—বাস্। নাই বা এলেন তিনি আমাদের মধ্যে।

জনৈক ব্যক্তি। আমরা তাঁকে চাই। আজ কোন কথা শুনবো না।

স্বামীজি। আজ খবর পেয়েছ তোমরা তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত, অধিকন্তু কোন প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বারা আহত হয়েছিলেন, অবশ্য উপস্থিত ভাল আছেন। বেচারী অনেক করেছে, ভুগলোও অনেক, এবার রেহাই দাও ; বাকী ক'টাদিন বিশ্রাম করুক।

জনৈক ব্যক্তি। আমরা তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত আনতে চাই না। তাঁকে একবার দেখতে চাই, তাঁর কাছ থেকে শুনতে চাই কে তাঁকে আঘাত করেছিল। তার পরের ব্যবস্থা আমরা করবো।

স্বামীজি। দেখো, হাঁস্ আর বকে অনেক তফাৎ। আমরা তাঁর

আঘাতের কথা শুনে ব্যবস্থা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছি, অথচ সে লোকটি আহত হওয়ার পরেই বলেছে, আঘাতকারীর কোন ক্ষতি যেন কেউ না করে। কাজেই এ সম্বন্ধে কেউ আর বিশেষ কিছু জানতে চেয়ো না ; তিনি এখন ভাল আছেন, ভাল থাকুন, বাস্।

জনৈক ব্যক্তি। তাঁকে একবার আমরা দেখতে চাই। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ কখনো করিনি, এখনও করবো না।

স্বামীজি। মহা মুস্কিল ! আসবেন কি ক'রে ? চোখ থাকলে ত আসবেন ! এই দেখো তাঁর এখানকার ছবি ; বসন্ত সেরেছে, কিন্তু চোখটি গিয়েছে। (বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থার একটি বড় ছবি সকলের সামনে ধরিল। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য।) হয়েছে ? এবারে কে কি বলতে চাও বলো। ডাক্তারেরা বলছেন, operationএ না সারলে অপরের চোখ বসিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। চোখ যদি দরকারই হয়, কে দেবে বলো ? দেবে কেউ ? (সকলে নিরুত্তর) কাজেই তাঁকে এখন ভুলে যাও। বেচারী আমাদের সকলের জন্য অনেক করেছিল,সইলো না, মিছামিছি মারও খেলে, আবার চোখও গেল ! এখন ব'সে ব'সে নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা করুক,—আর কি ?

রমলা। (দাঁড়াইয়া) আমি চোখ দিতে প্রস্তুত।

স্বামীজি। বলো কি ? তুমি ?

রমলা। হাঁ।

স্বামীজি। আয়নায় চেহারাটা ভাল ক'রে দেখে এসে তারপর বলো।

রমলা। যা বলবার বলেছি। আমার চোখ গিয়ে উনি যদি দেখতে পান আমার সেটা গর্বের বিষয় হবে।

স্বামীজি। (মাথা চুলকাইয়া) নারী চরিত্রটা আমি কিছু বুঝলাম না। তোমরা তাজ্জব জাত! শুনেছ সকলে? রমলা দেবী চোখ দিতে প্রস্তুত। (সকলে নিস্তব্ধ। দূরে গোলমাল; পরে কয়েক জন লোক একটি ভীষণভাবে আহত দেহ বহন করিয়া আনিয়া মঞ্চের উপর রাখিল।)

একজন বাহক। মোটর চাপা পড়েছে। আপনাদের কি বল্‌তে চায়।

সেফালিকা। (লাফাইয়া উঠিয়া) অমলদা'!

অমল। হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আমার চোখ যেন বিশ্বেশ্বর বাবুকে দেওয়া হয়। ইচ্ছা করেই চাপা পড়েছি, ড্রাইভারের কোন দোষ নাই। সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি। ওঃ—(মৃত্যু)

স্বামীজি। দুনিয়াটা বড় জটিল! মায়া—সব মায়া! চোখের দরকার হবে কি না তারই ঠিক নাই; ছেলেটা না বলে ক'য়ে এই ভাবে প্রাণ দিলে! আজ একটা সাংঘাতিক ভুল ক'রে ফেললাম।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[বিশ্বেশ্বরের ঘর। চোখ বাঁধা অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছে। সেফালিকা পাশে বসিয়া আছে।]

বিশ্বেশ্বর। আজ ঘুম আসছে না।

সেফালিকা। পা টিপে দিচ্ছি, ঘুমোন এবার। (টিপিতে লাগিল।)

বিশ্বেশ্বর। (পা সরাইয়া লইয়া) আজ সব কেমন যেন লাগছে। (হাত আগাইয়া দিল। সেফালিকা হাতে হাত বুলাইতে লাগিল।)

সেফালিকা। ঘুমোন এবার।

বিশ্বেশ্বর। (হাত টানিয়া লইয়া) না, আজ সব বদলে গিয়েছে।

সেফালিকা। (হাসিয়া) কেন? কি হ'য়েছে?

বিশ্বেশ্বর। আজ সব খাপছাড়া ঠেকছে। আচ্ছা সেফালিকা, আমার চোখে ওরা সে দিন কি করলো? আমি আবার দেখতে পাবো?

সেফালিকা। একটু পরেই বুঝতে পারবেন।

বিশ্বেশ্বর। (সেফালিকার হাত কিছুক্ষণ ধরিয়া) তুমি সেই?

সেফালিকা। "সেই" মানে?

বিশ্বেশ্বর। যে রোজ থাকে?

সেফালিকা। রমলার কথা বলছেন বুঝি? ডেকে দেবো তাকে? সেই ত রোজ আপনার কাছে থাকে।

বিশ্বেশ্বর। রমলা! দূর! সে ত সেফালিকা।

সেফালিকা। (হাসিয়া) আমি সেফালিকা, জলধর বাবুর মেয়ে।

বিশ্বেশ্বর। অসম্ভব। সেই সেফালিকা।

সেফালিকা। আপনার যেমন বুদ্ধি! Capitalist সেবা নেয়, সেবা করে না। আমি আপনার ওরকম সেবা করতে পারবো কেন? আমি থাক্‌লে আপনার ঘুম হবে না সে আমি আগেই বুঝেছি। শ্রমিকের কাছে Capitalist থাকলে শ্রমিক অস্বস্তি বোধ করবেই। চিরকালের সংস্কার! আপনি কি করবেন?

বিশ্বেশ্বর। তুমি যেতে পারো। আমি একা একা ঘুমোবার চেষ্টা করি।

সেফালিকা। সে খুব বোঝা গেছে। আমি ঐ জানালার কাছে গিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকছি,—ঘুমোন আপনি।

বিশ্বেশ্বর। তুমি থাকলে ঘুম হবে না। আমি এখন দেখতে না পেলেও কেউ আছে কি না অনুভব করতে পারি।

সেফালিকা। পারেন না কি? বেশ, আমি চ'লে যাচ্ছি, একটু পরে যে আসবে সে কে বলবেন দেখি।

বিশ্বেশ্বর। তুমি কি বলতে চাও, যে আমার এতদিন সেবা ক'রে এসেছে সে রমলা?

সেফালিকা। আমি বলতে যাবো কেন? আপনি অনুভব করতে পারেন, অনুভব করুন। সাংঘাতিক মেয়ে এই রমলা।

বিশ্বেশ্বর। তাইত! কিন্তু সে নিজে বলেছে সে সেফালিকা।

সেফালিকা। তাতেই ত বলছি, সাংঘাতিক মেয়ে এই রমলা।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা, তোমরা আমাকে এভাবে না রেখে একটা সাধারণ হাঁসপাতালে দিয়ে দিতে পারো।

সেফালিকা। অনেকের বিশ্বাস আপনি না কি অসাধারণ; সেই জন্য সাধারণ ব্যবস্থা করা হয় নি।

বিশ্বেশ্বর। দুনিয়ায় রুগ্ন সাধারণের ঠাঁই যেখানে, আমারও ঠাঁই সেই-খানে।

সেফালিকা। আপনি বলেন অনেক কিছুই। বলে যান। কেউ আছো এখানে? অসুস্থ অবস্থাতেও সাধারণ হওয়ার অসাধারণ দাপটটা একবার দেখে যাও। (দরজার সামনে রমলার আবির্ভাব। রমলা ইঙ্গিতে চুপ করিতে বলিল।) সুস্থ হ'লে ত বাধ্য হ'য়েই চুপ করতে হবে; এখন খাতির কিসের? পা না টিপলে ঘুম হবে না, তাও আবার ব্যক্তি বিশেষের টিপা চাই; খবরের কাগজ গোঁড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত পড়ে না শোনালে খাওয়া হজম হ'বে না; বাজারে যখন যা ভাল বই বেরোবে মাথার কাছে বসে পড়তে হবে; আবার ওঁর উদ্বোধন-মন্দির, কোথাকার সেবা সঙ্ঘ; আরও কত কি-'র কোথায় কি হ'চ্ছে তন্ন তন্ন ক'রে বলতে হ'বে; ওঁর মন্তব্য টুকে নিতে হ'বে, সে সব যথাস্থানে পাঠাতে হ'বে; উনি যা ভাববেন সেটা আগে

থেকেই বুঝে নিতে হ'বে! পান থেকে চূণ খসলেই মুস্কিল! কার এত দায় পড়েছে?

বিশ্বেশ্বর। যার দরদ নাই পারবে না।

সেফালিকা। দরদ বুঝেন আপনি? ঐ যে একটা লোক এতদিন আপনার সেবা করলো, একটু আঁচড় পড়েছে আপনার প্রাণে তাতে?

বিশ্বেশ্বর। তুমি সেই সেফালিকা; এতদিন যে সেফালিকা থাকতো সে নও।

সেফালিকা। অনুভব করতে পারেন! এটা অনুভব করতে পারছেন না?

বিশ্বেশ্বর। তাইত! (হাত বাড়াইল। সেফালিকা রমলাকে ধরিয়া আনিয়া রমলার হাত বিশ্বেশ্বরের হাতের সঙ্গে মিলাইয়া দিল) এ কি! এই ত সেই!

সেফালিকা। তাই না কি? (রমলার হাত সরাইয়া লইল) ঘুমোন এবার; পা টিপে দিচ্ছি। (রমলাকে পা টিপিতে ইঙ্গিত করিল; রমলা পা টিপিতে লাগিল।)

বিশ্বেশ্বর। এ সেই!

সেফালিকা। (রমলার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া) ঠিক বলেছেন।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু এ কণ্ঠস্বর তোমার, অথচ হাতটা—

সেফালিকা। নিশ্চয় রমলার!

বিশ্বেশ্বর। (হঠাৎ উঠিয়া ও রমলা ও সেফালিকার হাত ধরিয়া) ঠিক; তোমরা দু'জন।

সেফালিকা। ছাড়ুন বলছি। মেয়েদের এইভাবে ধরা আপনার অভ্যাস আছে তা আমরা জানতাম না। চীৎকার করবো।

বিশ্বেশ্বর। অন্ধের সাতখুন মাপ।

সেফালিকা। তাই ব'লে আমাদের এ ভাবে—

বিশ্বেশ্বর। তোমরা কে, বলো!

সেফালিকা। আমরা দুই বোন। এর বেশী পরিচয় নাই। ছাড়ুন।

বিশ্বেশ্বর। ছাড়বো না।

সেফালিকা। বটে, কেষ্ট ঠাকুর আর কি!

বিশ্বেশ্বর। রহস্য আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

সেফালিকা। (হঠাৎ নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া) এবারে ওকে নিয়ে রহস্য উদ্ঘাটন করুন।

বিশ্বেশ্বর। (রমলাকে) তুমি কে?

রমলা। সামান্য নারী।

বিশ্বেশ্বর। এ সেই কণ্ঠস্বর! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। (শুইয়া পড়িল।)

সেফালিকা। বুদ্ধি থাকলে ত বুঝবেন? প্রদীপ যতই আলো দিক না কেন, তার নীচটা অন্ধকার থাকেই।

বিশ্বেশ্বর। আমি আজ বড় দুর্ব্বল!

সেফালিকা। সবল হওয়ার ব্যবস্থা এখনই করছি। (সেফালিকা বাহিরে গেল ও পরে ডাক্তার লইয়া প্রবেশ করিল)।

ডাক্তার। আপনার চোখ আজ খুলে দেবো।

বিশ্বেশ্বর। দেখতে পাবো?

ডাক্তার। এখনি বুঝতে পারবেন। (চোখ খুলিতে লাগিল। রমলা ও সেফালিকা মাথার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। সামনে আয়নায় উভয়ের ছবি দেখা গেল। চোখ খোলা হইতেই সেফালিকা রমলার আড়ালে দাঁড়াইল; আয়নায় রমলার ছবিই রহিল।) দেখতে পাচ্ছেন? সামনের আয়নায় কি দেখছেন?

বিশ্বেশ্বর। রমলা।

ডাক্তার। তা হ'বে। এঁরি সেবায় আপনি সুস্থ হ'তে পেরেছেন? (বিশ্বেশ্বর একদৃষ্টে আয়নায় রমলার ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ পাশে সেফালিকার হাসি মুখ ফুটিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর চোখ ফিরাইয়া লইল।) নমস্কার! আসি এখন। কিন্তু আপনি এখনও দুর্ব্বল। আরও কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও সেবা প্রয়োজন। (প্রস্থান)

সেফালিকা। বিদ্যা বোঝা গেছে!

বিশ্বেশ্বর। (লাফাইয়া উঠিয়া এক হাতে সেফালিকা ও অন্য হাতে রমলাকে ধরিয়া রমলার প্রতি) তুমি সেই। কিন্তু তুমি সেফালিকা বলে পরিচয় দিয়েছিলে কেন?

সেফালিকা। সাংঘাতিক মেয়ে ওটা। ও সব পারে। মাথার কাছে সব খবরের কাগজ আছে; ওর কীর্ত্তি বেছে বেছে পড়বেন। ওগুলো আপনাকে শোনায় নি। নমস্কার। আমিও চলি এখন।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

সেফালিকা। ডাক্তারের মতে আপনার বিশ্রাম ও সেবা প্রয়োজন।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

(শিশু-নগরের তোরণ দুয়ারের সামনে বিরাট শান্ত জনতা। দুয়ার পর্দায় ঢাকা। সম্মুখে যুবকবৃন্দ-বেষ্টিত বিশ্বেশ্বর জোড় হাতে দণ্ডায়মান। পাশে রমলা, সেফালিকা ও আরও কয়েকজন মেয়ে। স্বামীজি জনতা ঠেলিয়া উপরে আসিলেন)

১৫

স্বামীজি। ক'দিন আগে সকলের মুখ হয়েছিল শুকনো আমড়া; আজ মুখ দিব্যি পাকা আমের মত! বিশ্বেশ্বর বাবুকে ফিরে পেলে দেখছি। অতঃপর কিন্তু লোকটাকে ও রকম অসহায় অবস্থায় একা একা ছেড়ে দিলে কোন দিন আবার গোলমাল পাকিয়ে বসে থাকবে!

ভিঁড়ের মধ্যে একজন। ঠিক বলেছেন।

স্বামীজি। আমি বেঠিক কথা কই না। তবে কি জানো? এ লোকটি এত দুর্দ্ধর্ষ যে ওঁর সঙ্গে এঁটে ওঠা যার তার কাজ নয়। এখন কি করা যায় বড় চিন্তার কথা। সেফালিকা দেবী কি বলেন?

সেফালিকা। যে নিজের ঘর অপরকে ছেড়ে দিতে পারে তাকে বলে—

বিশ্বেশ্বর। তোমার ভাষায়, কাপুরুষ।

সেফালিকা। নিশ্চয় কাপুরুষ।

স্বামীজি। তাকে বলে মেয়ে মানুষ।

সেফালিকা। হ'তে পারে। বিশ্বেশ্বর বাবু তাহ'লে দাঁড়ান কোথায়?

স্বামীজি। মানে, ওঁকে কিছু বলছিনে। বিশ্বেশ্বর বাবু কি বলেন?

বিশ্বেশ্বর। সেফালিকা দেবীকে জিজ্ঞাসা করুন।

স্বামীজি। (মাথা চুলকাইয়া) ওকে জিজ্ঞাসা করবো? (রমলার দিকে চাহিয়া) রমলা দেবী যে মিটমিটে মোম বাতির মত দিব্যি চুপ ক'রে বসে রয়েছে! (রমলা ভৎর্সনার দৃষ্টিতে স্বমীজির দিকে চাহিল।) লঙ্কা শুকোলেও ঝাঁজ যায় না। (জনতার প্রতি) আচ্ছা, এই জাতটার কাছ থেকে আমার ভাগ্যে জুটে কেবল চোখ-রাঙানি আর দাঁত-খিঁচুনি! কেন বলো দেখি?

জনৈক ব্যক্তি। আপনার কপাল!

স্বামীজি। বিশ্বেশ্বর বাবু, আপনি এবারে দেখে শুনে ঠিক ক'রে নিন। আমি বেদান্ত-চর্চ্চা করি, ও সব বুঝি না।

বিশ্বেশ্বর। আমার দেখা শুনার আর কি আছে? আজ আমি প্রকৃতই গর্ব্ব অনুভব করছি দেখে যে আমাদের এত সাধের উদ্বোধন-মন্দির গড়ে উঠেছে সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে। আমার দুর্ভাগ্য যে এর একখানা ইটও বহে দিতে পারলাম না; কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম এ মন্দির অনেকটা সেই রকমই হয়েছে। রমলা দেবী ঠিক আমার চোখ নিয়েই এ মন্দির দেখেছেন। তাঁর কাছে ব্যক্তিগত ঋণের কৃতজ্ঞতা জানাবার ধৃষ্টতা রাখি না, কিন্তু এর জন্য তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না। আমার কল্পনাকে এত সুন্দর রূপ দিয়ে আমাকে ইনি চিরকালের জন্য বন্দী করেছেন, আর অব্যাহতি নাই।

সেফালিকা। (স্বামীজিকে) শুনেছেন! এখনও অব্যাহতির কথা!

স্বামীজি। চুপ করো। দেখ না দৌড় কতদূর। বিশ্বেশ্বর বাবু, বলে যান।

বিশ্বেশ্বর। বলবার বিশেষ কিছু নাই। মাত্র একটি মন্দির গড়ে উঠলো, সমগ্র দেশটাকে এইরূপ মন্দিরে ভরে তুলতে হবে; যতদিন তা না হবে, ততদিন আমাদের বিশ্রামের অবসর নাই। ক্লান্তি এলে চলবে না, বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই জাতির সুপ্ত শক্তির উদ্বোধনের জন্য প্রত্যেক নর নারীকে চাই। এখনও যাঁরা আসেনি তাদের ডাকতে হবে, সঙ্গে নিতে হবে। এখানে যাঁরা আছেন সকলেই প্রস্তুত হউন বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য।

স্বামীজি। (মুগ্ধভাবে) ঠিক কথা, বিশ্বেশ্বর বাবু। কিন্তু মানুষকে শরীরের খাজনা দিতেই হয়। আপনিও এ নিয়মের অধীন। অতএব

আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনাকে আর একা ছেড়ে দিতে পারি না। আপনাকে এমন একজন সঙ্গিনী দিতে চাই যার তত্ত্বাবধানের উপর আমাদের বিশ্বাস আছে এবং হয়ত আপনারও আছে।

বিশ্বেশ্বর। আপনাদের স্নেহের জন্য আমি চিরকাল আপনাদের কাছে ঋণী। তবে আকস্মিকের উপরে কারও হাত নাই,—আশা করি তার জন্য আমাকে কেউ দোষী করবেন না।

স্বামীজি। আপনার ত্রুটির জন্য আমরা সকলে দোষী সাব্যস্ত হই। সেই জন্য এ ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে।

সেফালিকা। ব্যবস্থা যখন করতে হবে তখন করাই হবে। খোসামোদ কিসের? সবার সম্বন্ধে ওঁর কথা আমরা মেনে চলি; ওঁর সম্বন্ধে আমাদের কথাও উনি মেনে চলতে বাধ্য।

বিশ্বেশ্বর। আকস্মিককে বাদ দেওয়া যায় না; কাজেই ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

স্বামীজি। কিন্তু সবাই যে বলছে অসাবধানতার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। এ ব্যবস্থা বোধ হয় আপনাকে মানতেই হবে।

বিশ্বেশ্বর। কি ব্যবস্থা?

স্বামীজি। এমন কিছু নয়। সব হয়েই আছে, শুধু একটু পাকাপাকি ক'রে দিলেই হয়।

বিশ্বেশ্বর। (বিস্মিতভাবে) তা বেশ! ব্যবস্থাটা কি জানতে পারলে—

সেফালিকা। ন্যাকা যেন! জানেন না কিছু! আমরা সবাই মিলে আজ আপনাকে রমলা দেবীর হাতে সমর্পণ করবো।

বিশ্বেশ্বর। (হাসিয়া) অর্পিত হ'য়েই আছি; আবার নূতন ক'রে কেন?

সেফালিকা। আজ প্রকাশ্যে হ'তে হবে।

বিশ্বেশ্বর। এতে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কি আছে? এই দিনের আলো

যদি সত্য হয়, তবে এও সত্য যে আমার সর্ব্বস্ব শ্রদ্ধার সহিত রমলা দেবীর কাছে নিবেদন করেছি।

স্বামীজি। (সন্দেহের সহিত) আপনি তা হ'লে—; (সেফালিকার প্রতি) সেফালিকা, পরিস্থিতিটা বড জটিল।

সেফালিকা। সোজা লোক কি না! মাথার মধ্যে সব জট পাকিয়ে বসে আছে তা বুঝি জানেন না?

স্বামীজি। দেখছি তোমার পরাজয়ই হবে শেষটায়।

সেফালিকা। বেদান্তের বুদ্ধি কি না! অভিজাত পরাজয় স্বীকার করে না। (বমলার হাত ধরিয়া) উঠে এসো। মালাটি কর্ত্তার গলায় পরিয়ে দাও। (বমলা বিশ্বেশ্ববের গলায় মালাপরাইয়া দিল।)

বিশ্বেশ্বব। (সেফালিকার প্রতি) এ বারে এটা আমি পরিয়ে দিই তোমাকে' (মালা খুলিয়া সেফালিকাকে পরাইয়া দিল।)

সেফালিকা। যান—(মালা খুলিয়া একটু চিন্তা করিয়া পরে মালাটি স্বামীজির দিকে ছুডিয়া দিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।)

বিশ্বেশ্বব। অসুস্থতার জন্য বিকৃতি যদি কিছু হ'য়ে থাকে তা মার্জ্জনীয়। সেফালিকা, অমন ক'রে দাঁড়িযে রইলে কেন? রমলা, তুমিই বা অমন ক'রে দাঁড়িযে আছো কেন? এসো, তোমরা দু'জনে আমার দু'পাশে দাঁডাও,—আমরা তিন ভাই বোন বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে এক সঙ্গে পা ফেলে চলি। (ডান দিকে রমলা ও বাম দিকে সেফালিকাকে টানিয়া লইয়া) কিসের জয়? কিসের পরাজয়? পূজা করতে এসেছি, পূজা ক'রে যাবো। ঐকান্তিকতা যদি থাকে, ভাবনার কিছু নাই।

স্বামীজি। অবাক করলে তুমি, বিশ্বেশ্বর বাবু। আচ্ছা, তুমি একটা মানুষ, না কি? তোমার অনুভূতি ব'লে কিছু আছে? সুন্দর মুখ দেখলে ভিতরে একটু সাড়া শব্দও বুঝতে পারো না?

বিশ্বেশ্বর। সব ঠিক আছে, স্বামীজি। অপ্রয়োজনীয় অবসরে অনেক জঞ্জাল এসে জোটে, প্রযোজনের সময়ে সে সব ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়। কর্ম্মীব বিলাসের অবসর কৈ? বিশেষ করে এই দেশে এই সময়ে। দেশটাকে প্রাণ দিয়ে কাজ করতে শেখান; অনেক গ্লানি কেটে যাবে।

স্বামীজি। (গেরুয়া খুলিয়া বিশ্বেশ্বরের কাছে ফেলিযা দিযা) এই রইলো, তুমি এটা নাও। এবারে একেবারে হিমালযে,—আব না। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আচ্ছা, আমাব মেয়ে মানুষের মুখ এত ভাল লাগে কেন বল্‌তে পারো? (অপূর্ব্ব ও মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। কেন লাগবে না, শুনি? পাথোরের উপর দিয়ে দখিন বাতাস বয়েই যাক আর তার উপরে চাঁদের আলোই পড়ুক, পাথেবই থাকবে। (বিশ্বেশ্বরকে দেখাইয়া) এ সব পাথোরেব দল,—এ দিয়ে পাহাড় তোয়েব হয। সমতল ক্ষেত্রে এদের স্থান নাই।

স্বামীজি। ঠিক বলেছো. এ সব পাহাড়। মেযেদের পাল্লায় পড়ে, লাভের মধ্যে আমার গেরুযাটি গেলো। এদের পাল্লায় পড়লে এ রকমই হয। এতদিনে গেরুযার অভিনয শেষ, এবারে খাঁটি আমিকে নিয়ে থাকবো। নমস্কার। (প্রস্থানোদ্যত)

বিশ্বেশ্বর। স্বামীজি, ফিরে আসুন।

স্বামীজি। আর ফিরবো না। গেরুয়াটা দিলাম। সাবধান। (প্রস্থান।)

অপূর্ব্ব। (বিশ্বেশ্বরকে) আপনার সামনে দাঁড়াতে লজ্জা হয়।

বিশ্বেশ্বর। সব ঠিক আছে। লজ্জা কিসের?

অপূর্ব্ব। কিন্তু আগে বলেছি, আবার বলছি, যতদিন অত্যাচারী শোষণকারী থাকবে ততদিন বাঘের পিছনে ফেউ'এর মত আমি তার পিছনে লেগে থাকবোই। আমার বল নাই, কাজেই অবলম্বন ছল ও কৌশল। বল থাকলে হিরুবাবু হ'তাম।

বিশ্বেশ্বর। (ব্যস্তভাবে) হিরু কৈ? তাকে দেখছি না। (হিরু পিছন হইতে সামনে আসিয়া বিশ্বেশ্বরের পায়ের ধুলা লইয়া দাঁড়াইল।)

হিরু। আমি ছায়ার মত আপনার পিছনেই আছি। লজ্জায় সামনে আসতে পারিনি।

বিশ্বেশ্বর। কিসের লজ্জা?

হিরু। আমরা সবাই ভুল বুঝে আপনাকে মিছামিছি এত গোলমালে ফেলেছিলাম। এ সব হট্টগোলের জন্য আমি বেশী দায়ী। আপনাকে মুখ দেখাতে সাহস হয় না।

বিশ্বেশ্বর। কিসের সঙ্কোচ, হিরু? আকস্মিককে জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায় না। তার জন্য তোমারও আক্ষেপের কিছু নাই, আমারও নাই। মেঘ আসে, চলে যায়। জীবনের খাতায় অসংলগ্ন অনেক কিছু ঢুকে যায়, সে পাতা কযটা ছিঁড়ে ফেলাই ভাল। আমাদের আবার সেই বিশ্বেশ্বর, সেই হিরু হ'তে হ'বে। অপূর্ব্ব, তোমাকেও সঙ্গে চাই।

অপূর্ব্ব। আপনারা যার স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি, আমি তার ব্যঙ্গরূপ। আমি পিছনে থাক্‌তে পারি, সামনে নয়।

মাধুরী। ওকে দেবো না।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

মাধুরী। যারা ভালবাসার মর্য্যাদা জানে না তাদের সঙ্গে ওকে মিশতে দেবো না। চলে এসো। (অপূর্ব্বকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। পরে জলধর হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল)।

জলধর। (বিশ্বেশ্বরকে) বাবা, সব ভুলে গেলে? তোমার কথা নাকি ভুল হয় না?

বিশ্বেশ্বর। ভুল হ'বে কেন? আপনার মেয়ের ভার আমি নিয়েছি। হাতচিঠেটা আপনি ফেরৎ পেয়েছেন নিশ্চয়?

জলধর। নিয়েছ ? তবে যে—

বিশ্বেশ্বর। দেখেছেন না আমরা তিন ভাই বোন কেমন দাঁড়িয়ে রয়েছি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত।

জলধর। (মাথা চুলকাইয়া) ভাই বোন ! তা হ'লে—

সেফালিকা। বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমাকে ছেড়ে আর যাবো না।

জলধর। যাবি না ত ?

সেফালিকা। নিশ্চয় না। বিশ্বেশ্বর দা' ভার নিয়েছেন আমাদের দু' বোনের, আর আমরা দু'বোন ভার নিয়েছি ওঁর উদ্বোধন-মন্দিরের। তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার আর কোন কারণই হ'বে না।

বিশ্বেশ্বর। হিরু, এবার আমাদের ভার নেবেন জলধর বাবু।

জলধর। (ত্রস্তভাবে) অ্যাঁ ! হিরু ! এখানে কেন ?

হিরু। (হাসিতে হাসিতে) ভার যখন নিচ্ছেন তখন হিরু আপনাকে অভয় দিচ্ছে। কোন ভয় নাই।

জলধর। তা—তা—তোমরা যখন—মানে—

বিশ্বেশ্বর। পূজার আয়োজন করছি সবাই। মাত্র ফুল সংগ্রহ হ'চ্ছে, এখনও বহু বাকী। দেখবেন এ আয়োজন ? (ভিতরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ও পরে ছেলে মেয়েদের কোলাহল শোনা গেল। সামনের পর্দা সরিয়া গেল,—বাগানে ছেলে মেয়েরা খেলা করিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ হাততালি দিতেছে, কেহ ছুটিয়া বেড়াইতেছে ; যেন আনন্দের জীবন্ত মূর্ত্তির হাট বসিয়া গিয়াছে। বিশ্বেশ্বর, রমলা, সেফালিকা ও হিরু প্রণাম করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। জলধর প্রথমে কঠোর দৃষ্টিতে

চাহিয়া রহিল ; ক্রমে কঠোরতা কমিয়া গিয়া দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল কমনীয়তা, মুখে ফুটিয়া উঠিল ঈষৎ হাসি।) ঐ দেখুন আমার সাধনার ধন, আমার চিন্তা ও কল্পনার আনন্দের রূপ, আমার আজীবনের পূজার ফুল।

জলধর। আমার সেফালিকাও একদিন ওরকম ছিল। তখন ছিল অন্য দিন, ওর মা তখন বেঁচে! তারপর....তারপর অন্য পর্য্যায় আরম্ভ! ভ্যাখো, তোমার সব নাও, শুধু আমার মেয়েটিকে নিও না। ম'রে যাবো আমি তা হ'লে। ওযে বড় হ'য়ে উঠছে আমি সেটা বরদাস্ত করতে পারি না, ও তেমনি ছোট্ট থাক, আমার মা-হারা মেয়েটি!

বিশ্বেশ্বর। কালের চাকা ঘুরবেই, কেউ তার গতি রোধ করতে পারবে না। আপনার সেফালিকার মত যারা তারা বড় হ'য়ে অন্য শিশুদের নিজেদের স্থান ছেড়ে দেবে, আবার তারাও বড় হ'য়ে স্থান খালি ক'রে দেবে অন্য ছোটদের জন্য। ধ্বংসোল্লাসী মহাকালের এই ত লীলাচক্র। একে বরণ ক'রে নিতেই হ'বে। এতদিন যারা বড় হ'য়ে উঠছিল তাদেরকে আমরা দেখে এসেছি অনাদরের দৃষ্টিতে, আজ থেকে আমরা তাদের ফুটিয়ে তুলবো পবিত্র ফুলের মত ক'রে যেন তারা আমাদের সকলের যিনি মা তাঁর পূজায় লাগে। আপনার সেফালিকা হ'বে সে পূজার অন্যতম পূজারি। হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিন, ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন,—এক সেফালিকার বদলে শত শত সেফালিকা পবিত্র আনন্দের প্রতীক হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—দেখুন—ঐ—ঐ—(জলধর বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল ; শেষে ছুটিয়া গিয়া ছেলে মেয়েদের সঙ্গে চীৎকার করিতে করিতে ও

হাততালি দিতে দিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।) সেফালিকা, এতদিনে তোমার বাবার মুক্তি!

সেফালিকা। আপনার পাল্লায় একবার কেউ পড়লে তাকে ঘোল খেতেই হ'বে।

বিশ্বেশ্বর। (হাসিতে হাসিতে) তাই না কি! (জনতার দিকে চাহিয়া) এই আমাদের এত সাধের উদ্বোধন-মন্দির। এরি মালা গেঁথে ভারতমাতার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভরে দিতে হ'বে। প্রত্যেক ভারতবাসীকে এর জন্য উঠে প'ড়ে লাগতে হ'বে। আসুন সকলে,—বহু সময় নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। এরি ভিতর দিয়ে গড়ে তুল্‌বো আমরা বৃহত্তর ভারতবর্ষ,—যে ভারতবর্ষ হ'বে প্রকৃতই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, যার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হ'বে আনন্দের ধ্বনি; যার প্রতি অঙ্গ দীপ্ত হ'য়ে উঠবে সকল ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে। আজ নষ্ট শ্রীর সমাধির উপর তাজমহল গড়ার পালা,—আসুন সকলে। শিল্পী চাই, সোনার স্বপ্ন নিযে, অটুট আবেগ নিয়ে, জাগ্রত কর্ম্মের প্রেরণা নিয়ে, আসুন সকলে। এই মানবতার তীর্থ-ক্ষেত্র ভরে উঠুক নিত্য নূতন ফুলের সৌরভে, পূজায় তৃপ্ত মা'র মুখে আবার হাসি ফুটে উঠুক, —সফল হউক আমাদের সাধনা। বন্দেমাতরম্। আসুন, সকলে ভিতরে যাই। (সকলে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল।)

[উদ্বোধন-মন্দির ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার স্থানে ফুটিয়া উঠিল একটি বৃহত্তর গাছপালা ফুল ফলে ভরা বাগান। বাগানটি ছেলে মেয়েতে পরিপূর্ণ; কতকগুলি ছেলে মেয়ে গাছে উঠিয়াছে, কতকগুলি একদিকে দাঁড়াইয়া দুধ সন্দেশ প্রভৃতি খাইতেছে, কতকগুলি মাঠে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, হাততালি দিতেছে,

নাচিতেছে, চীৎকার করিতেছে; ফুলের ডালগুলি বাতাসে দুলিতেছে, কেহ কেহ ছোট হাত বাড়াইয়া ডাল ধরিতে যাইতেছে, ডাল অমনি উপরে উঠিয়া যাইতেছে, আর তাহারা খিল খিল করিয়া হাসিযা উঠিতেছে। এই আনন্দের ভরা হাটে আবির্ভূতা হইলেন এক নারী, মুখে অপূর্ব্ব হাসি, চোখে মুগ্ধ চাহনি, শ্যামল অঞ্চল চারিদিকে উড়িতেছে। ছেলে মেয়েরা সকলে "মা মা" করিয়া ছুটিয়া আসিল, কেহ কোলে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কেহ আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল। মা হাসিতেছেন। সামনে ভাসিয়া উঠিল সোণার অক্ষরে :—

"ইহাই স্বর্গ"

"Such is the kingdom of Heaven."

ক্রমে বাগান অদৃশ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল ভারতবর্ষের মানচিত্র, তাহার মধ্যে সেই হাস্যময়ী রমণীমূর্ত্তি, নীল সিন্ধুর জল ধৌত করিয়া দিতেছে পদদ্বয়, হিমালয়ের শুভ্রতুষার হইয়াছে তাঁহার কিরীট, এক হস্তে সদ্যপ্রস্ফুটিত কমল, অন্য হস্ত আশীর্ব্বাদের জন্য উত্তোলিত! চারিদিক হইতে মায়ের পায়ে আসিয়া পড়িতেছে নানা রকমের ফোটা ফুল। মা পরিতৃপ্ত। পৃথিবীর প্রতীক একটি গোলক এই চিত্র লইয়া ঘুরিতে লাগিল আপন কক্ষে।]

যবনিকা।